আমি জয়যাত্রী
তরুণ
২
মাওলানা আবু মুসআব
RUSSIA
UKRAINE
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
ITALY
TURKEY
CHINA
JAPAN
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SAUDI ARABIA
INDIA
NIGER
CHAD
INDONESIA
ANGOLA

অতি জযবাতি তরুণ

মাওলানা আবু মুসআব

অতি জযবাতি তরুণ-২

মাওলানা আবু মুসআব

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৪০ হি.
এপ্রিল ২০১৯ ঈ.

দ্বিতীয় প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪১ হি.
সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈ.

প্রকাশক
দারুল ফিকহিল আম

বই পেতে
dfambd@gmail.com
www.facebook.com/দারুল ফিকহিল আম

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, মোল্লার বই.কম, আমাদের বই.কম
পথিকশপ.কম, সিজদা.কম

মূল্য
৩৪০.০০ (তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

অ । র্প । ণ

ওয়ালিদে মুহতারাম -রাহিমাহুল্লাহ-
-আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন-
যিনি সব সময় বলতেন, আমরা হচ্ছি নবীর ওয়ারিস। বর্তমানে নবীর উপস্থিতি থাকলে তিনি যা করতেন আমাদেরকেও তাই করতে হবে। তো নবী কি বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র বা নারী নেতৃত্বকে মেনে নিতেন?

এবং

যিনি আজ থেকে আরো কয়েক যুগ পূর্বে বসুন্ধরা মাদরাসায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে যখন অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম শুধুমাত্র মিছিল-মিটিং করাকেই আমাদের দায়িত্ব হিসেবে যথেষ্ট হওয়ার পক্ষে মতামত পেশ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, কোনো কুফরি ইজম-মতবাদের অধীনে এ সকল কিছু করে আমাদের কোনো লাভ হবে না। আমাদের এখন 'খুরুজ'র (প্রকাশ্য কুফরের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ) সময় হয়ে গেছে। তখন একজন আলেম দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনিই একমাত্র আমার মনের কথাটা ব্যক্ত করেছেন।

قال الله تعالى: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً. (سورة النساء ١٠٤)

قال النبي ﷺ: إن أخوَفَ ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. (مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: ٢٧٤٨٥، سنن أبي داود، رقم الحديث: ٤٢٥٢، جامع الترمذي، رقم الحديث: ٢٢٢٩)

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. (الكشاف للزمخشري ٥/٥٩٤، تفسير القرطبي ١/٣٤٠، تفسير البحر المحيط ٨/١٢٣)

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١/١٢١، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٤٠٤، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٦/٤٠٩-٤١٠)

قال الحافظ الذهبي (في ترجمة ابن ناجية): بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت، ولمقتوه وجهّلوه. (سير أعلام النبلاء ١٤/١٦٦)

وقال أيضاً (في ترجمة ابن قتيبة): قلت: هذا لم يصح، وإن صح عنه فسُحقاً له، فما في الدين محاباة. (سير أعلام النبلاء ١٣/٢٩٨)

قال الشيخ أحمد شاكر: ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.

سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه: أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل. فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. (عمدة التفسير ١/٦٩٧)

অতি জয়বাতি তরুণ

قال الأستاذ عبد المالك: واعلم أن شرع الله أحق بالغيرة من الغيرة على آحاد الأمة، الذين لم تكتب لهم العصمة. (تقدمة الأحاديث الموضوعة الرائجة ١/٦٥، الطبعة الأولى)

٢٨١٨- لأجاهدن عداك ما أبقيتني .... ولأجعلن قتالهم دَيداني

٢٨١٩- ولأفضحنهم على رأس الملا .... ولأفرين أديمهم بلساني

٢٨٢٠- ولأكشفن سرائر خفيت على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

٢٦٣٩- موتوا بغيظكم فربي عالم .... بسرائرٍ منكم وخُبث جنان

٢٦٤٠- فالله ناصر دينه وكتابه .... ورسوله بالعلم والسلطان

٢٦٤١- والحق ركن لا يقوم لهَده .... أحد ولو جُمعت له الثقلان

(من نونية الحافظ ابن القيم)

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ..... ويأتيك بالأخبار من لم تُزود

(طرفة بن العبد البكري)

সূচিপত্র

دار الإسلام ودار الحرب
দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

এক. 'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যা

দুই. দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টি সম্পর্কে কয়েকটি কথা

তিন. কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ

চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম
খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ) পূর্বে

চার. বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ আজো দারুল হারব

পাঁচ. কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা

১. 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব'

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ.

২. আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির রহ. ফাতওয়া

৩. মুফতি তাকি উসমানির বক্তব্য

وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً. (سورة بني إسرائيل ٣٦)

يا أُمَّةَ محمد ﷺ!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! একজন ক্লান্ত পথিকের হৃদয় বিগলিত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের কিছু ভাঙ্গা কথা কি শুনবে তোমরা! লৌকিকতা নয়, যে কথাগুলো উৎসারিত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থেকে। কপটতা নয়, যাতে রয়েছে একটি মর্মাহত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। বাকপটুতা নয়, যার শব্দে শব্দে রয়েছে অস্ফুট কান্নার নিরবধি সুর।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমাদের কথাগুলোর আকৃতি তৈরি করো; দেখতে পাবে তাজা রক্তের একটি স্রোত-ধারা অথবা চোখের নোনাজলের প্লাবন। আমাদের শব্দাবলীর আয়নায় চোখ রাখো; দেখতে পাবে চোয়াল বেয়ে নেমে আসা অশ্রুধারায় ভিজে আছে কিছু বক্ষ। আমাদের বাক্যের বুকে কান পাতো; অনুভব করতে পারবে কিছু জর্জরিত অন্তরের অব্যক্ত ব্যথা।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমাদের কথার বুক চিরে আমাদের বাস্তব মানসিকতা অনুধাবন করার একটু চেষ্টা করো, দেখো তাতে কোনো স্বার্থের গন্ধ পাও কি না। খুঁজে পাও কি না তাতে কোনো ষড়যন্ত্রের আঁশ। আমরা ইলম-আমলে ছোটো অনেক ছোটো, আমরা গোনাহগার তোমাদের ধারণার চেয়েও বড়ো গোনাহগার (আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দিন এবং সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন, আমিন)। তবুও

বিশ্বাস করো, এ অন্তরগুলো তোমাদের কল্যাণ কামনায় ভরপুর। ঝুঁকি নিয়েও এ কথাগুলো বলে চলছে শুধু তোমাদের ঈমান নিরাপদ থাকার কামনায়। ঈমান ও তাওহিদের 'হাকিকত' বাস্তবতা এবং 'নাওয়াকিযুল ঈমান' ঈমান ভঙ্গের কারণের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! কার ভয়ে তোমরা আজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারছো না? কোন অশুভ শক্তি তোমাদের সত্য প্রকাশের মুখ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে? আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, চীন, ভারত যদি তোমাদের দৃষ্টিতে বড়ো হয়, তোমরা কি জানো না তোমাদের আল্লাহ তার চেয়েও বড়ো! কুফরি শক্তিকে যদি অধিক ক্ষমতাবান মনে করো, তোমরা কি জানো না তোমাদের আল্লাহই একমাত্র 'কাদিরে মুতলাক' অসীম ক্ষমতাবান! 'তাগুত'র চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয় যদি তোমাদের ধারণায় পোষণ করো, তোমরা কি ভুলে গেছো তোমাদের আল্লাহই একমাত্র 'আলিমুল গাইব'।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের আল্লাহ কি তাঁর ঘর ধ্বংস করতে আসা হস্তিবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাঁর বড়োত্ব প্রকাশ করে দেখাননি! তোমাদের আল্লাহ কি তিনশ' তেরোজন দ্বারা এক হাজারের বাহিনীকে পরাজিত করে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করেননি! তোমাদের আল্লাহ কি শয়তানের কূটকৌশল নস্যাৎ করে আবু জাহেলের ঘেরাও বাহিনী থেকে রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধার করে মদিনায় পৌঁছিয়ে তাঁর কৌশলের শক্তি প্রকাশ করেননি!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি অসংখ্য দেবতার পূজারিদের সমাগমে দাঁড়িয়ে এক 'মা'বুদ'র ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে সামন্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হননি! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি 'হুনাইন'র যুদ্ধে "أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب" বলে বলে বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যাঁর তেইশ বছরের সাহসী পদক্ষেপের ফলে তোমরা একটি প্রতিষ্ঠিত দ্বীন উপহার পেয়েছো! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যাঁর ঘোষণা হচ্ছে "نصرت بالرعب مسيرة شهر"! তোমরা কি সেই নবীর উম্মত নও যিনি তোমাদেরকে পুরো পৃথিবীময় ক্ষমতাবান হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! সেই নবীর সম্মান যখন আজ ভূলুণ্ঠিত, সেই নবীর দ্বীন যখন আজ পর্যুদস্ত, সেই নবীর উম্মত যখন আজ অধঃপতনের অতল

গহ্বরে পতিত; হৃদয়ের কান দিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখো তো নবীর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাও কি না। একটু অনুভব করতে পারো কি না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারার বিষণ্নতা ও পবিত্র অন্তরের ব্যথাহত ভাব।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি খুলাফায়ে রাশেদিনের উত্তরসূরি নও যাঁরা ইসলামের কর্তৃত্বকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপৃত করে তোমাদেরকে মুনিবের আসনে বসিয়েছিলেন! তোমরা কি খালিদ বিন ওলিদের ন্যায় বীর সাহাবিগণের সন্তান নও যাঁদের কোষমুক্ত তরবারির সামনে কিসরা-কায়সার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে এবং তোমরা তাদেরকে গোলাম হিসেবে ব্যবহার করেছো! তোমাদের একজন খলিফা কি হারুনুর রশিদ নন; রোমের সম্রাট 'নিকফুর'কে লেখা যাঁর একটি চিঠি পুরো রোমে কম্পন সৃষ্টি করেছিলো!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আজ কেনো তোমাদের সকল ভূখণ্ড প্রত্যেক দখলদারের লুণ্ঠিত সম্পদে পরিণত হয়েছে? আজ কেনো তোমরা মুনিবরা গোলামে পরিণত হয়েছো, আর গোলামরা মুনিবের আসনে? পরাধীনতার জীবনকেই কেনো তোমরা শান্তির জীবন মনে করছো? শত্রুর একটি সশব্দ উচ্চারণই কেনো তোমাদের দেহ-মনে কম্পন তৈরি করে দেয়?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের শিরা-উপশিরায় কি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির রক্ত প্রবহমান নয়? কেনো আজ তোমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস ইহুদিদের দখলে? কেনো বাইতুল মাকদিসের আর্তনাদে তোমাদের রক্তে জিহাদি চেতনার তরঙ্গ উপচে পড়ে না?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কি প্রসিদ্ধ যালেম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আব্বাসি খলিফা মু'তাসিমের চেয়েও বেশি পাষণ্ড হয়ে গেছো? কাফেরদের হাতে বন্দি একজন অসহায় বোনের "وا حَجَّاجاه" শোনার পর যদি হাজ্জাজের কঠিন মনে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়ে থাকে, একজন নির্যাতিতা মুসলিমা মায়ের "وا معتصماه" বলে চিৎকার করার সংবাদ শোনার পর যদি খলিফা মু'তাসিমের হৃদয় নাড়া দিয়ে থাকে; আজ হাজারো-লাখো শিশুর গগনবিদারী চিৎকার, নির্যাতিতা মা-বোনদের আর্তনাদ তোমাদের অন্তরে সামান্যতম রেখাপাত করে না কেনো?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা তোমাদের সন্তানের কান্নায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নিষ্পাপ মুসলিম শিশুদের কান্না অনুভব করো, তোমরা তোমাদের

মা-বোনদের মলিন চেহারায় বিভিন্ন ভূখণ্ডের মাযলুমা মুসলিমা মা-বোনদের মুখাবয়বের বিষণ্নতা অনুধাবন করো, বাতাসে কান পেতে শোনো; কতো অসহায় তোমাদের নাম ধরে ধরে "وا فلاناه وا فلاناه" বলে বলে হাহাকার করছে, আর একটু ভেবে দেখো তোমার মাঝে মুসলমানিত্ব কতোটুকু অবশিষ্ট আছে!

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা তোমাদের ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সাহসী পদক্ষেপে অগ্রসর হও; দেখো তোমাদের আল্লাহ এখনো অসীম ক্ষমতায় মহীয়ান। তোমাদের আল্লাহর কৌশল এখনো শক্তিশালী। তোমাদের আল্লাহ এখনো মুজাহিদদের ক্ষুদ্র কাফেলা দিয়ে 'তাগুত'র বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেন। তোমাদের আল্লাহ এখনো আসমানের তিন হাজার-পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সহযোগিতায় প্রেরণ করেন।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! একটু সাহসী হও! একটু বীরত্বের পরিচয় দাও! একটু নিজেদের আত্মমর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হও! তোমাদের পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য একটু চেষ্টা করো! সর্বোপরি কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামির আলোকে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব বুঝে নাও; দেখতে পাবে তোমরা ছাগলের পালে লালিত হওয়া সিংহশাবকের দল। দেখো তোমাদের মাঝে লুকিয়ে আছে শার্দূলতা; শিয়াল পরিচয়ে বেঁচে থাকা তোমাদের জন্য বেমানান।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমরা কেনো বনি ইসরাইলের ন্যায় মুক্তির পয়গামদাতাকে অশুভ মনে করছো? মুসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হারুন আলাইহিস সালামের কথার পরিবর্তে 'সামেরি'র কথাই কেনো তোমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে? সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে বনি ইসরাইলকে কেনো আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছো? বনি ইসরাইলের ন্যায় নববি কাজের ধারক-বাহকদের কেনো বলে দিচ্ছো "اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ"?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! যে তোমাদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে আযাদির রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, তাকে কেনো স্বার্থপর মনে করছো? যে তোমাদেরকে তোমাদের পরিচয় মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে চলছে, তাকে কেনো পর ভাবছো? যে তোমাদেরকে ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কেনো শত্রুতা পোষণ করছো?

যে পথিক 'গরিব'-মুসাফিরের জীবন বেছে নিয়েও তোমাদেরকে 'তাগুত'র অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে চলছে, তাকে প্রতিহত করতে কেনো আটঘাট বেঁধে নেমে পড়েছো? যে ইহুদি-খৃস্টানের চক্ষুশূল, তাকেই কেনো ইহুদি-খৃস্টানের দালাল অপবাদ দিয়ে গালিগালাজ করছো?

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! আমি জানি, আমার কলমকে এভাবে মুক্ত করে দিলে চলতেই থাকবে। তবে আমার কলমকে আমি এখানেই বন্ধ করে দিতে চাচ্ছি। আমার ব্যথিত হৃদয়ের কথা প্রকাশের স্রোত এখানেই থামিয়ে দিচ্ছি। শব্দের সিক্ত দেহাবয়বে বিচরণ করে অনুভব করো, নয়নবারিতে ভিজে আছে কাগজগুলো, টপ টপ করে ঝরে পড়া অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে আছে অক্ষরগুলো; হয়তো আমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে, একটু হলেও ব্যথার উপশম হবে।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! তোমাদের কারো কোনো ভর্ৎসনা, কোনো অপবাদ, কোনো খিস্তি-খেউর, কোনো অসার মন্তব্য, কোনো প্রলোভন, কোনো হুমকি আমাদের যবানকে রুদ্ধ করতে পারবে না, আমাদের কলমকে বন্ধ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের কল্যাণ কামনায় কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামির আলোকে মাসআলাগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেই যাবো এবং আমাদের কথাগুলো বলেই যাবো, ইনশাআল্লাহ। وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب।

اللّٰهُمَّ! أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ربنا! لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.

اللّٰهُمَّ! إنا نجعلك في نحورهم ونعوذبك من شرورهم.

اللّٰهُمَّ! ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ.

اللّٰهُمَّ! انصر المسلمين المظلومين والمجاهدين في كل بلاد.

আবু মুসআব
০৪-০৭-১৪৪০ হি.

قال أبو بكر الجصاص: والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوِّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القِرْمِطي بمثل قول أبي يوسف ومحمد، بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٢١٨/٧)

{চার}

دار الإسلام ودار الحرب
দারুল ইসলাম ও দারুল হারব

অতি জযবাতি তরুণ

অতি জযবাতি তরুণদের দাবি, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের যে সকল ভূখণ্ড কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী পরিচালিত না হয়ে তার বিপরীতে মানবরচিত কুফরি আইনে পরিচালিত হচ্ছে, কুফরি মতবাদকেই সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইন কার্যকর করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি; সে সকল ভূখণ্ড 'দারুল হারব'র অন্তর্ভুক্ত।

মুহতারাম আহলে ইলম

এ ব্যাপারে মুহতারাম আহলে ইলমদের সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য বা অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবগতি নেই বা 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হারব'র সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা দিয়েছেন বলেও আমাদের জানা নেই। যতোটুকু করেছেন তা হলো- ভরা মজলিসে ঘোষণা দিয়েছেন, 'খিলাফত পতনের আগের সংজ্ঞা দিয়ে এখন বিবেচনা করলে তো আর হবে না। পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী তো এখন আমেরিকাকেও

দারুল হারব বলা যাবে না। কেননা সেখানেও একজন মুসলমান দাবি করে যে, আমি আমার অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলতে পারি'।[১]

অস্পষ্ট কথার ফলাফল

পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা অনুযায়ী অধিকার আদায়ের কথা বলতে পারলেই সেটি আর দারুল হারব থাকবে না; এ দাবির বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা কতোটুকু তা পরবর্তী আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। তবে মুহতারাম আহলে ইলমদের এ ধরনের অস্পষ্ট কথা থেকে সাধারণ শ্রোতা তো বটেই, তাঁদের স্বীকৃত যোগ্য যোগ্য ছাত্ররা কী ফলাফল বের করে তার একটি মহড়া আমরা দেখতে পারি। যাদের কথা উল্লেখ করবো তাদের নাম, ঠিকানা ও সনদ আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে, তবে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। কারণ, পাঠক এগুলো বিশ্বাস না করলেও মূল আলোচ্য বিষয়ে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

মুহতারাম আহলে ইলমের উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর নির্ভর করে একজন তার ছাত্রদের সামনে দাবি করেছেন, ... সাহেব হুযুর বলেছেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে কোনো 'দারুল হারব' নেই।

অপরজন ওই বক্তব্যের পর বাংলাদেশ 'দারুল ইসলাম' দাবি করে একটি প্রবন্ধও লিখে ফেলেছেন।

আরেকজন মন্তব্য করেছেন, আমাদেরকে এখন আমাদের মতো করে 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হারব'র সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে। পরবর্তীতে তিনিই আবার এমন একটি উর্দু পুস্তিকার অনুবাদ করেছেন, যে পুস্তিকায় পূর্বের সংজ্ঞা দিয়েই শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতকেও 'দারুল ইসলাম' প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

ওই বক্তব্যের পরপরই একজনের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম; তাকে খিলাফত পতনের পরের কয়েকজন আকাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম, দেখুন তাদের সংজ্ঞা ও পূর্ববর্তীদের সংজ্ঞার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

১. আমাদের জানা মতে মুহতারাম আহলে ইলমের কথার সারাংশ এটিই। যদি বিপরীত কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে মুল আলোচনায় এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

তিনি বললেন, এটা তো খিলাফত পতনের পরপরই ছিলো। তখন আমি বললাম, ও! তাহলে খিলাফত পতনের পর তিন বছরের জন্য এক সংজ্ঞা, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য আরেক সংজ্ঞা এবং এর পরবর্তী দশ বছরের জন্য আরেক সংজ্ঞা ....! তার চেহারার ভঙ্গিমায় মনে হয়েছে, এমনটিই হওয়া উচিত।

অতি জযবাতি তরুণদের দলিল

পরবর্তীদের থেকে হাতেগোনা কিছু আলেমের 'শায' কথা ব্যতীত বলতে গেলে চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ভূখণ্ড 'দারুল ইসলাম' বা 'দারুল হারব' হওয়ার মাপকাঠি হলো সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন ও সংবিধান। ইসলামি আইন ও সংবিধানে পরিচালিত হলে সেটি 'দারুল ইসলাম', আর কুফরি আইন ও সংবিধানে পরিচালিত হলে সেটি 'দারুল হারব'। তবে যেহেতু 'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের ভিত্তিতে পূর্বের কেউ কেউ এবং বর্তমানের একটি বড়ো অংশ ভয়ঙ্কর রকমের সংশয়ে পড়েছেন, তাই প্রথমেই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত ও তা সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমেই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবো, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের শর্তকেন্দ্রিক মতানৈক্য

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এ সংক্রান্ত মতামত ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) তাঁর 'আযযিয়াদাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে যেহেতু 'আযযিয়াদাত' কিতাবের স্বতন্ত্র মুদ্রিত কপি বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না এবং কিতাবের ব্যাখ্যাতাগণও পৃথককরে মূল ইবারত উল্লেখ করেননি, তাই তিনজন ব্যাখ্যাতার শব্দে তা উল্লেখ করছি।

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) শব্দে

ইমাম সারাখসি কর্তৃক 'আযযিয়াদাত' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা প্রমাণিত। তবে তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়া কিতাবাদির একটি। তাই তাঁর শব্দে মতামতটি তাঁর 'কিতাবুল মাবসুত' থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

والحاصل: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث أن يظهروا أحكام الشرك فيها. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب. (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين ١٠/١١٤).

"মোটকথা, ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। এক. তা 'আরদুত তুরক' তথা দারুল কুফরের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হওয়া যে, সেটির মাঝে এবং দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। দুই. কোনো মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান'[২] এবং কোনো যিম্মি তার 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা। তিন. তারা তাতে কুফরি-শিরকি আইন-কানুন প্রকাশ করা। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি-শিরকি আইন-কানুন প্রকাশ করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (কিতাবুল মাবসুত ১০/১১৪)।

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলআত্তাবির (মৃ: ৫৮৫ হি:) শব্দে

ودار الإسلام إنما تصير دار حرب عند أبي حنيفة رضي الله عنه بشرائط ثلاثة: أحدها إجراء أحكام الكفر على سبيل الاشتهار، والثاني أن يكون متاخمة لدار الحرب متصلة لا يتخلل بينهما بلد من بلاد المسلمين، والثالث أن لا يبقى مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول..... وعندهما دار الإسلام تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر. (شرح الزيادات للعتابي -المخطوطة- كتاب السير، باب من السير ما يغلب عليه من أرض المسلمين أو المرتدون ثم يظهر عليهم الإمام صـ١٢١).

---

২. শামসুল আইম্মা হালওয়ানি রহ. (মৃ: ৪৪৮/৪৪৯ হি:) শর্তটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "أعني بأمان أثبتها الشارع بالإيمان" অর্থাৎ এমন 'আমান' যা শারে'-শরিআত প্রণেতা ঈমানের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করেছেন। (বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব-টীকায় ৬/৩১৬)।

"ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। এক. কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করা। দুই. তা এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। তিন. কোনো মুসলমান বা কোনো যিম্মি পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা।..... আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (শারহুয যিয়াদাত -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ১২১)।

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খানের (মৃ: ৫৯২ হি:) শব্দে

دار الإسلام تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر في قول أبي يوسف ومحمد. وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة: إجراء أحكام الكفر، وأن تكون متاخمة بدار الحرب، أي متصلة ليس بينهما بلدة من بلاد الإسلام، وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن بإسلامه، ولا ذمي آمن بأمانه الأول، وهو الذمة. (شرح الزيادات لقاضي خان، كتاب السير، باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون ٦/٢٠٢٢).

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। আর ইমাম আবু হানিফার মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়। কুফরি আইন-কানুন জারি করা। তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত হওয়া, অর্থাৎ এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় দারুল হারবের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম বিদ্যমান না থাকা। কোনো মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' এবং কোনো যিম্মি তার পূর্বের 'আমান' তথা 'যিম্মা' চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা।" (শারহুয যিয়াদাত ৬/২০২২)।

সামনের আলোচনার সুবিধার্থে ইমাম আলাউদ্দিন কাসানির শব্দেও মতামতটি উল্লেখ হওয়া জরুরি।

আলাউদ্দিন আলকাসানির (মৃ: ৫৮৭ হি:) শব্দে

فنقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ١٣٠/٧).

"আমাদের ইমামগণের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই একটি দারুল কুফর দারুল ইসলামে পরিণত হয়। তবে দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফরে পরিণত হয় সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হয়। এক. তাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়া। দুই. তা দারুল কুফর সংলগ্ন হওয়া। তিন. কোনো মুসলমান এবং কোনো যিম্মি পূর্বের 'আমান' তথা মুসলমানদের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদে না থাকা। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে তাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই তা দারুল কুফরে পরিণত হয়ে যায়।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩০)।

আলোচনার ক্রমধারা

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এ সংক্রান্ত ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মতামত সামনে আসার পর আমরা আমাদের আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. 'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যা।

দুই. দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টি সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

তিন. কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ।

চার. বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

পাঁচ. কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা।

“

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رح نے فرمایا: اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بند وبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگرچہ بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ و عیدین اور اذان اور گاؤکشی میں کفار تعرض نہ کریں۔ (فتاوی عزیزی - اردو - باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)

”

-এক-

'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যা

প্রথমত: বাক্যের ব্যবহাররীতি থেকে

'আহকামুল ইসলাম বা আহকামুল কুফর জারি করা' শুধুমাত্র এই বাক্যের ব্যবহাররীতি থেকেই 'আকলে আম' সাধারণ জ্ঞানে এটি অনুমেয় যে, এর দ্বারা মৌলিকভাবে বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও সংবিধান উদ্দেশ্য; যদিও ব্যক্তিজীবনের ইবাদত ও মাসআলা-মাসায়েল সেটির অধীনে এসে যায়। এটি বুঝার জন্য মনে হয় 'ফিকহে আম'রও প্রয়োজন নেই। এছাড়াও দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত মাসআলার আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতে এ বাক্যের ব্যবহার যাদের অধ্যয়নে রয়েছে, যারা ফিকহের কিতাবাদি থেকে বিশেষকরে 'সিয়ার-জিহাদ' ও 'হুদুদ-কিসাস'র অধ্যায়গুলো পড়েছেন বা পড়বেন, তাদের খুব সহজেই উপলব্ধিতে আসার কথা যে, সাধারণত ফুকাহায়ে কেরামের এ ব্যবহারের প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি? আইন-কানুন নাকি ব্যক্তিগত সালাত-সাওম আদায় করা বা নিজেদের উদ্যোগে জুমআ ও ঈদের ব্যবস্থা করা? পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করলে যে কারো সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত ইসলাম বা কুফরের আইন-কানুনই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন এবং সেটির অধীনে ব্যক্তিগত ইবাদত-উপাসনার মাসআলার আলোচনাও এসে যায়।

দ্বিতীয়তঃ শর্তের বাস্তবতার আলোকে

যে যাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকুন না কেনো; কমপক্ষে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের কথায় 'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর' দ্বারা যে ব্যক্তিগত বা নিজেদের উদ্যোগে ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করা নয়, বরং আইন-কানুনই উদ্দেশ্য তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য প্রথমে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে-

ক) 'আহকামুল ইসলাম' দ্বারা যদি সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে 'আহকামুল কুফর' দ্বারাও অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন উপাসনা উদ্দেশ্য হবে।

খ) দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- 'মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য বা পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে ও 'যিম্মি' তার পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ না থাকা। যদি নিরাপদে থাকে, তাহলে তা দারুল হারবে পরিণত হবে না। (যেটির ব্যাখ্যা সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ)। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, একজন মুসলমান যদি সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করতে না পারে, তাহলে এটিকে "آمن بإيمانه" বা "آمن بالأمان الأول" বলা হবে না। ঠিক তেমনিভাবে 'যিম্মি' যদি তার ব্যক্তিগত উপাসনা করতে না পারে, তাহলে তা "آمن بالأمان الأول" বলা হবে না। সুতরাং বুঝা গেলো মুসলমানের সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করতে পারা-না পারা এবং 'যিম্মি'র ব্যক্তিগত উপাসনা করতে পারা-না পারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়দু'টি উপলব্ধি করার পর আমরা এখন সহজেই বুঝতে পারি যে, 'আহকামুল ইসলাম' বা 'আহকামুল কুফর' দ্বারা যদি ব্যক্তিগত ইবাদত বা উপাসনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ ধরে নেই যে, একটি ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বাকি থাকার দু'টি শর্তই অনুপস্থিত, কিন্তু পূর্বের 'আমান' বহাল থাকায় তা (ইমাম আবু হানিফার মতে) দারুল ইসলাম, তাহলে-

ক) ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্ত থেকে 'আহকামুল কুফর জারি করা' শর্তটি অনর্থক সাব্যস্ত হবে। কেননা যিম্মি কাফের কর্তৃক 'আহকামুল কুফর' তথা ব্যক্তিগত উপাসনা আগেও জারি ছিলো এবং এখনো জারি আছে, নতুন করে জারি করার কী অর্থ?

খ) মুসলামানদের সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি পালন করার মাধ্যমে 'আহকামুল ইসলাম' জারি আছে, তাহলে 'আহকামুল ইসলাম'র মোকাবেলায় 'আহকামুল কুফর জারি করা'র কী অর্থ?

গ) পূর্বের 'আমান' বিদ্যমান থাকায় তা ইমাম আবু হানিফার মতে দারুল ইসলাম, আবার সালাত-সাওম, জুমআ-ঈদ ইত্যাদি 'আহকামুল ইসলাম' জারি থাকায় তা সাহেবাইনের মতেও দারুল ইসলাম। তাহলে এই শর্তে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মাঝে মতানৈক্যের ফলাফল কী?

এছাড়াও 'আহকামুল ইসলাম' বা 'আহকামুল কুফর' দ্বারা যদি ব্যক্তিগত ইবাদত-উপাসনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক এতো গভীর থেকে তিনটি শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন কী ছিলো? শুধু এতোটুকু বললেই তো হতো; যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা সালাত-সাওম বা জুমআ-ঈদ ইত্যাদি আদায় করতে পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।

সুতরাং এটিই স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন 'আহকামুল ইসলাম' দ্বারা ইসলামি আইন-কানুন ও সংবিধান এবং 'আহকামুল কুফর' দ্বারা কুফরি আইন-কানুন ও সংবিধান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ কয়েকজন ফকিহের বক্তব্যের আলোকে

'আহকামুল কুফর জারি করা' কথাটির ব্যাখ্যা স্পষ্ট হওয়ায় অধিকাংশ কিতাবে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। তবুও কয়েকজন ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করছি, যা থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, এটি দ্বারা মৌলিকভাবে আইন-কানুনই উদ্দেশ্য।

ইমাম তহাবি (মৃঃ ৩২১ হিঃ)

وكل أرض ارتد أهلها جميعاً، فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا من قد غلب عليه المرتدون، وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك أرض حرب،

اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما. (مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، أرض ارتد أهلها وغلبوا عليها وجرت فيها أحكامهم صـ٢٩٤).

"যে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মুরতাদ হয়ে প্রত্যেক মুসলমান ও 'যিম্মি'র উপর ক্ষমতাশীল হয়ে যায় এবং তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদদের আইন-কানুন জারি হয়; এর দ্বারাই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। চাই তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকুক বা না থাকুক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতামত।" (মুখতাসারুত তহাবি পৃ: ২৯৪)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'মুসলমানদের উপর মুরতাদদের আহকাম জারি হয়' কথা থেকেই স্পষ্ট যে, তা দ্বারা তাদের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনই উদ্দেশ্য। একের ব্যক্তিগত উপাসনা অন্যের উপর জারি হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

واعتبر أيضاً جريان الحكم، لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب، لا تصير من دار الحرب، لأنهم غير متمكنين لإجراء الحكم. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٧/٢١٧).

"ইমাম আবু হানিফা রহ. হুকুম জারি হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা দারুল ইসলামের যে অংশে সৈন্যদল রয়েছে, তা দারুল হারবের সংলগ্ন হলেও দারুল হারবে পরিণত হবে না। কারণ কাফেররা তাতে আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম নয়।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি ৭/২১৭)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'তারা হুকুম জারি করতে সক্ষম নয়' কথা থেকে স্পষ্ট যে, তা দ্বারা তাদের আইন-কানুন উদ্দেশ্য। কেননা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের ব্যক্তিগত উপাসনা জারি করতে সক্ষম নয় বলার কোনো অর্থ হয় না।

নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দি (মৃ: ৫৫৬ হি:)

أما البلاد التي في أيديهم فلا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، ولأنهم لا (لم) يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة

مسلمون. (الملتقط في الفتاوى الحنفية لناصر الدين السمرقندي، كتاب السير، مطلب في السلام لأهل الذمة وردها وكراهة المصافحة صـ٢٥٤).

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।" (আলমুলতাকাত পৃ: ২৫৪)।

'তারা তাতে কুফরের হুকুম জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান' কথা থেকেই স্পষ্ট যে, 'আহকামুল ইসলাম' বা 'আহকামুল কুফর' দ্বারা আইন-কানুনই উদ্দেশ্য। অন্যথায় 'কুফরের হুকুম জারি করেনি' বলারও কোনো অর্থ নেই এবং 'বিচারকরা মুসলমান' বলারও কোনো কারণ নেই। বরং শুধু এতোটুকু বললেই হতো, মুসলমানরা সেখানে জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যটি আরো কয়েকজন ফকিহ তাঁদের ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবে গ্রহণ করেছেন।

কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকি (মৃ: ৭৪৯ হি:)

وفي الملتقط: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد إسلام لا بلاد حرب، لأنها غير متاخمة بدار الحرب ولأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون والولاة مسلمون. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي -المخطوطة- كتاب الصلاة، باب الجمعة ١/١٧٧، رد المحتار لابن عابدين الشامي، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في جواز استنابة الخطيب ٣/١٤).

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারক ও প্রশাসকরা মুসলমান।" (মি'রাজুদ দিরায়া -পাণ্ডুলিপি- ১/১৭৭, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪)।[৩]

৩. 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে 'মি'রাজুদ দিরায়া'র সূত্রে "وفي الملتقط" এর স্থানে আছে "عن المبسوط"। আমাদের সাধ্যানুযায়ী 'মাবসুতে সারাখসি'তে তা তালাশ

ইবনুল আলা আদদেহলবি (মৃ: ৭৮৬ হি:)

١٠١٣٠- وفي تجنيس الناصري: قال الإمام الأجل:..... أما البلاد التي في أيديهم فلا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة مسلمون. (الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، كتاب السير، الفصل الرابع والعشرون، نوع في الأحكام التي تتعلق ببلاد الكفار ١٣٥/٧، النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، كتاب القضاء ٦٠٤/٣).

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।" (তাতারখানিয়া ৭/১৩৫, আননাহরুল ফায়েক ৩/৬০৪)।

হাফেযুদ্দিন ইবনুল বাযযায আলকারদারি (মৃ: ৮২৭ হি:)

قال السيد الإمام: والبلاد التي في أيدي الكفرة اليوم، لا شك أنها بلاد الإسلام لعدم اتصالها ببلاد الحرب، ولم يظهروا فيها أحكام الكفر، بل القضاة مسلمون. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية ٣١١/٦).

"যে সকল অঞ্চল বর্তমানে কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলো দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত নয় এবং তারা তাতে কুফরের বিধান জারি করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।" (বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব-টীকায় ৬/৩১১)।

শামসুদ্দিন আলকুহস্তানি (মৃ: ৯৫০ হি:/৯৬২ হিজরির পূর্বে)

أحدها: إجراء أحكام الكفر اشتهاراً بأن يحكم الحاكم بحكمهم ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين. (جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد ٦٦٣/٤).

করে না পেয়ে বহু চেষ্টা-সাধনার পর 'মি'রাযুদ দিরায়া'র পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে অবগত হয়ে তাতে দেখা গেলো, 'মাবসুত'র পরিবর্তে 'মুলতাকাত'র উল্লেখ রয়েছে।

একটি শর্ত হচ্ছে, প্রকাশ্যে 'আহকামুল কুফর' জারি করা। অর্থাৎ হাকেম তাদের বিধান মতে ফয়সালা করে এবং মুসলমানদের বিচারকদের দ্বারস্থ হয় না। (জামেউর রুমুয ৪/৬৬৩)।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া

أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. (الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار ٢/٢٣٢).

একটি শর্ত হচ্ছে, প্রকাশ্যে কাফেরদের আহকাম জারি করা এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা। (হিন্দিয়া ২/২৩২)।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ)

اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا وتحصیل خراج اور باج وعشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگرچہ بعض احکام اسلام مثلا جمعہ وعیدین اور اذان اور گاؤکشی میں کفار تعرض نہ کریں۔ (فتاوی عزیزی - اردو - باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہوسکتا ہے، ص ۴۵۴)۔

"আহকামে কুফর জারি হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়িক পণ্যে খারাজ, কর, উশর আদায়ে শাসক স্বনীতিতে শাসক হওয়া এবং ডাকাত-চোরদের শাস্তি ও জনগণের পারস্পরিক লেন-দেন ও অপরাধের শাস্তির বিচারের ক্ষেত্রে কাফেরদের আইন-কানুন জারি হওয়া। যদিও ইসলামের কিছু বিধান যেমন- জুমআ, ঈদ, আযান এবং গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কাফেররা আপত্তি না করে।" (ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু- পৃঃ ৪৫৪)।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

পূর্বে উদ্ধৃত বাযযাযিয়ার ইবারত উল্লেখ করে তিনি বলেন-

پس باید کہ دلیل بودن بر آں بلاد اسلام می آرد بقولہ "بل القضاۃ المسلمون"، کہ حکم احکام اسلام بر طور اول باقیست، ونمی گوید "لأن الناس یصلون ویجمعون"، چرا کہ مراد از اجرائے حکم اجرائے حکم بطور شوکت وغلبہ است، نہ ادائے مراسم دین خود برضاء حاکم غالب۔

(تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص٦٦٦)۔

"তো বুঝা উচিত, ওই সকল অঞ্চল দারুল ইসলাম হওয়ার উপর দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে 'সেখানের বিচারকরা মুসলমান'। ফলে ইসলামের বিধি-বিধান সে সকল অঞ্চলে পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান আছে। দলিল হিসেবে একথা বলা হয়নি, 'মানুষরা সেখানে সালাত ও জুমআ আদায় করতে পারে।' কেননা 'বিধি-বিধান জারি করা'র অর্থ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সহিত বিধি-বিধান জারি করা। ক্ষমতাশীল কাফের শাসকের সম্মতিতে স্বধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করার নাম নয়।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৬৬)।

এখানে শুধু এ শর্তের ব্যাখ্যায় বলা কিছু ফিকহি ইবারত উল্লেখ করেছি। অন্যথায় পাঠক যদি আমাদের সঙ্গে এই গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত থাকেন এবং সামনে উদ্ধৃত ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো একটু গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করেন; তাহলেও স্পষ্ট হয়ে যাবে, ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত 'আহকামুল ইসলাম' ও 'আহকামুল কুফর' দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত; দু'য়েকজন ফকিহ 'আহকামুল ইসলাম'র ব্যাখ্যা জুমআ ও ঈদ দ্বারা করেছেন। মূল আলোচনার শেষে একটি পুস্তিকার পর্যালোচনায় বিষয়টির ব্যাখ্যা স্পষ্ট করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

“

فقیہ النفس رشید احمد گنگوہی رح نے فرمایا: الحاصل: غرض ازیں شروط ثلاثہ نزد امام واز یک شرط کہ اجرائے حکم اسلام است نزد صاحبین ہمون وجود غلبہ وقوت مراد است اگر ببعض وجوہ باشد، وہیچ اہل فقہ نمی گوید کہ در ملک کفار اگر کسے باذن ایشاں صراحۃً یا دلالۃً اظہار شعائر اسلام کند، آں ملک دار الاسلام می شود، حاشا وکلا کہ ایں دور از تفقہ است۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٦٧)

”

-দুই-

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টি সম্পর্কে কয়েকটি কথা

ক) অতিরিক্ত শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. একক

অতিরিক্ত শর্ত দু'টি আরোপ করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা রহ. একক।

ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ির (মৃ: ১৪৩৬ হি:) বক্তব্য

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

وفيه اختلف الفقهاء: فقال أبو حنيفة والزيدية: لا يتحقق اختلاف الدارين إلا بتوافر شروط ثلاثة هي:....... **وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء**: ينقلب وصف الدار أويتحول من دار إسلام إلى دار حرب بإجراء أحكام الشرك فقط. (الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، القسم الخامس الفقه العام، الباب السادس، الفصل الرابع، المبحث الخامس، المطلب الثاني زوال الدولة الإسلامية ٥٣٧/٨).

"এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও যাইদিয়া (শিয়া) সম্প্রদায়ের মতে তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত 'দার'র পরিবর্তন সাব্যস্ত হয় না। আর তা হচ্ছে.........................। **কিন্তু সাহেবাইন ও জুমহুর ফুকাহায়ে**

কেরামের মতে শুধুমাত্র কুফর-শিরকের আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই 'দার'র পরিচয় পরিবর্তন হয়ে যায়, বা দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (আলফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু ৮/৫৩৭)।

খ) তারজিহ (প্রাধান্য)

পূর্বের ও পরের একাধিক হানাফি ইমাম সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম তহাবি (মৃ: ৩২১ হি:)

وكل أرض ارتد أهلها جميعاً، فلم يبق فيها من المسلمين ولا من أهل ذمتهم إلا من قد غلب عليه المرتدون، وجرت عليه أحكامهم، فإنها قد صارت بذلك أرض حرب، اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما، وبه نأخذ. وأما أبو خنيفة رضي الله عنه فقال:........ (مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، أرض ارتد أهلها وغلبوا عليها وجرت فيها أحكامهم صـ٢٩٤).

"যে অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলে মুরতাদ হয়ে প্রত্যেক মুসলমান ও 'যিম্মি'র উপর ক্ষমতাশীল হয়ে যায় এবং তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদদের আইন-কানুন জারি হয়; এর দ্বারাই তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। চাই তা দারুল হারবের সঙ্গে মিলিত থাকুক বা না থাকুক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতামত। **আমরা এটিকেই গ্রহণ করছি**। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন............।" (মুখতাসারুত তহাবি পৃ: ২৯৪)।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

قال أحمد (الجصاص): والذي أظن أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوَّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد وتخاذلهم، وفساد من يتولى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القِرْمِطي بمثل قول أبي يوسف ومحمد، بل في كثير من البلدان

التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الموضع. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٢١٨/٧).

“আবু বকর আহমাদ ইবনে আলি আলজাসসাস বলেন, আমার ধারণামতে ইমাম আবু হানিফা রহ. সমকালীন অবস্থা তথা কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে এরূপ বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটি অসম্ভব ছিলো যে, মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলের মাঝে একটি দারুল হারব থাকবে; যার অধিবাসীরা মুরতাদ হয়েও খলিফার পক্ষ হতে সৈন্যদল ও অনুগত প্রজা কর্তৃক ঘেরাও না হয়ে নিরাপদে থাকবে।

কিন্তু যদি তিনি বর্তমানের অবস্থা তথা মানুষদের জিহাদ থেকে বিরত থাকা ও নিস্তেজ হয়ে পড়া, দায়িত্বশীলের নষ্ট মানসিকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা, জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করার মতো দৃশ্যগুলো দেখতেন, তাহলে তিনিও ‘কারামিতা’ মুলহিদদের অধিকৃত অঞ্চল (যা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত), বরং এ জাতীয় বহু অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের ন্যায় মতামত পোষণ করতেন। এখানে যে সকল অঞ্চলের আলোচনা করাও আমি অপছন্দ করছি।” (শারহু মুখতাসারিত তহাবি ৭/২১৮)।

ইমাম আবু বকর আলজাসসাসের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে ‘তালিবে হক’ আহলে ইলম ও আহলে ফিকরের গ্রহণ করার মতো বহু উপকরণ রয়েছে। প্রয়োজন শুধুমাত্র সত্য গ্রহণের মানসিকতা। আমার মনে হয়, আলোচ্য মাসআলার সমাধানে পৌঁছার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট; যদিও এখনো মাসআলার প্রারম্ভিক কথাগুলোই চলছে।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া

إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة:.........، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر، وهو القياس. (الفتاوى الهندية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار ٢٣٢/٢).

"ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তিন শর্তে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়................। আর সাহেবাইন বলেন, শুধুমাত্র এক শর্তে; আর তা হচ্ছে, কুফরের আইন-কানুন প্রকাশ করা। সাহেবাইনের মতটিই যুক্তিসঙ্গত।" (হিন্দিয়া ২/২৩২)।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

وہر مقامے کہ دار الاسلام بود کفار بر آں غلبہ کردند، اگر غلبہ اسلام بالکلیہ رفع شد آں را حکم دار حرب شد، واگر غلبہ کفار شد مگر ببعض وجوہ غلبہ اسلام ہم باقی ماندہ باشد، آں را دار الاسلام خواہند داشت نہ دار حرب، دریں مسئلہ اتفاق ہست، اما ایں کہ غلبہ اسلام بالکلیہ رفع شدن چہ حد است، درآں خلاف شد در میان آئمہ ما علیہم الرحمۃ، ہرچہ صاحبین علیہما الرحمۃ می فرمایند کہ اجراء احکام الکفر علی الاعلان والاشتہار غلبہ اسلام را بالکلیہ رفع می کند، البتہ اگر ہر فریق احکام خود را جاری باعلان کردہ باشند غلبہ اسلام ہم باقیست، ورنہ در صورت اعلان احکام کفار وعدم قدرت اہل اسلام بر اجرائے احکام خود بغلبہ خود الا باذن کفار غلبہ اسلام ہیچ قدر باقی نمی ماند، وہو القیاس۔ چرا کہ ہر گاہ کفار چناں مسلط گشتند کہ احکام کفر علی اعلان والغلبہ جاری کردند، واہل اسلام آں قدر عاجز مغلوب شدند کہ احکام خود جاری کردن نمی توانند ورد کفر را کہ شین وعار اسلام ست قدرت ندارند، پس کدام درجہ اسلام باقیست کہ آں را دار الاسلام گفتہ شود، بلکہ تسلط وغلبہ بکمال بکفار راشد ودار حرب گشت بالفعل، بعد ازاں ہرچہ خواہد شد خواہد شد، مگر الحال در دار حرب ومغلوب کفار بودن بظاہر ہیچ دقیقہ باقی نماندہ، ومثل دار حرب قدیم مسلط غلبہ کفار شدہ، کما ہو الظاہر۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ۶۵۸)۔

"যে অঞ্চল দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, পরবর্তীতে কাফেররা তা দখল করে নিয়েছে; যদি ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তা দারুল হারবের হুকুমে হয়ে যাবে। আর যদি কাফেররা দখল করেছে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য বিবেচনায় ইসলামের দাপট এখনো অবশিষ্ট আছে, সেটিকে দারুল ইসলামই বলা হবে, দারুল হারব নয়। এতোটুকুর উপর

সকলেই একমত। তবে ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার সীমা কী? সে ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। সাহেবাইন বলছেন, প্রকাশ্যে কুফরের আইন-কানুন জারি করাই ইসলামের দাপটকে পরিপূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়। হ্যাঁ! মুসলমান ও কাফের প্রত্যেকে যদি নিজেদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করে, তাহলে ইসলামের দাপট অবশিষ্ট থাকাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কাফেররা তাদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করে, আর মুসলমানরা তাদের সম্মতি ব্যতীত নিজেদের দাপটে নিজেদের আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ইসলামের কোনো দাপটই অবশিষ্ট থাকে না। **আর এটিই যুক্তিসঙ্গত**। কেননা যে অঞ্চলে কাফেররা এমনভাবে ক্ষমতাশীল হয় যে, তারা দাপটের সহিত প্রকাশ্যে তাদের আইন-কানুন জারি করে, আর মুসলমানরা এ পর্যায়ের অক্ষম ও পরাস্ত হয় যে, তারা তাদের আইন-কানুন জারি করতে পারে না এবং ইসলামের জন্য লজ্জাকর কুফরি বিধান দূর করতে সক্ষম নয়, তাহলে ইসলামের আর কোন স্তর অবশিষ্ট থাকে, যার ভিত্তিতে সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে! বরং তখন তো কাফেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে এবং তা এখন দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যা হওয়ার হবে, তবে এখন তা বাহ্যত দারুল হারব ও কাফেরদের করতলগত হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা থাকেনি। প্রাচীন দারুল হারবের ন্যায় তা কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গেছে, যা একেবারেই স্পষ্ট।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৫৯)।

'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ির (মৃ: ১৪৩৬ হি:) আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-

نحن نميل إلى رأي الصاحبين في عدم اعتبار شرط المتاخمة، لا سيما في مثل ظروف اليوم، حيث قربت وسائل النقل الحديثة البعيد من المسافات، فلا يبقى هناك أثر لمتاخمة الدار لدار الحرب حتى تكون دار حرب، ويكفي بحسب الظاهر سيادة الأحكام مع وجود السلطة حتى يتغير وصف الدار. وأما الأمن: فهو متوفر اليوم في أغلب بلاد العالم لأي مواطن، فالمسلم في باريس يستطيع إقامة شعائر الدين دون أن يخاف فتنة في دينه، وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية، فاعتبروا إقامة شعائر الإسلام هي التي تجعل الدار دار إسلام،

فإذا انقطعت إقامة الشعائر وزال سلطان المسلمين، أصبحت الدار دار حرب.
(آثار الحرب لوهبة الزحيلي، الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول صـ١٧٣).

"আমরা দারুল হারবের সংলগ্ন হওয়ার শর্তকে বিবেচনা না করার ক্ষেত্রে সাহেবাইনের মতকেই গ্রহণ করছি; বিশেষকরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা স্থানান্তরের আধুনিক ব্যবস্থাপনা দূরবর্তী ব্যবধানকেও নিকটবর্তী করে দিয়েছে। সুতরাং দারুল হারব হওয়ার জন্য কোনো অঞ্চল দারুল হারব সংলগ্ন হওয়ার কোনো প্রভাব বাকি থাকেনি। বরং 'দার'র পরিচয় পরিবর্তন হওয়ার জন্য বাহ্যত ক্ষমতাবান হয়ে আইন-কানুনের কর্তৃত্বই যথেষ্ট। আর 'আমান' নিরাপত্তার বিষয়; সেটি তো বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যেকোনো অঞ্চলের জন্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। একজন মুসলমান প্যারিসেও নিজের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের আশঙ্কা ছাড়াই দ্বীনের বিধানাবলী আদায় করতে পারে। মালেকি, শাফেয়ি তথা জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম এ (সাহেবাইনের) মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তারা এটিই গ্রহণ করেছেন যে, ইসলামি বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করাই কোনো অঞ্চলকে দারুল ইসলামে পরিণত করে দেয়। যখন বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার অবসান ঘটে এবং মুসলমানদের কর্তৃত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন অঞ্চলটি দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।" (আসারুল হারব পৃ: ১৭৩)।

গ) তাতবিক (সামঞ্জস্য)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন সকলের উদ্দেশ্য দারুল ইসলাম দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের দাপট নিঃশেষ হয়ে কুফরের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হওয়া জরুরি। তবে সাহেবাইন মনে করেন, কুফরের আইন জারি হলেই ইসলামের দাপট নিঃশেষ হয়ে যায়, আর ইমাম আবু হানিফা রহ. আরো দু'টি শর্তের উপস্থিতি জরুরি মনে করেন।

সমকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তদু'টির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দু'টির কোনো একটির অনুপস্থিতিতে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শেষ হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সে অঞ্চলে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঘুরে দাঁড়ানো ও কাফেরদের হাত থেকে তা উদ্ধার করার বিষয়টা
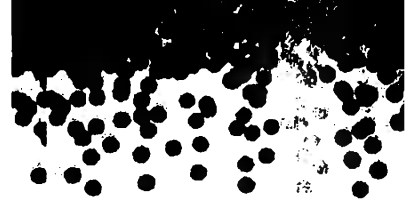
অনেকটা নিশ্চিত থাকে। তাই এই সাময়িক সময়ের জন্য সে অঞ্চলকে দারুল হারবের হুকুম দিয়ে তা থেকে হিজরত করাসহ আনুষঙ্গিক মাসআলা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থা মাথায় রেখে শর্তদু'টির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো একটু গভীর মনোযোগে পড়লে আশা করি আমাদের অনুধাবন করতে সহজ হবে যে, ইমাম আবু হানিফার রহ. উদ্দেশ্য কি শুধুই শর্তের শব্দগুলো নাকি বাস্তব প্রেক্ষাপট তথা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিঃশেষ না হওয়াকে আমলে নেওয়া! কয়েকজন ফকিহের আলোচনা আমরা অধ্যয়ন করতে পারি।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

ইমাম আবু বকর আলজাসসাস প্রথমে সাহেবাইনের কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

قال أحمد: وذلك في نحو بلد القرمطي، أنه دار حرب وإن كان حواليه دار الإسلام في قولهما؛ لأن حكم الكفر قد ظهر فيه، لما أظهروا فيه من دين المجوس، وعبادة النيران، وشتم الرسول محمد ﷺ، فلو أن إماماً عادلاً ظهر عليهم: جاز له استغراق أهله بالقتل، وسبي النساء والذرية، بمنزلة سائر دور الحرب.

ووجه هذا القول: أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين بها، والدليل على صحة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار إسلام، سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الإسلام، إذا غلب عليه أهل الكفر وجرى فيه حكمهم، وجب أن يكون من دار الحرب، ولا معنى لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمناً على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار الحرب، ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب، ولا يوجب أن يكون من دار الإسلام. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٧/٢١٦).

"আর তা 'কারামিতা' মুলহিদদের অধিকৃত অঞ্চলের ন্যায়। সাহেবাইনের মতানুযায়ী তা দারুল হারব, যদিও তা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত। কেননা কুফরের বিধান তাতে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তারা তাতে

'মাজুসি' অগ্নিপূজকদের ধর্ম, আগুনের উপাসনা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা প্রকাশ করেছে। সুতরাং কোনো নিষ্ঠাবান খলিফা যদি সেটি দখল করতে পারে, তাহলে অন্যান্য দারুল হারবের ন্যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা এবং মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বন্দি করা তার জন্য জায়েয হবে।

এ মতের মূল কারণ হলো, 'দার'র হুকুমের সম্পৃক্ততা হচ্ছে দাপুটে ও ক্ষমতাশীল হওয়া ও তাতে দ্বীনের বিধি-বিধান জারি করার সঙ্গে। এটি সহিহ হওয়ার দলিল হচ্ছে, আমরা যখন কোনো দারুল হারব দখল করে তাতে আমাদের আইন-কানুন জারি করে দেই, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; চাই তা দারুল ইসলামের সংলগ্ন হোক বা না হোক। ঠিক একইভাবে কাফেররা কোনো দারুল ইসলাম দখল করে তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করলে তা দারুল হারবে পরিণত হওয়া প্রমাণিত হয়। মুসলমান বা 'যিম্মি'র নিরাপত্তা বহাল থাকাকে হিসেবে আনার কোনো অর্থ হয় না। কেননা মুসলমান তো কখনো দারুল হারবেও নিরাপদে থাকে। অথচ তা দারুল হারবের হুকুম বিলুপ্ত করে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়াকে সাব্যস্ত করে না।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি ৭/২১৬)।

অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث: فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب، وحواليها دار الإسلام، فلا حكم لتلك الغلبة، **لأنها بعدُ في منعة المسلمين**، فهو بمنزلة سرية من أهل الحرب، لو التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين وأحاط به جيش المسلمين، فلا يوجب حصولهم في الحصن أن يصير الحصن من دار الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام، فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد أهلها أو غلب عليها أهلها، وحواليها مدن الإسلام، **فمعلوم أنَّ منعة الإسلام باقية هناك، لإحاطتهم بها.**

واعتبر أيضاً جريان الحكم، لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب، لا تصير من دار الحرب، لأنهم غير

متمكنين لإجراء الحكم، وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب، لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلام، ما لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم.
واعتبر أيضاً: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمناً على نفسه، لأن كونه آمناً على نفسه، يبقي الموضع في حكم دار الإسلام على ما كان عليه، وذلك يمنع من انتقاله إلى حكم دار الحرب. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب السير والجهاد، مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام ٧/٢١٧).

"ইমাম আবু হানিফা রহ. যে তিনটি শর্ত গ্রহণ করেছেন তার কারণ হলো, যখন ওই অঞ্চলটি দারুল হারব সংলগ্ন না হয়ে দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত হবে, তখন তাদের ওই ক্ষমতাশীল হওয়াকে হুকুমের আওতায় আনার প্রয়োজন নেই। **কেননা অঞ্চলটি এখনো মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় রয়েছে**। এটির দৃষ্টান্ত হলো এমন যে, হারবিদের একটি সৈন্যদল মুসলমানদের একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আর মুসলমানদের সৈন্যদল তা ঘিরে ফেলেছে। তো ইসলামের সৈন্যদের বেষ্টনীতে দুর্গের ভেতরে তাদের অবস্থান দুর্গকে দারুল হারবে পরিণত হওয়া সাব্যস্ত করে না। একইভাবে কোনো বড়ো শহরের অধিবাসীরা যদি মুরতাদ হয়ে যায় বা তা দখল করে নেয়, আর তার চতুষ্পার্শ্বে দারুল ইসলাম থাকে, **তাহলে জানা কথা যে, পরিবেষ্টিত হওয়ায় তাতে ইসলামের প্রতিরক্ষা বহাল আছে**।

এবং তিনি হুকুম জারি হওয়ার শর্ত করেছেন। কেননা দারুল ইসলামের যে অংশে সৈন্যদল রয়েছে, তা দারুল হারবের সংলগ্ন হলেও দারুল হারবে পরিণত হবে না। কারণ কাফেররা তাতে আইন-কানুন জারি করতে সক্ষম নয়। তেমনিভাবে মুসলমানদের সৈন্যদল যখন দারুল হারবে প্রবেশ করে, শুধুমাত্র তাদের দখলে আসাতেই তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে না, যতোক্ষণ না তারা তাতে বিধি-বিধান জারি করতে সক্ষম হয়।

এবং তিনি কোনো মুসলমান বা 'যিম্মি' নিজের ব্যাপারে নিরাপদ না থাকারও শর্ত করেছেন। কেননা নিরাপদে থাকা স্থানকে পূর্বের ন্যায় দারুল ইসলামে থাকার হুকুম বহাল রাখে। আর তা দারুল হারবের হুকুমে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক।" (শারহু মুখতাসারিত তহাবি ৭/২১৭)।

শামসুদ্দিন আসসারাখসি (মৃ: ৪৯০ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين.

ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث، **لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن، فذلك دليل عدم تمام القهر منهم.**

وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام، لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر، ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض، كالمحلة إذا بقي فيها واحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكان والمشترين، وهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار الأصل فيبقى ذلك الحكم، وهذا أصل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى قال: إذا اشتد العصير ولم يقذف بالزبد لا يصير خمراً لبقاء صفة السكون.

وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله، فإذا كان ما حول هذه البلدة كله دار إسلام لا يعطى لها حكم دار الحرب كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها، **وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار.** (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين ١٠/١١٤).

"কেননা কোনো ভূখণ্ড আমাদের দিকে বা কাফেরদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে শক্তি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। সুতরাং যে অঞ্চলে কুফর-শিরকের আইন-কানুন প্রকাশ পাবে ওই অঞ্চলের ক্ষমতা মুশরিকদের, তাই তা দারুল হারব সাব্যস্ত হবে। আর যে অঞ্চলে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ্য থাকবে, তাতে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা এই অঞ্চলটি মুসলমানদের সংরক্ষণে থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সুতরাং মুশরিকদের ক্ষমতার পূর্ণতা ব্যতীত ওই সংরক্ষণ বাতিল হবে না। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। **কারণ, যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না, তখন তার অধিবাসীরা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীতে পরাভূত হয়ে থাকবে। একই কথা যখন মুসলমান ও 'যিম্মি'রা তাতে নিরাপদে থাকবে। আর এটিই তাদের (কাফেরদের) ক্ষমতার অপূর্ণতার দলিল।**

তার দৃষ্টান্ত হলো, কাফেররা যদি দারুল ইসলামে মুসলমানের মাল নিয়ে নেয়, তাহলে দারুল হারবে সংরক্ষণের আগ পর্যন্ত কর্তৃত্বের অপূর্ণতার কারণে তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে, হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।[৪] যেমন কোনো মহল্লার মূল ভূমির মালিকদের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে হুকুম তার হবে, বসবাসকারী ও ক্রেতাদের নয়। এ অঞ্চলটি মূলত দারুল ইসলাম ছিলো। সুতরাং মুসলমান বা 'যিম্মি' (নিরাপদে) থাকার অর্থ তাতে মূলের প্রভাব অবশিষ্ট আছে, তাই সে হুকুম বহাল থাকবে। এটি ইমাম আবু হানিফার রহ. একটি মূলনীতি। তাই আঙ্গুরের রস যদি গাঢ় হয়ে যায় কিন্তু তাতে ফেনা উথলে না উঠে, তা 'খমর' মদ সাব্যস্ত হবে না। কেননা তাতে স্থিরতার বিশেষণ অবশিষ্ট আছে।

এভাবেই প্রত্যেক অঞ্চলের হুকুম ধর্তব্য হবে তার আশপাশ হিসেবে। তাই এই অঞ্চলের চারদিকে যেহেতু দারুল ইসলাম, সুতরাং তাকে দারুল হারবের হুকুম দেয়া হবে না। যেমনিভাবে যদি তারা তাতে কুফর-শিরকের বিধান প্রকাশ না করে। **মনে করতে হবে মুরতাদরা দিনের কিছু সময়ের জন্য তা দখল করেছে।**" (কিতাবুল মাবসুত ১০/১১৪)।

---

৪. মূল তথা দারুল ইসলাম যেহেতু দারুল ইসলাম হয়েছে ইসলামের কর্তৃত্বের কারণে, সুতরাং 'মূলের কোনো নিদর্শন' বলে সারাখসি রহ. কর্তৃত্বের নিদর্শনই বুঝাতে চেয়েছেন; যা তার পুরো আলোচনার আলোকে স্পষ্ট। তাই বাহ্যিক শব্দ ও উদাহরণের কারণে প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর আলআত্তাবি (মৃ: ৫৮৫ হি:)

ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তগুলো উল্লেখ করার পর ইমাম আহমাদ আলআত্তাবি বলেন-

فشرط هذه الشرائط لتكون عَلَماً على تمام القهر والاستيلاء. (شرح الزيادات للعتابي -المخطوطة- كتاب السير، باب من السير ما يغلب عليه من أرض المسلمين أو المرتدون ثم يظهر عليهم الإمام صـ١٢١).

"তিনি এই শর্তগুলো আরোপ করেছেন, যেনো তা পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।" (শারহুয যিয়াদাত -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ১২১)।

আলাউদ্দিন আলকাসানি (মৃ: ৫৮৭ হি:)

ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি প্রথমে সাহেবাইনের কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وجه قولهما: أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ١٣٠/٧).

"সাহেবাইনের মতের কারণ হলো, আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর বলে 'দার'কে ইসলাম ও কুফরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করছি। তো ইসলাম বা কুফরের প্রকাশের কারণেই ইসলাম বা কুফরের দিকে 'দার'কে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যেমন জান্নাতে 'সালামাত'-শান্তি থাকায় জান্নাতকে 'দারুস সালাম' ও জাহান্নামে 'বাওয়ার'-ধ্বংস থাকায় জাহান্নামকে 'দারুল বাওয়ার' বলা হয়। আর ইসলাম বা কুফরের প্রকাশ উভয়টির আইন-কানুন প্রকাশের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো অঞ্চলে যখন কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পায়, তা দারুল কুফরে পরিণত হয়, ফলে সম্বন্ধযুক্ত করা সহিহ হয়। এ জন্যই কোনো শর্ত ছাড়া শুধুমাত্র

ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ পেলেই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। তেমনিভাবে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ পেলেই তা দারুল কুফরে পরিণত হয়ে যাবে।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩০)।

অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان والخوف أولى، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر.

وكذا الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب، فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما.

مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين، وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان، فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم، وإن كانت الإضافة لما قلنا لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا، فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود "إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال"، بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها، لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، فزال الشك.

على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين، أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول، لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ١٣١/٧).

"ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ হলো, ইসলাম ও কুফরের দিকে 'দার'কে সম্বন্ধযুক্ত করা দ্বারা স্বয়ং ইসলাম ও কুফরই উদ্দেশ্য নয়, বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'আমান ও খাওফ'-নিরাপত্তা ও শঙ্কা। অর্থাৎ যদি সাধারণভাবে 'আমান'-নিরাপত্তা মুসলমানদের জন্য থাকে আর কাফেররা 'খাওফ'-শঙ্কায় থাকে, তাহলে তা দারুল ইসলাম। এর বিপরীতে যদি সাধারণভাবে 'আমান'-নিরাপত্তা কাফেরদের জন্য থাকে আর মুসলমানরা 'খাওফ'-শঙ্কায় থাকে, তাহলে তা দারুল কুফর। বিধি-বিধান ভিত্তি করে 'আমান ও খাওফ'র উপর, ইসলাম ও কুফরের উপর নয়। তাই সেটিকেই বিবেচনায় রাখা উত্তম। সুতরাং মুসলমানদের যদি 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হয়, তাহলে সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না।

তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ 'আমান' দারুল কুফরের সংলগ্ন হওয়া ব্যতীত বিলুপ্ত হয় না। তাই শর্তদু'টির (প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকা ও দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়া) উপস্থিতি সে অঞ্চলকে দারুল হারবে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

এছাড়াও ইসলামের দিকে 'দার'র সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণ আপনারা যা বলেছেন তাও হতে পারে, আবার আমরা যা বলেছি তারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য 'আমান' সাব্যস্ত হওয়া। আর কাফেরদের জন্য 'আমান' সাব্যস্ত হয়ে থাকে 'যিম্মা' চুক্তি বা 'আমান' গ্রহণ করার মাধ্যমে। যদি সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ আপনারা যা বলেছেন তা হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের মতানুযায়ী দারুল কুফর হয়ে যাবে। আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ আমরা যা বলেছি তা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আরোপ করা শর্ত ব্যতীত দারুল কুফরে পরিণত হবে না। সুতরাং যে নিশ্চিত কারণে দারুল ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছিলো, তা সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে দারুল কুফরে পরিণত হতে পারে না। কেননা প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে, 'সুনিশ্চিত প্রমাণিত বিষয় সন্দেহ ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিলুপ্ত হয় না।' কিন্তু এর বিপরীতে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ হওয়ার দ্বারাই কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। কেননা সেক্ষেত্রে ইসলামের দিকের প্রাধান্য। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলাম উঁচু থাকে নিচু হয় না। সুতরাং সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

আর যদি বলা হয়, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়ার বিবেচনায় হয়ে থাকে, (সেক্ষেত্রে আমরা বলবো,) এ দু'টি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের আমান বিলুপ্ত হওয়ার অনুপস্থিতিতে কুফরের বিধান প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হয় না। **কেননা তাদের বিধি-বিধান প্রকাশ পাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, আর শর্তদু'টি ব্যতীত প্রতিরক্ষা সাব্যস্ত হয় না।"** (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩১)।

ইমাম কাসানি রহ 'আমান ও খাওফ'-নিরাপত্তা ও শঙ্কাকে মূল ভিত্তি বানানো এবং তাঁর পূর্ব ও পরের অন্যান্য ফকিহের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়া না হওয়াকে মূল ভিত্তি বানানো; দুয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা একটি আরেকটির জন্য আবশ্যক। যদিও 'কর্তৃত্ব' শব্দের ব্যবহার বুঝার জন্য অধিক উপাদেয়।

হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান (মৃ: ৫৯২ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম হাসান ইবনে মানসুর কাযি খান বলেন-

لهما: أن الدار إنما تنسب إلى الأصل باعتبار الولاية واليد، وإجراء الأحكام يدل على الولاية، فتثبت النسبة، ولهذا تصير دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء الأحكام.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب وغلبتهم وقوتهم، ولا يظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها، أما عند عدم بعضها كانت الدلائل في حد التعارض، **لأنه إذا كان فيها مسلم آمن بإيمانه، أو ذمي آمن بأمانه الأول، فبقاؤه كذلك وامتناعه عن طلب الأمان لا يكون إلا بمنعة ظاهرة.**

وكذا إذا لم يكن متاخمة بأهل الحرب، لأن المسلمين إذا أحاطوا بها من كل جانب، يتوهم انقطاع يدهم عن ذلك المكان في كل ساعة وزمان، وتكون يد أهل الإسلام على هذا المكان قائمة معنىً، فإذا كانت الدلائل في حد التعارض، يبقى ما كان على ما كان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطاً. (شرح الزيادات لقاضي خان، كتاب السير، باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون ٦/٢٠٢٢).

"সাহেবাইনের দলিল হলো, মূল তথা ইসলাম বা কুফরের দিকে 'দার'র সম্বন্ধ হবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে। আর আইন-কানুন জারি করা কর্তৃত্বের প্রমাণ বহন করে। সুতরাং সেটির ভিত্তিতে সম্বন্ধযুক্ত হবে। তাই শুধুমাত্র আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়।

আর ইমাম আবু হানিফার রহ. দলিল হলো, হারবিদের দিকে 'দার'র সম্বন্ধ হবে তাদের ক্ষমতা, দাপট ও শক্তি প্রকাশ হলে। আর তা প্রকাশ হয় এই তিনটি শর্তের উপস্থিতিতেই। কোনো একটির অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের প্রমাণ দ্বিমুখী হয়ে যায়। **কেননা মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে বা 'যিম্মি' তার পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ থাকা, তা বহাল থাকা ও তাদের নিকট 'আমান' চাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রকাশ্য কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া হতে পারে না।**

তেমনিভাবে যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না; কেননা মুসলমানরা যখন সে অঞ্চলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখবে, তখন যে কোনো মুহূর্তে সে অঞ্চল থেকে তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং নৈতিকভাবে সে অঞ্চলের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। তো কর্তৃত্বের প্রমাণ যেহেতু বিপরীতমুখী, তাই পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল থাকবে, বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিককে প্রাধান্য দেয়া হবে।" (শারহুয যিয়াদাত ৬/২০২২)।

বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আহমাদ আলবুখারি (মৃঃ ৬১৬ হিঃ)

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করার পর ইমাম বুরহানুদ্দিন আলবুখারি বলেন-

فوجه قولهما في ذلك: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها لثبوت يدهم عليها وقيام ولا يتهم فيها، وإنما يعرف ثبوت اليد وقيام الولاية بإجراء الأحكام، فكانت العبرة لإجراء الأحكام، بهذا الطريق صارت دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدار إنما تنسب إلى أهلها بظهور قوتهم وغلبتهم من كل وجه، وإنما تظهر قوة أهل الحرب وغلبتهم بالشرائط التي تقدمت، أما عند فقد شرط منها فالدلائل تكون معارضة، لأنه إذا كان فيها أحد آمن

بالأمان الأول فهو دلالة قوة أهل الأمان، لأن امتناع الإنسان لا يكون إلا بمنعة ظاهرة، وكذلك إذا لم تكن متاخمة بأرض الحرب، والمسلمون أحاطوا بها من جوانبها الأربع، فلا يكون لغلبة أهل الحرب وقوتهم قراراً لتوهم المدد للمسلمين من كل جانب.

وإذا تعارضت الدلائل يبقى ما كان على ما كان، فلا يبطل حكم كونه دار الإسلام، أو يترجح كونه دار الإسلام لمرجح، وهو إعلاء كلمة الإسلام احتياطاً. (المحيط البرهاني للبرهان البخاري، كتاب السير، في الأرض التي يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة وما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين والمرتدون والناقضون للعهد ثم يغلب عليهم المسلمون ١١٤/٥).

"সাহেবাইনের মতের কারণ হলো, কোনো 'দার' তার অধিবাসীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাতে তাদের ক্ষমতা প্রমাণিত হওয়া ও সেটির উপর তাদের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে। আর ক্ষমতার প্রমাণ ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকা বুঝা যায় আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং আইন-কানুন জারি করাকেই হিসেবে আনা হবে। এই পদ্ধতিতেই শুধুমাত্র ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফার রহ. দলিল হলো, কোনো 'দার'র সম্বন্ধ তার অধিবাসীদের দিকে হয় তাদের পূর্ণমাত্রায় শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে। আর হারবি কাফেরদের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশ হয় উল্লিখিত শর্তাবলী পাওয়া গেলে। কোনো একটির অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের প্রমাণ দ্বিমুখী হয়ে যায়। **কেননা কেউ পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিরাপদ থাকা নিরাপত্তাদাতাদের শক্তির প্রমাণ বহন করে। কারণ কারো (অন্যের নিকট নিরাপত্তা চাওয়া থেকে) বিরত থাকা প্রকাশ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া হতে পারে না। তেমনিভাবে যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হয় না এবং মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে সেটিকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তখন হারবিদের কর্তৃত্ব ও শক্তির কোনো স্থায়িত্ব থাকে না। কেননা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের জন্য সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে।**

তো কর্তৃত্বের প্রমাণ যেহেতু বিপরীতমুখী, তাই পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল থাকবে এবং দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকার হুকুম বাতিল হবে না বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিককে প্রাধান্য দেয়া হবে। কেননা প্রাধান্য দেয়ার কারণ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'ইসলামের কালেমাকে সমুন্নত রাখা।" (আলমুহিতুল বুরহানি ৫/১১৪)।

শামসুদ্দিন আলকুহুস্তানি (মৃঃ ৯৫০ হিঃ/৯৬২ হিজরির পূর্বে)

আল্লামা কুহুস্তানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটি এভাবে উল্লেখ করেন-

والثاني: الاتصال بدار الحرب بحيث لا يكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام **يلحقهم المدد منها،** والثالث: زوال الأمان الأول، أي لم يبق مسلم أو ذمي فيها آمناً إلا بأمان الكفار، أو لم يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفرة. (جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد ٦٦٣/٤).

"দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, এমনভাবে দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া যে, উভয় অঞ্চলের মাঝে এমন কোনো দারুল ইসলাম না থাকা, **যা থেকে তাদের নিকট সাহায্য পৌঁছাতে পারে।** তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, পূর্বের 'আমান' বিলুপ্ত হওয়া; অর্থাৎ মুসলমান বা 'যিম্মি' কাফেরদের দেয়া 'আমান' ব্যতীত নিরাপদ না থাকা, অথবা কাফেরদের কর্তৃত্বের পূর্বে মুসলমানের ইসলামের দাবিতে এবং 'যিম্মি'র 'যিম্মা' চুক্তির ভিত্তিতে যে 'আমান' ছিলো তা বহাল না থাকা।" (জামেউর রুমুয ৪/৬৬৩)।

ইবনে আবেদিন আশশামি (মৃঃ ১২৫২ হিঃ)

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি শর্তের আলোকে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গিয়ে বলেন-

قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من "جبل تيم الله" المسمى بجبل الدُّرُوز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، **لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها.** (رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس ٢١٥/٦).
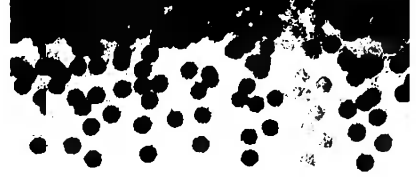
"আমি (ইবনে আবেদিন শামি) বলছি, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শামের 'জাবালে তাইমিল্লাহ' যেটিকে 'জাবালে দুরুয' বলা হয় এবং কিছু অধীনস্থ অঞ্চল; সবই দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যদিও তাতে 'দুরুয' বা খৃস্টান শাসক রয়েছে, তাদের ধর্মীয় বিচারক রয়েছে এবং কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা করে, **কিন্তু তারা আমাদের শাসকদের হুকুমের অধীনে, চতুর্দিক থেকে দারুল ইসলাম তাদের অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে এবং আমাদের শাসক তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে চাইলে বাস্তবায়ন করতে পারবে।** (রদ্দুল মুহতার ৬/২১৫)।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দেয়া ও সে পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. অতিরিক্ত শর্তদু'টির 'তাতবিকি' সামঞ্জস্যমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

واما ابو حنیفہ بنظر خفی واستحسان فرمودہ ودار اسلام را بحکم دار کفر دادن احتیاط کردہ، تا چیزے از آثار غلبہ یافتہ شود یا در استیلاء کفار وہن محسوس گردد کہ رفع بر مسلمان سخت بنیاید حکم بدار کفر نباید کرد، پس دو شرط دیگر زائد فرمود۔ یکے آں کہ آں دیہ وبلد مستولی علیہ الکفار متصل بدار کفر گردد، چنانچہ در میان ایں قریہ مستولی علیہا ودار حرب موضع از دار اسلام حائل نمائد کہ بایں اتصال وانقطاع از دار اسلام بآں پیدا می شود کہ باحد از کفار درآمد وغلبہ وقہر کفار بقوة باشد واستخلاص آں از دست کفرة دشوار گردید ومقہوریت مسلمین سکان آنجا بکمال رسید..............، پس حاصل ایں شرط ہم ہمون غلبہ کفار ومغلوبیت اہل اسلام کہ اصل کلی اولاً بیان کردہ شد۔

شرط دوم۔ شرط دوم آنکہ امانے کہ حاکم اسلام بسبب غلبہ حکومت خود مسلمانان را بسبب اسلام وکفار رعایا را بوجہ عقد ذمہ دادہ بود مرتفع گردد، کہ بآں امان کس بر نفس وجان ومال مامون نماند، یعنی چنانکہ بسبب امن دادن حاکم اسلام ہمہ مامون شدہ بودند کہ کس را بسبب خوف حاکم آں مجال نبود کہ تعرض بجان ومال مسلم وذمی نماید، وایں نبود مگر بسبب غلبہ قوت وشوکت حاکم مسلم، پس ایں امان باقی نماند کہ کس بوجہ ایں امان بے خدشہ از تعرض جان ومال خود مامون نبود، بلکہ ایں امان بے کار محض گردد، وامانے

کہ مشرکین مستولین دہند موجب امن گردد۔ پس ظاہر است کہ تا بسبب امن حاکم مسلم خوف موذی رفع خواہد بود غلبہ وشوکت آمن مسلم بنوعے باقی خواہد ماند، وہر گاہ کہ درآں چیزے نماند بلکہ امن مشرک تسلط محط نظر گردید، امان اول رفع شد۔ پس نزد امام علیہ الرحمۃ ہر گاہ کہ بعد اجرائے حکم کفر علی الاشتہار ایں دو شرط ہم یافتہ شد غلبہ کفر من کل الوجوہ ثابت شد وغلبہ اسلام من کل الوجوہ رفع گردید، اکنوں بدار حرب ناچار حکم خواہد شد۔

اہل دانش را ازیں ہم معلوم می شود کہ مدار ایں قول ہم بر قہر وغلبہ است وبس کہ اول در اصل کلی واضح کردہ شد۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٦٠)۔

"কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এবং দারুল কুফরের হুকুম দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দাপটের কোনো প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে এবং কাফেরদের কর্তৃত্বে দুর্বলতা অনুভূত হবে, যার ফলে সে কর্তৃত্ব হটিয়ে দেয়া মুসলমানদের জন্য জটিল হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে অঞ্চলকে দারুল কুফরের হুকুম না দেয়া চাই। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. দু'টি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন। একটি হচ্ছে, কাফেরদের দখলকৃত অঞ্চল দারুল কুফর সংলগ্ন হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোনো দারুল ইসলাম প্রতিবন্ধক না হওয়া। কেননা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া আর দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রমাণ করে যে, এ অঞ্চল এখন পূর্ণমাত্রায় কাফেরদের দখলে চলে গেছে, তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, তাদের দখল থেকে তা উদ্ধার করা জটিল হয়ে পড়েছে এবং সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের পরাভূত হওয়া পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হয়ে গেছে......................। এ শর্তেরও সারকথা সেই কাফেরদের কর্তৃত্ব ও মুসলমানদের পরাস্ত হওয়া; যা প্রথমেই মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, ইসলামের শাসক নিজের শাসনের ক্ষমতাবলে মুসলমানদেরকে ইসলামের কারণে এবং কাফের প্রজাদেরকে 'যিম্মা' চুক্তির ভিত্তিতে যে 'আমান' নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তা উঠে যাওয়া যে, কেউ পূর্বের 'আমান'র ভিত্তিতে নিজের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপদ নয়। অর্থাৎ মুসলিম শাসকের নিরাপত্তা প্রদানের কারণে এমন নিরাপদে

ছিলো যে, শাসকের ভয়ে কোনো মুসলামান বা 'যিম্মি'র জান-মালে হস্তক্ষেপ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। আর এটি মুসলিম শাসকের শক্তি ও ক্ষমতার দাপটেই সম্ভব। এ 'আমান' আর অবশিষ্ট থাকেনি যে, কেউ তার জান-মালে হস্তক্ষেপ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকবে। বরং এ 'আমান' এখন অনর্থক হয়ে গেছে এবং ক্ষমতাশীল মুশরিকদের দেয়া 'আমান'ই নিরাপত্তার কারণ হয়েছে। সুতরাং এটিই স্পষ্ট যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের 'আমান'র কারণে অনিষ্টকরের শঙ্কামুক্ত থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের এক প্রকারের কর্তৃত্ব ও দাপট প্রমাণিত হবে। আর যখন তাও অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ক্ষমতাশীল মুশরিকের নিরাপত্তার দিকেই দৃষ্টি থাকবে, তখন পূর্বের 'আমান' শেষ হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। তো ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যে অঞ্চলে কুফরের বিধান প্রকাশ্যে জারি করার সঙ্গে সঙ্গে এ দু'টি শর্তও পাওয়া যাবে, সেখানে কুফরের দাপট পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে এবং ইসলামের দাপট পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হওয়া প্রমাণিত হবে। এখন আর এ অঞ্চলকে দারুল হারবের হুকুম না দিয়ে উপায় নেই।

বিবেকবানদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ শর্তের ভিত্তিও কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উপর, যা প্রথমেই মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৬০)।

অতঃপর গাঙ্গুহি রহ. ফুকাহায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে আবারও স্পষ্ট করে বলেছেন-

الحاصل: غرض ازیں شروط ثلاثہ نزد امام وازیک شرط کہ اجرائے حکم اسلام است نزد صاحبین ہمون وجود غلبہ وقوت مراد است اگر ببعض وجوہ باشد، وہیچ اہل فقہ نمی گوید کہ در ملک کفار اگر کسے باذن ایشاں صراحۃً یا دلالۃً اظہار شعائر اسلام کند، آں ملک دار الاسلام می شود، حاشا وکلا کہ ایں دور از تفقہ است۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٦٧)۔

"সারকথা, ইমাম আবু হানিফার রহ. তিন শর্ত ও সাহেবাইনের এক শর্ত তথা ইসলামের আইন-কানুন জারি করা; উভয়টার উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও দাপট বিদ্যমান থাকা। চাই তা কিছু দিকের বিবেচনায় হোক না কেনো। কোনো ফকিহ এ কথা বলেননি, কুফরি রাষ্ট্রে তাদের স্পষ্ট

সম্মতিতে বা তাদের পক্ষ হতে ছাড় দেয়ার কারণে কেউ যদি 'শাআয়েরে ইসলাম' ইসলামের মৌলিক নিদর্শন প্রকাশ করতে পারে, ওই রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। এটি কখনো হতে পারে না। এ ধরনের ধারণা করাও তো 'তাফাক্কুহ' বহির্ভূত।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃঃ ৬৬৭)।

এ অঞ্চলের একটি উদাহরণ

ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টির ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও উদাহরণের আলোকে এ অঞ্চলের একটি উদাহরণ পেশ করলে বিষয়টি অনুধাবন করতে সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি একটি দারুল ইসলাম যা কেন্দ্রীয় খিলাফতের অধীনে রয়েছে। (আল্লাহ তাআলা এ ভূখণ্ডকে দারুল ইসলামে পরিণত করে দিন। আমিন।) কিন্তু এর মধ্যখানে টাঙ্গাইল অঞ্চলের সকলে মুরতাদ হয়ে গেছে, বা তারা চুক্তিবদ্ধ কাফের ছিলো, এখন চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে, বা অন্য হারবিরা তা দখল করে নিয়েছে। তো এ অঞ্চলকে বাস্তবেই দারুল ইসলাম থেকে বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। কেননা বুঝাই যাচ্ছে, এটা তাদের হাতে একেবারেই সাময়িক, বরং তারা তাদের আইন-কানুন জারি করতেও সাহস পাবে না।

অথবা উদাহরণস্বরূপ, উপর্যুক্ত বিবরণসমৃদ্ধ টাঙ্গাইলের সংলগ্ন প্রাচীন দারুল হারব ময়মনসিংহ রয়েছে। যদিও টাঙ্গাইল তখন দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত নয়, কিন্তু সেখানের মুসলমান বা 'যিম্মি' যদি পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকার ভিত্তিতে নিরাপদ থাকে, তাহলে তখনো সেটিকে দারুল ইসলাম বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তখনো স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, কাফেরদের ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল, এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় যেকোনো মুহূর্তে তাদের হাত থেকে তা উদ্ধার করা সম্ভব।

তো ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থার বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্ত আরোপে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু ইমাম আবু বকর আলজাসসাস জিহাদের ব্যাপারে চতুর্থ শতকের মুসলমানদের যে অবস্থা তুলে ধরে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সে অবনতি দিন দিন

কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তা মনে হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই। বিশেষকরে যখন জিহাদবিদ্বেষী আলেম নামধারী 'মুলহিদ'দের বিশাল কাফেলা তৈরি হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের উদ্দেশ্য অনুভব না করা বা সাহেবাইনের মতের প্রাধান্যের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া সত্য ও বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়ার নামান্তর।

পূর্বের ন্যায় পাঠকদের নিকট আবারও আবেদন করছি; তারজিহের আলোচনায় উল্লিখিত ইমাম আবু বকর আলজাসসাসের কথাগুলো ও ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন অবস্থা মাথায় রেখে আমরা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো আবারও পড়ি, মোটা হরফে লেখা অংশগুলো বারবার পড়ি এবং বিশেষকরে তাতবিকের আলোচনায় উল্লিখিত আবু বকর আলজাসসাস, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারির আলোচনাটি গভীর মনোযোগে পড়ি। তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টি দ্বারা শর্তের শব্দগুলো উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, শর্তদু'টির উপস্থিতিতে কুফরের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হয় এবং মুসলমানদের এমনভাবে পরাস্ত হওয়া প্রমাণিত হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু কোনো একটির অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রমাণিত হয়, যার ফলে যেকোনো মুহূর্তে কুফরি শক্তির হাত থেকে তা উদ্ধার করতে পারার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমনটি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির কথা থেকে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফার তিন শর্ত ও সাহেবাইনের এক শর্ত; উভয়টার উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ কুফরের কর্তৃত্ব ও দাপট পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হওয়া এবং ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পরাভূত হওয়া।

সুতরাং যে সকল অঞ্চলে ইসলামি খিলাফতকে বিলুপ্ত করে, আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানের কবর রচনা করে মানবরচিত আইনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি এবং এ অবস্থার উপর যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক পার হয়ে চলছে; এ সকল অঞ্চলে কুফরের কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ও ইসলামের দাপট পরিপূর্ণ নিঃশেষ হওয়ায় ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন সকলের মতে সূচনালগ্নেই তা দারুল হারব

সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো যুগ পরে কর্তৃত্বের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের ধুয়ো তুলে এ সকল অঞ্চলের ব্যাপারে সংশয়ে আছেন ও সংশয় সৃষ্টি করছেন, তাদের অবস্থানটি হাস্যকর হলেও কাঁদতে ইচ্ছে করে। وابك على ذلك -إن استطعت- دماً।

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলোর আলোকে প্রমাণিত কয়েকটি কথা

এ পর্যন্ত উল্লিখিত ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে আরো কিছু বিষয় প্রমাণিত হয়; তৃতীয় বিষয়ের আলোচনার পুর্বে কথাগুলো স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি।

ক) দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি একটিই; আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

এর দ্বারা মুহতারাম আহলে ইলম যে বলেছেন 'পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা অনুযায়ী তো এখন আমেরিকাকেও দারুল হারব বলা যাবে না। কেননা সেখানেও একজন মুসলমান দাবি করে যে, আমি আমার অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলতে পারি।' তা যথাযথ না হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ীই আমেরিকা দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি একটিই; আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া। কোনো ফকিহ এ কথা বলেননি যে, অধিকার আদায়ের কথা বলতে পারলেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমেরিকা আগেও দারুল হারব ছিলো, এখনো দারুল হারব এবং সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ার আগ পর্যন্ত দারুল হারবই থাকবে।

খ) ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শর্তদু'টির সম্পর্ক দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার সঙ্গে। ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়ে যে অঞ্চল কখনো দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, সেই প্রাচীন দারুল হারবের সঙ্গে শর্তকেন্দ্রিক এ আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার মনে হয়, মুহতারাম আহলে ইলমের ভুল বোঝাবুঝি এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি হয়তো শর্তগুলোকে ব্যাপকভাবে দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রযোজ্য মনে করেছেন। তাও আবার শর্তের বাহ্যত শব্দের ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

গ) কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে যাওয়ার পরও দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার অর্থ এই নয় যে, সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না। বরং তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার সম্পর্ক সেখান থেকে হিজরত করা জরুরি নয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাসআলার সঙ্গে। কেননা ওই অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কারণ তো বলাই হয়েছে, মুসলমানরা যেকোনো মুহূর্তে সেখানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকা। আর তা অবশ্য যুদ্ধ পরিচালনা করা ছাড়া হবে না। এজন্যই ইমাম আবু বকর আলজাসসাস সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জিহাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আমরা ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষকরে জাসসাস ও কাযি খানের বক্তব্যটি আবারও পড়তে পারি।

এ কথাটি স্পষ্ট করে বলার কারণ হলো; অনেকেই মনে করেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার অর্থ, সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না।' অথচ এ ধারণাটি ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আর যদি কেউ বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে শর্তের অনুপস্থিতির কারণে যদিও আমরা ওই অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম মনে করি, তবে সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা যাবে না; এমনটি আমরা মনে করি না, তাহলে সোনায় সোহাগা। আলোচ্য মাসআলায় এই শ্রেণির সঙ্গে আমাদের দূরত্ব আশা করি অনেকটা কমে আসবে। إذا عزَّ القوت فتمرة للجائع صبرة।

“

قال أبو زيد الدبوسي الحنفي: الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. (تأسيس النظر صـ١١٩).

”

-তিন-

কুরআন-সুন্নাহ ও চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণ

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনা থেকেও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মূল মাপকাঠি হচ্ছে, সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হলে সেটি হবে দারুল ইসলাম, আর মানবরচিত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি করা হলে সেটি হবে দারুল হারব।

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের এই পরিচয়কে বর্তমান সময়ের আলেমদের একটি অংশ শুধুই 'কিয়াস'নির্ভর মনে করেছেন। তাই তাদের মুখে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের নতুন সংজ্ঞার অস্পষ্ট সুর শোনা যায়। অথচ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের এই পরিচয় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গৃহীত; যদিও ফুকাহায়ে কেরাম পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। এ জন্যই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মৌলিক ধারণায় ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বিশেষ কোনো মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় না।

যেহেতু সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমরা প্রথমে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় প্রদান করে পরবর্তীতে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আলকুরআনুল কারিম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. (سورة البقرة، الآية ١٩٣).

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোনো কঠোরতা নেই।" (সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৩)।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة الأنفال، الآية ٣٩).

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা আনফাল, আয়াত ৩৯)।

আয়াতদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট। মুফাসসিরিনে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের সারাংশ প্রায় একই। তবে আলোচনার সুবিধার্থে একটু বিস্তারিত ও স্পষ্ট হওয়ায় দু'জন মুফাসসিরের তাফসিরের কিছু অংশ উল্লেখ করছি-

ফখরুদ্দিন রাযির (মৃঃ ৬০৬ হিঃ) বক্তব্য

فإن قيل: كيف يقال (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ) مع علمنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خبر الله لا يكون حقاً.

قلنا الجواب من وجهين: الأول: أن هذا محمول على الأغلب، لأن الأغلب عند قتالهم زوال الكفر والشرك، لأن من قتل فقد زال كفره، ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر، فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك.

الجواب الثاني: أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر، لأن الواجب على المقاتل للكفار أن يكون مراده هذا، ولذلك متى ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب عليه العدول عنه.

أما قوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون الدين كله لله واسطة، والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيره، فصار التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت الإسلام، وحتى يزول ما يؤدي إلى العقاب ويحصل ما يؤدي إلى الثواب. (التفسير الكبير للرازي، سورة البقرة -الآية ١٩٣- ٥/١٤٣).

"যদি প্রশ্ন জাগে, কীভাবে 'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতোক্ষণ না ফিতনার (কুফর) অবসান হয়' বলা হলো, অথচ আমরা জানি যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কুফরকে নিঃশেষ করে দেবে না এবং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার বার্তা সত্য না হওয়া প্রমাণিত হয় না?

আমরা বলবো, এটির উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। এক. তা আধিক্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেননা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে কুফর ও শিরক নিঃশেষ হওয়া অধিকতর। কারণ যে নিহত হয়েছে তার কুফর নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর যে নিহত হয়নি তার কুফরের উপর অবিচল থাকার আশঙ্কা আছে। যেহেতু যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত হওয়াই অধিকতর, সুতরাং এভাবে বলা যথাযথ হয়েছে।

দুই. তা দ্বারা উদ্দেশ্য, তোমরা কুফর নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কেননা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার উদ্দেশ্য একমাত্র এটিই হওয়া আবশ্যক। এ জন্যই যার সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তার থেকে যুদ্ধ ব্যতীত কুফর দূর করার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী 'এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়' অংশটি আয়াতে উল্লিখিত 'ফিতনা' দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা শিরক এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়ার মাঝে তৃতীয় কোনো স্তর নেই। আর 'দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য, অন্য সকল উপাস্য ও অনুসরণীয় বর্জিত হয়ে আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মা'বুদ ও অনুসরণীয় হওয়া। তো কেমন যেনো আল্লাহ তাআলা এটিই বলেছেন, কুফর দূর হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তিযোগ্য বিষয় দূর হয়ে সওয়াব আবশ্যকীয় বিষয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।" (আততাফসিরুল কাবির ৫/১৪৩, সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৩)।

আবু আব্দুল্লাহ আলকুরতুবির (মৃ: ৬৭১ হি:) বক্তব্য

فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر، لأنه قال: "حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ" أي كفر، فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين........

الثانية: قوله تعالى: "فَإِنِ انْتَهَوْا" أي عن الكفر، إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب، على ما يأتي بيانه في"براءة" (تفسير القرطبي، سورة البقرة -الآية ١٩٣- ٢/٣٥٤).

"আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, কিতালের সবব-কারণ হচ্ছে কুফর। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ফিতনা তথা কুফরের অবসান হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা কুফর নিঃশেষ হওয়াকে শেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন। বিষয়টি স্পষ্ট। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, রবি' ও সুদ্দি প্রমুখ বলেছেন, আয়াতে ফিতনা দ্বারা শিরক ও মুমিনদের কষ্ট দেয়াসহ শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উদ্দেশ্য...................।

দুই. আল্লাহ তাআলার বাণী 'যদি তারা বিরত হয়' অর্থাৎ কুফর থেকে; হয়তো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে, যেমনটি পূর্বে আয়াতে উল্লেখ হয়েছে, অথবা আহলে কিতাবিরা 'জিযয়া' গ্রহণের মাধ্যমে, যার বিবরণ সুরা বারাআতের তাফসিরে আসবে।" (তাফসিরে কুরতুবি ২/৩৫৪, সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃ: ৭২৮ হি:) বক্তব্য

তাতারিদের ব্যাপারে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার আলোচনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته -التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها- التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. (مجموع الفتاوى، السياسة الشرعية، ما تقول في هؤلاء التتار ٢٨/٥٠٢).

“**বুঝা গেলো, ইসলামের বিধি-বিধান আঁকড়ে না ধরে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ কিতাল-জিহাদের বিধানকে বিয়োজন করে না।** সুতরাং ফিতনা (কুফর) নিঃশেষ হয়ে দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়া পর্যন্ত কিতাল ওয়াজিব। যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন ‘গাইরুল্লাহ’র জন্য থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কিতাল ওয়াজিব।

তো যে সম্প্রদায় কোনো ফরয সালাত, সাওম ও হজ্ব থেকে বিরত থাকে বা অন্যের জান-মাল, ‘খামার’-মদ, ‘যিনা’-ব্যভিচার, জুয়া ও ‘মাহরাম’র (যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম) সঙ্গে বিবাহ হারাম হওয়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে অথবা **কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ** বা ‘আহলে কিতাব’ ইহুদি-খৃস্টানদের উপর ‘জিযয়া’ আরোপ করা ইত্যাদি দ্বীনের ওয়াজিব ও হারাম বিষয়াদি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে; যেগুলো অস্বীকার ও বর্জন করার ক্ষেত্রে কারো ‘ওযর’ গ্রহণযোগ্য নয় এবং যেগুলোর ‘উজুব’ আবশ্যকীয়তা অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেয়া হয়; **এই নিবৃত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিতাল-জিহাদ করা হবে, যদিও সেগুলোকে স্বীকার করে। আর এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই।**” (মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/৫০২)।

আয়াতের তাফসির সামনে আসার পর আমরা এখন সহজেই বুঝতে পারি যে, কুফরের দাপট নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট। সুতরাং যে অঞ্চলে দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়নি তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন জারি না হয়ে মানবরচিত কুফরি আইন-কানুন জারি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র মা’বুদ বা অনুসরণীয় না হয়ে মানবসৃষ্ট কুফরি মতবাদ অনুসরণীয় হয়েছে, সে

অঞ্চলে কুফর নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তাই সে অঞ্চলের বিরুদ্ধে হারব-যুদ্ধ করতে হবে এবং তা দারুল হারব।

আর যে অঞ্চলে কাফের-মুরতাদরা ইসলাম গ্রহণ করায় আল্লাহ তাআলা একমাত্র মা'বুদ হয়েছেন বা কাফেররা 'জিযয়া' গ্রহণ করায় আল্লাহ তাআলা অনুসরণীয় হয়েছেন তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-আহকামুল ইসলাম জারি হয়েছে, তাতে কুফরের দাপট নিঃশেষ হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তাই সে অঞ্চল দারুল ইসলাম।

কুরআনে কারিমের আয়াতের আলোকেই দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে যে, আহকামুল ইসলাম জারি হয়ে দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হলে তা দারুল ইসলাম আর আহকামুল কুফর জারি হয়ে কুফর প্রতিষ্ঠিত থাকলে তা দারুল হারব।

সুন্নাহ

এ বিষয়টি আমাদের জানা আছে যে, কোনো অঞ্চলের কাফেররা (ইমামগণের মতানৈক্য হিসেবে শুধু আহলে কিতাব বা যে কোনো কাফের) যদি ইসলামি খিলাফতকে 'জিযয়া' দিয়ে থাকতে সম্মত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হয় না এবং সে অঞ্চলে 'আহকামুল ইসলাম' ইসলামের আইন-কানুন জারি থাকে। এ জন্যই " حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (যতোক্ষণ না তারা হীনতার সাথে নিজ হাতে জিযয়া দেয়।) আয়াতাংশের 'হীনতা'র ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ি (মৃ: ২০৪ হি:) আহলে ইলমের এক জামাআত থেকে 'তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হওয়া'র উল্লেখ করে সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন-

قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. (الأم للشافعي، كتاب الجهاد والجزية، الصغار مع الجزية ٤١٥/٥، أحكام القرآن للشافعي -جمع البيهقي- مايؤثر عنه في السير والجهاد وغير ذلك، الكلام عن آية الجزية ٦٠/٢، فتح الباري للعسقلاني، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ٤٧٤/٩).

"ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, আমি একাধিক আহলে ইলমকে বলতে শুনেছি, 'সাগার' হীনতা হচ্ছে তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হওয়া। ইমাম শাফেয়ি বলেন, তাদের ব্যাখ্যাটি কতোইনা যথাযথ হয়েছে। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে, যখন তাদের উপর ইসলামের আইন-কানুন জারি হলো, তো যে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত ছিলো সে ইসলামের আইন-কানুন তাদের উপর জারি করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।" (আলউম্ম ৫/৪১৫, আহকামুল কুরআন ২/৬০, ফাতহুল বারি ৯/৪৭৪)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকেই এ ধারা জারি ছিলো যে, মুসলমানরা কাফেরদের কোনো অঞ্চল বিজয় করলে সেখানের কাফেররা 'যিম্মি' হিসেবে থাকতে চাইলে থাকতে পারতো, অথবা যুদ্ধের পূর্বেই 'জিযয়া' দিতে সম্মত হলে তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করা হতো না। তবে ইসলামি আইন-কানুন ওই সকল অঞ্চলে জারি হতো, খিলাফতের পক্ষ হতে সেখানে 'আমেল' গভর্নর নিযুক্ত করা হতো এবং তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। যেমন খাইবার, নাজরান জাতীয় অঞ্চলগুলো। এর বিপরীতে যদি কোনো অঞ্চলের কাফেরদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হতো (এ ধরনের অঞ্চলকে 'দারুল মুওয়াদাআ' বলা হয়), অথবা কোনো অঞ্চলের কাফেররা যদি 'জিযয়া' দিতে সম্মত হতো, কিন্তু সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াকে মেনে না নিতো; প্রথমত তাদের এ প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য হতো। আর যদি বিশেষ প্রয়োজনে তা মেনে নেওয়া হতো, তাহলে সে অঞ্চলে এবং 'দারুল মুওয়াদাআ'য় ইসলামি আইন-কানুন জারি না হওয়ায় তা দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত থাকতো।

ফুকাহায়ে কেরামের এ সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো আমরা দেখতে পারি-

ইমাম আবু ইউসুফের (মৃঃ ১৮২ হিঃ) বক্তব্য

قال أبو يوسف: إنها حين افتتحها صارت دار إسلام وعاملهم على النخل. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ٩/٥٦).

"ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার বিজয় করলেন, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে

এবং তাদের (ইহুদি) সঙ্গে খেজুর বাগানের উপর চুক্তি করেছেন।" (সুনানে কুবরা, বায়হাকি ৯/৫৬)।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির (মৃ: ১৮৯ হি:) বক্তব্য

فأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى حكمه عليها، فكانت القسمة في المدينة، فقسم رسول الله ﷺ فيها قبل أن يخرج منها، وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب ٤٢٦/٧).

ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যটি ইমাম সারাখসি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

(قال): وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه، فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة، وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها.........................

(قال): "وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم وكان قد افتتحها" يعني صيرها دار الإسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير ١٩/١٠، ويراجع أيضاً الكافي للحاكم الشهيد -المخطوطة- كتاب السير ٢٠٨/١).

"ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, খাইবারের ভূখণ্ড বিজয়ের পর যখন সেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন-কানুন জারি হয়ে গেছে, তখন সেখানে গনিমতের মাল বণ্টন করা মদিনা মুনাওয়ারায় বণ্টন করার ন্যায় হয়ে গেছে। তিনি খাইবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন .... ।
ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি মুসতালাক থেকে প্রাপ্ত গনিমত তাদের ভূখণ্ডেই বণ্টন করেছেন; ইতোপূর্বে তিনি সেটিকে বিজয় করেছিলেন' অর্থাৎ দারুল ইসলামে পরিণত করেছিলেন।" (কিতাবুল আসল ৭/৪২৬, মাবসুতে সারাখসি ১০/১৯, আরো দেখুন: কাফি -পাণ্ডুলিপি- ১/২০৮)।

'যিম্মি'রা ইসলামি আইন-কানুন মেনে নেওয়া সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন-

وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجاً معلوماً ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك، فهذه دار الإسلام.

(شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن ٢٩٧/٥).

"ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, যদি কাফেররা তাদের উপর ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াকে গ্রহণ করে 'যিম্মি' হতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মুসলমানরা তাদের থেকে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'খারাজ' গ্রহণ করে; আর মুসলমানরা এর পূর্বে ওই অঞ্চলের উপর বিজয়ী হয়নি, তবুও এটি দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/২৯৭)।

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃ: ৪৯০ হি:) বক্তব্য

ইমাম সারাখসি ইমাম মুহাম্মাদের প্রথমে উদ্ধৃত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলেন-

ففي هذا دليل أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها. وقد طال مقام رسول الله ﷺ بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها، فكانت من دار الإسلام، القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الإسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير ١٩/١٠).

"এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইমামুল মুসলিমিন যদি কোনো শহর বিজয় করে তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে সেটিকে দারুল ইসলামে পরিণত করে নেয়, তাহলে তার জন্য তাতে গনিমত বণ্টন করা জায়েয আছে। খাইবার বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় তাতে অবস্থান করেছেন এবং ইসলামি আইন-কানুন জারি করেছেন, ফলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে গনিমতের বণ্টন দারুল ইসলামের অন্যান্য ভূখণ্ডে বণ্টনের ন্যায় হয়েছে।" (মাবসুতে সারাখসি ১০/১৯)।

কোনো অঞ্চলের কাফেররা যদি তাদের উপর ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া ও 'জিযয়া' আদায় করতে সম্মত হয় তখন ইমামুল মুসলিমিনের জন্য তা গ্রহণ করা আবশ্যক। এর দলিল হিসেবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আহলে নাজরান থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তা গ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখ করে যখন ফাতওয়া দিয়েছেন-

فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك.

"ওই সকল ভূখণ্ড থেকে কারো মালিকানাধীন নয় এমন কোনো অনাবাদ জমিনে যদি মুসলমানরা শহর গড়তে চায়, তাতে কোনো সমস্যা নেই।"

তখন কারণ হিসেবে ইমাম সারাখসি রহ. বলেন-

لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهم، وقد صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٥٣-: ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور ٤/٤٢٢-٤٢٣).

"কেননা এতে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। যেহেতু তাদের অঞ্চলে ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ায় তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, সুতরাং দারুল ইসলামের অনাবাদ জমিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ইমামুল মুসলিমিনের হাতে ন্যস্ত।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৪/৪২২-৪২৩)।

অপর এক স্থানে ইমাম সারাখসি রহ. সুন্নাহ থেকে 'জিযয়া'র বিধান সাব্যস্ত করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহলে নাজরান থেকে তা গ্রহণের কথা উল্লেখ করার পর কোনো কোনো 'মুলহিদ'র আপত্তির জবাবে 'জিযয়া'র যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে বলেন-

ثم يأخذ المسلمون الجزية منه خلفاً عن النصرة التي فاتت بإصراره على الكفر، لأن من هو من أهل دار الإسلام فعليه القيام بنصرة الدار......(المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب توظيف الخراج ١٠/٧٨).

"অতঃপর তার কুফরের উপর অবিচল থাকার কারণে সহযোগিতার যে দিকটি ছুটে যায়, সেটির পরিবর্তে মুসলমানরা তার থেকে 'জিযয়া' গ্রহণ

করে। কেননা যে দারুল ইসলামের অধিবাসী হবে, তাকে অবশ্যই সে 'দার'র সহযোগিতা আঞ্জাম দিতে হবে। (মাবসুতে সারাখসি ১০/৭৮)।

কাফেররা 'জিযয়া' প্রদানে সম্মত হলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে; এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن الأمير يجري عليهم حكم المسلمين، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ومدينتهم تصير مدينة الإسلام، فيقبل ذلك منهم. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج ٣١٤/٥).

"কেননা আমির তাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করবে। আর তাদের ক্ষেত্রে আইন-কানুন জারি করায় তারা 'যিম্মি' হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তাদের অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে পরিণত হবে। সুতরাং তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/৩১৪)।

আলাউদ্দিন আলকাসানির (মৃ: ৫৮৭ হি:) বক্তব্য

فأما غنائم خيبر وأوطاس والمصطلق فإنما قسمها رسول الله في تلك الديار، لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام. (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما بيان حكم الغنائم وما يتصل بها، مطلب وأما بيان قسمة الغنائم ١٢١/٧).

"খাইবার, আওতাস ও মুসতালাকের গনিমতের মাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বণ্টন করেছেন। কেননা সে সকল অঞ্চল বিজয়ের পর দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১২১)।

বুঝা গেলো, কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীরা অমুসলিম হলেও যদি সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়, তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। খাইবারের অধিবাসীরা ছিলো ইহুদি আর নাজরানের অধিবাসীরা ছিলো নাসারা-খৃস্টান। কিন্তু ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ায় সেগুলো দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে।

এর বিপরীতে যদি ইসলামি আইন-কানুন জারি না হয়, তাহলে তা দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হয়। আমরা ফকিহগণের বক্তব্যগুলো দেখতে পারি।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানির (মৃ: ১৮৯ হি:) বক্তব্য

وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئاً معلوماً في كل سنة، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن ٢٩٦/٥).

"আহলে হারবের কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যদি মুসলমানদের এ মর্মে চুক্তি হয় যে, তারা প্রত্যেক বৎসর মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ প্রদান করবে, তবে তাদের ক্ষেত্রে মুসলমানরা মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করবে না, তাহলে এটি দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/২৯৬)।

শামসুদ্দিন আসসারাখসির (মৃ: ৪৯০ হি:) বক্তব্য

ইমাম মুহাম্মাদের উপর্যুক্ত ফাতওয়ার কারণ হিসেবে ইমাম সারাখসি বলেন-

لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وحكم المسلمين غير جار، فكانت هذه دار حرب. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٦-: باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن ٢٩٧/٥، المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة ٨٧/١٠).

"কেননা মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলেই কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয়। উক্ত অঞ্চলে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়নি, তাই তা দারুল হারবে পরিগণিত হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/২৯৭, মাবসুতে সারাখসি ১০/৮৭)।

ইমাম সারাখসি অপর এক স্থানে বলেন-

لأنهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب حين لم ينقادوا لحكم الإسلام ....، لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب صلح الملوك والموادعة ٨٨/١٠).

"ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার না করে শুধুমাত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় তারা আহলে হারব থেকে বিয়োজিত হবে না........। কেননা তারা আহলে হারব, যদিও তারা চুক্তিতে আবদ্ধ।" (মাবসুতে সারাখসি ১০/৮৮)।

فإن دار الموادعين دار الحرب، لا يجري فيها حكم المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٧٣-: باب ما يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فيئاً إذا أخذ من دارنا أو من غيرها ٥/١٣٢).

"দারুল মুওয়াদিয়িন' চুক্তিবদ্ধদের অঞ্চল দারুল হারবই, তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/১৩২)।

ودخول المسلم والذي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء؛ لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم الإسلام. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٥-: باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة ٥/٢٩٢).

"মুসলিম ও 'যিম্মি'র 'দারুল মুওয়াদাআ' চুক্তিবদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করা এবং দারুল হারব যার অধিবাসী ও মুসলমানদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই; তাতে প্রবেশ করার একই হুকুম। কেননা ওই চুক্তির মাধ্যমে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, কারণ তাতে ইসলামের আইন-কানুন জারি হয়নি।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/২৯২)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মাপকাঠি ছিলো সেখানে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হতো, যদিও সকল বা সিংহভাগ অধিবাসী অমুসলিম থাকতো। আর ইসলামি আইন-কানুন জারি না হলে তা দারুল হারবে পরিগণিত হতো, যদিও মুসলমানরা তাতে সাময়িক নিরাপদে থাকতো। দারুল ইসলাম বা দারুল হারব সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার আধিক্য ও নিরাপদে থাকার কোনো প্রভাব ছিলো না।

আর ইহুদি-খৃস্টান বসতিতে 'আহকামুল ইসলাম' জারি হওয়ার কী অর্থ, তা মনে হয় নতুন করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই।

চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম

আমরা পূর্বেই বলেছি, চার মাযহাবের খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে বুঝতেন, সে ভূখণ্ডে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পূর্বে আমাদেরকে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে-

ক) যে সকল ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করবো, তাঁরা সকলেই যে দারুল ইসলাম বা দারুল হারবের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন; ব্যাপারটি এমন নয়। কেউ কেউ তো সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার কারো কারো বিভিন্ন মাসআলার আলোচনা থেকে দারুল ইসলাম বা দারুল হারবের পরিচয়ের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। আমরা এখানে উভয় প্রকারের বক্তব্য উল্লেখ করবো।

খ) 'আহকামুল ইসলাম', 'আহকামুল মুসলিমিন', 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' ও 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন'; সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। একেক ফকিহের বক্তব্যে একেকটি ব্যবহার হয়েছে। শব্দের বিভিন্নতায় প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ-

কুফরি আইন মুসলমানের আইন হতে পারে না এবং মুসলমানরা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করলে মুসলমান থাকে না।

তেমনিভাবে মুসলমানদের খলিফা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে না এবং যে শাসক কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করে সে 'ইমামুল মুসলিমিন' হতে পারে না বা ওই কুফরি আইন 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' হতে পারে না।

ঠিক তেমনিভাবে যে অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে না, বরং কুফরি আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার সকল দরজা বন্ধ; সেটি 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত হতে পারে না। আর যে অঞ্চল 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত তাতে কুফরি আইন বিধিবদ্ধ হতে পারে না এবং ইসলামি আইনের দরজা বন্ধ হতে পারে না।

আর দারুল ইসলাম ও দারুল মুসলিমিনের অর্থ যেমন একই, তেমনিভাবে দারুল হারব, দারুল কুফর ও দারুশ শিরকের অর্থও একই।

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৯২৪ খৃ:) পূর্বে

ফিকহে হানাফি

ইমাম আবু হানিফা (মৃ: ১৫০ হি:)

'দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়' এই মাসআলায় যদিও ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মাঝে শাব্দিক মতানৈক্য হয়েছে, কিন্তু দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মূল পরিচয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আলাউদ্দিন কাসানির শব্দে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে-

لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ١٣٠/٧).

"আমাদের ইমামগণের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমেই একটি দারুল কুফর দারুল ইসলামে পরিণত হয়।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩০)।

দারুল ইসলামে আশ্রিত হারবি যখন আবার দারুল হারবে ফিরে গিয়ে নিহত হয়; উভয় ভূখণ্ডে তার লেন-দেন সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কর্তৃক করা এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. এক পর্যায়ে বলেন-[৫]

وأما الودائع فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام، فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأنه أعتقهم حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب ما يترك المستأمن إذا دخل أرض الحرب فيدعه في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام ٤٧٥/٧).

---

৫. الدكتور محمد بوينوكالن এর তাহকিকে দারু ইবনে হাযম কর্তৃক 'কিতাবুল আসল'র মুদ্রিত নুসখার বর্ণনাধারার আলোকে আমাদের নিকট প্রশ্নোত্তরগুলো 'শাইখাইনের' পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর মনে হয়েছে। কারো নিকট যদি ভিন্নটি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আল্লাহ তাআলা তাকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন। আমিন।

"তার সকল 'অদিআত' আমানতের মাল মুসলমানদের জন্য গনিমত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যে সকল গোলামকে সে দারুল ইসলামে 'মুদাব্বার' (মুনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত গোলাম) বানিয়েছিলো, সেগুলো আযাদ হয়ে যাবে। সেগুলোর উপর মুসলমানরা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেননা সে তাদেরকে এমন স্থানে আযাদ করেছে, **যেখানে তার (মুনিব) উপর ও তাদের (গোলাম) উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়।**" (কিতাবুল আসল ৭/৪৭৫)।

উপর্যুক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রথমে দারুল ইসলাম বলে পরে দারুল ইসলামের পরিচায়ক বাক্য 'যেখানে তার উপর ও তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয়' দিয়ে মাসআলার কারণ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মাঝে দারুল হারবে মুসলমান ও হারবির পারস্পরিক হত্যা ও আঘাতের 'কিসাস' বাতিল হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

قلت: وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب؟ قال: نعم! ذلك كله باطل. قلت: ولمَ؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك **حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين.** (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب إقامة الحدود ٤٧٩/٧).

"আমি বললাম, তেমনিভাবে দারুল হারবে মুসলমান ও হারবির পারস্পরিক হত্যা বা আঘাত? তিনি বললেন, হ্যাঁ! সবগুলোই বাতিল। আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, কেননা তারা সেটি এমন স্থানে করেছে **যেখানে তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।** (কিতাবুল আসল ৭/৪৭৯)।

উপর্যুক্ত মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য 'যেখানে তাদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না' দিয়ে মাসআলার কারণ বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি প্রশ্ন-উত্তর-

قلت: أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم؟ قال: لا!

قلت: لمَ؟ قال: لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام. (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب السير في أرض الحرب، باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب ٧/٤٩١).

"আমি বললাম, মুসলমানদের যারা দারুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে অবস্থান করে; সে দারুল হারবে যদি অন্য কোনো আহলে হারব আক্রমণ করে বসে, তাহলে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেয়া কি বৈধ হবে? তিনি বললেন, না! আমি বললাম, কেনো? তিনি বললেন, **কেননা কুফর-শিরকের আইন-কানুন তাতে প্রকাশ্য ও কর্তৃত্বসম্পন্ন। কারণ মুসলমানরা তাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়।**" (কিতাবুল আসল ৭/৪৯১)।

উক্ত মাসআলায় মুসলমানরা নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও দারুল হারবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য 'কুফর-শিরকের আইন-কানুন তাতে প্রকাশ্য ও প্রভাবশালী, কারণ মুসলমানরা তাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়' ব্যবহার করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এরূপ আরো ইবারত বর্ণিত হয়েছে। যা দ্বারা স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফার মতেও দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পার্থক্যের মূল মাপকাঠি বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

ইমাম আবু ইউসুফ (মৃঃ ১৮২ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (মৃঃ ১৮৯ হিঃ)

সাহেবাইনের কোনো বক্তব্য এখানে নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার আলোচনায় সাহেবাইনের মাযহাব ও সুন্নাহ থেকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম মুহাম্মাদের উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর আলোকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তাঁদের মতে সর্বাবস্থায় দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাপকাঠি হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

ইমাম তহাবি (মৃঃ ৩২১ হিঃ)

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় মুখতাসারুত তহাবি পৃঃ ২৯৪ থেকে ইমাম তহাবির বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের

মতকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

হাকেম শাহিদ (৩৪৪ হি:)

(قال الحاكم الشهيد في الكافي): إن المراد بدار الإسلام بلاد يجري فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره، وبدار الحرب بلاد يجري فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره. (فتاوی عزیزی-اردو-باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)۔

"দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন জারি হয় এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকে। আর দারুল হারব দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে সেখানকার শাসকের আইন-কানুন চলে এবং তার ক্ষমতাধীন থাকে।" (ফাতাওয়া আযিযি - উর্দু- পৃ: ৪৫৪)।

'জামেউর রুমুয' কিতাবে 'কাফি'র ইবারতটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

ودار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، ودار الحرب ما يجري فيه أمور رئيس الكافرين، كما في الكافي. (جامع الرموز للقهستاني، كتاب الجهاد ٤/٦٦٣).

"দারুল ইসলাম যাতে ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন জারি হয়, আর দারুল হারব যাতে কাফের প্রধানের আইন-কানুন জারি হয়। যেমনটি 'কাফি' নামক কিতাবে রয়েছে।" (জামেউর রুমুয ৪/৬৬৩)।[৬]

---

৬. 'জামেউর রুমুয' ও 'ফাতাওয়া আযিযি'তে বক্তব্যটি 'কাফি'র সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। আর 'কাফি' বলতে সাধারণত হাকেম শহিদের 'কাফি'ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই হাকেম শহিদের দিকে নিসবত করে বক্তব্যটি উল্লেখ করেছি। অন্যথায় হাকেম শহিদের 'কাফি'র যে পাণ্ডুলিপি আমাদের সংরক্ষণে রয়েছে, তাতে সম্ভাব্য স্থানে তালাশ করে বক্তব্যটি আমরা পাইনি।

এছাড়াও 'মি'রাযুদ দিরায়া' থেকে কিওয়ামুদ্দিন আলকাকির যে বক্তব্য সামনে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটির শব্দও অনেকটা এরূপ। তো 'কাকি'র স্থানে 'কাফি' হয়ে গেছে কি না; তা নিশ্চিত বলতে পারছি না।
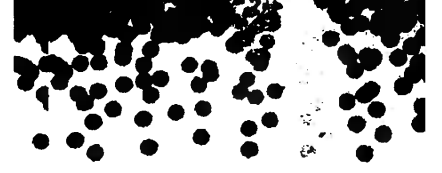
মূলত উভয় ইবারতে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ইমামুল মুসলিমিনের আইন-কানুন দ্বারা যেমনিভাবে ইসলামি আইন-কানুন উদ্দেশ্য; পূর্বে যে ব্যাপারে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। তার বিপরীতে ঠিক তেমনিভাবে শাসক বা কাফের প্রধানের আইন-কানুন দ্বারা কুফরি আইন-কানুন উদ্দেশ্য। কারণ ইসলামি আইনের বিপরীতে শাসক বা কাফের প্রধানের আইন ইসলামি আইন হতে পারে না এবং যে শাসক ইসলামি আইনের বিপরীতে নিজের বানানো আইন বা কাফেরদের রচিত আইন বিধিবদ্ধ করে দেয় সে মুসলমান হতে পারে না। সুতরাং উক্ত ইবারত দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পারস্যের উপর রোমের বিজয় লাভ করা সংক্রান্ত আবু বকর রাযি. কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যে বাজি ধরেছিলেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সেটির অনুমতি প্রদানের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হাকেম শাহিদ রহ. বলেন-

وذلك أنه كان بمكة في دار الشرك، حيث لا تجري أحكام المسلمين. (الكافي للحاكم الشهيد -المخطوطة- كتاب الصرف، باب الصرف في دار الحرب ٢٥١/١).

"কেননা কাজটি মক্কা তথা দারুশ শিরক-দারুল কুফরে ছিলো, যেখানে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।" (কাফি -পাণ্ডুলিপি- ১/২৫১)।

হাকেম শাহিদ রহ. দারুল কুফরের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হয় না।

আবু বকর আলজাসসাস (মৃ: ৩৭০ হি:)

ইমাম তহাবির ন্যায় ইমাম আবু বকর আলাজাসসাসের বক্তব্যও শরহু মুখতাসারিত তহাবি ৭/২১৮ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

আবু যায়েদ আদদাবুসি (মৃ: ৪৩০ হি:)

ما قال أصحابنا إن دار الحرب تمنع وجوب ما يندرئ بالشبهة، لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم مخالف لحكم دارنا. (تأسيس النظر لأبي زيد

الدبوسي، القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى صـ١٢١).

"আমাদের (হানাফি) ইমামগণের মতানুযায়ী অনিশ্চয়তার কারণে যে সকল হুকুম স্থগিত হয়ে যায়, সেগুলো আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে দারুল হারব প্রতিবন্ধক। কেননা কাফেরদের অঞ্চলে (দারুল হারব) আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না, আর তাদের অঞ্চলের (দারুল হারব) আইন-কানুন আমাদের অঞ্চলের (দারুল ইসলাম) আইন-কানুনের বিপরীত।" (তাসিসুন নাযার পৃঃ ১২১)।

ইমাম আবু যায়েদ আদদাবুসির কথা থেকে স্পষ্ট, তার দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পার্থক্যরেখাই হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।

শামসুদ্দিন আসসারাখসি (মৃঃ ৪৯০ হিঃ)

সুন্নাহ থেকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম সারাখসির উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর আলোকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাঁর মতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাপকাঠি হচ্ছে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। এ সংক্রান্ত উল্লেখ করার মতো তাঁর বহু ইবারত রয়েছে। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করছি-

لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج ٣١٤/٥).

"কেননা দারুশ শিরক-দারুল কুফরে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয় এবং কাফের-মুশরিকদের উপর মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলে তারা 'যিম্মি' সাব্যস্ত হয়।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/৩১৪)।

والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -٢٠٧-: باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل الخراج ٣١٧/٥).

"মুসলমানদের আইন-কানুন জারি করলেই কোনো অঞ্চল দারুল মুসলিমিন-দারুল ইসলামে পরিণত হয়।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/৩১৭)।

لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين. (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، باب -١٩٣-: باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه ٢٣٢/٥).

"যেহেতু অঞ্চলটি দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, তাই তাতে মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হবে।" (শারহু কিতাবিস সিয়ারিল কাবির ৫/২৩২)।

وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار إسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير ٢٣/١٠).

"ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পূর্বে শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয় না।" (মাবসুতে সারাখসি ১০/২৩)।

আলাউদ্দিন আলকাসানি (মৃঃ ৫৮৭ হিঃ)

ولو دخل الحربي إلينا بأمان ففعل شيئاً من ذلك نفذ كله، لأنه لما دخل بأمان فقد **لزمه أحكام الإسلام ما دام في دار الإسلام.** (بدائع الصنائع للكاساني، كتاب السير، فصل وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع ١٣٣/٧).

"যদি হারবি কাফের আমাদের (মুসলমান) অঞ্চলে 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করে পূর্বোল্লিখিত কোনো কাজ করে, তাহলে সবগুলোই কার্যকর হবে। কেননা যখন সে 'আমান' নিয়ে প্রবেশ করেছে, **তাহলে যতোদিন সে দারুল ইসলামে অবস্থান করবে ততোদিন তার জন্য ইসলামের আইন-কানুন আবশ্যক হবে।**" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩৩)।

ইমাম কাসানির আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামি আইন-কানুন কার্যকর হওয়া ব্যতীত কোনো দারুল ইসলামের ধারণা তাঁদের মনের আশেপাশেও ছিলো না।

বুরহানুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আহমাদ আলবুখারি (মৃ: ৬১৬ হি:)

ولو أن عسكرا دخلوا دار الحرب، وقاتلوا أهل مدينة من مدائنهم وقهروا أهلها، واستولوا عليها وفتحوها، وأظهروا فيها أحكام الإسلام حتى صارت المدينة دار إسلام، فلم يقسموا الغنائم حتى لحقهم المدد، لا يشاركونهم فيها. (المحيط البرهاني لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري، كتاب السير، فصل في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دار الإسلام وفي دار الحرب ٢١٧/٥، الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، كتاب السير، الفصل التاسع والثلاثون في الشركة مع أهل العسكر في الغنيمة في دار الإسلام وفي دار الحرب ٢١١/٧).

"যদি (মুসলমানদের) কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশের পর কাফেরদের অধিকৃত শহরগুলোর কোনো শহরবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সেটির অধিবাসীদের পরাভূত করে, তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে ও সেটিকে বিজয় করে **সেখানে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ করার ফলে ওই শহরটি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়;** তখন গনিমত বণ্টনের পূর্বে যদি কোনো সাহায্যকারী সৈন্যদল পৌঁছায়, তাহলে ওই সাহায্যকারী সৈন্যদল পূর্বের সৈন্যদলের সঙ্গে গনিমতের অংশীদার হবে না।" (আলমুহিতুল বুরহানি ৫/২১৭, তাতারখানিয়া ৭/২১১)।

ইমাম বুরহানুদ্দিন আলবুখারি শহরটি দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার জন্য সর্বশেষ কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাতে ইসলামের আইন-কানুন প্রকাশ করা। বুঝা গেলো, কোনো ভূখণ্ড শুধু বিজয়ের মাধ্যমেও দারুল ইসলামে পরিণত হয় না যতোক্ষণ না তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হয়। যেমনটি পূর্বে ইমাম সারাখসির শব্দেও উল্লেখ হয়েছে।

কিওয়ামুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকাকি (মৃ: ৭৪৯ হি:)

وقلنا: المراد بدار الإسلام بلاد يجري فيها أحكام الإسلام ويكون تحت قهر سلطانهم، وبدار الحرب بلاد يجري فيها أمر عظيمهم ويكون تحت قهره. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي -المخطوطة- كتاب السير، باب المستأمن ٢٤١/٢).

"আমাদের বক্তব্য, দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল অঞ্চল যাতে ইসলামি আইন-কানুন চলে এবং যা মুসলমানদের শাসকের কর্তৃত্বাধীন

থাকে। আর দারুল হারব দ্বারা উদ্দেশ্য যাতে তাদের প্রধানের আইন-কানুন চলে এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকে।" (মি'রাজুদ দিরায়া -পাণ্ডুলিপি- ২/২৪১)।

ইবনুল হুমাম (মৃ: ৮৬১ হি:)

ولو ظهر أهل البغي على أهل العدل فألجأوهم إلى دار الشرك لم يحل لهم أن يقاتلوا البغاة مع أهل الشرك لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم. (فتح القدير لابن الهمام، كتاب السير، باب البغاة ٤١٦/٤).

"আহলে বাগি'-বিদ্রোহীরা যদি 'আহলে আদল' ন্যায়সঙ্গতদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদেরকে দারুশ শিরক-দারুল হারবের দিকে যেতে বাধ্য করে, তখন 'আহলে আদল' মুসলমানদের জন্য মুশরিকদের সঙ্গে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা মুশরিকদের আইন-কানুন তাদের (আহলে আদল) উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন।" (ফাতহুল কাদির ৪/৪১৬)।

ইবনুল হুমাম রহ. প্রথমে শুধু বলেছেন, তাদেরকে দারুশ শিরক-দারুল হারবে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাসআলার কারণ হিসেবে তাদের উপর মুশরিকদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হওয়াকে উল্লেখ করেছেন। বুঝা যাচ্ছে, ইবনুল হুমামের দৃষ্টিতে দারুশ শিরক-দারুল হারব মানেই সেখানে কুফরি আইন-কানুন বাস্তবায়িত। আর কুফরের কর্তৃত্বাধীন হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না।

ফাতহুল কাদিরের আরেকটি ইবারত-

قيل: وفي البلاد التي استولى عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها وأبقوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها، إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لأنها صارت دار حرب في الظاهر. (فتح القدير، كتاب السير، باب أحكام المرتدين ٣٨٨/٤).

"কেউ কেউ বলেছেন, যে সকল অঞ্চলের উপর তাতারিরা কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে তাদের আইন-কানুন জারি করেছে এবং মুসলমানদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছে, যেমনটি খুওয়ারিযমসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে; তো মুরতাদ হওয়া মহিলাকে যদি স্বামী পাকড়াও করতে পারে, তাহলে 'জাহেরি রেওয়ায়াত' অনুযায়ী

সে তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা সে অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে।" (ফাতহুল কাদির ৪/৩৮৮)।

উপর্যুক্ত ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের অঞ্চলগুলো তাতারিরা দখল করে তাদের কুফরি আইন-কানুন জারি করায় তা দারুল হারবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলবুখারি (মৃ: ৮৭০ হি:)

قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام الإسلام، عاد إلى دار الإسلام. (غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري -المخطوطة- كتاب السير صـ٢٨٦، رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس ٦/٢١٥).

"পরবর্তী কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, যদি ওই তিনটি বিষয় (ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক আরোপিত তিনটি শর্ত) মুসলমানদের কোনো শহরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাতে পুনরায় 'আমান' ফিরে আসে এবং এমন বিচারক নিযুক্ত করা হয় যে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে, তাহলে তা আবার দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (গুরারুল আযকার ফি শারহি দুরারিল বিহার -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ২৮৬, রদ্দুল মুহতার ৬/২১৫)।

উপর্যুক্ত ইবারত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, দারুল ইসলাম হতে হলে তাতে শেষ পর্যন্ত ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হতেই হবে।

আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া ২/২৩২ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাতে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বুঝা গেলো, আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া সংকলনে সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন।
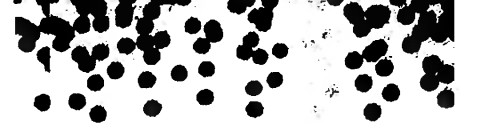
ইবনে আবেদিন আশশামি (মৃ: ১২৫২ হি:)

দারুল হারবে আশ্রিত মুসলমানের জন্য হারবি কাফেরের সঙ্গে 'আকদে ফাসেদ'র মাধ্যমে সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্তু দারুল ইসলামে আশ্রিত কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের জন্য তা জায়েয না হওয়ার কারণ হিসেবে আল্লামা শামি বলেন-

لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية. (رد المحتار لابن عابدين الشامي، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب ما يؤخذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز ٦/٢٠٩).

"কেননা আমাদের অঞ্চল (দারুল ইসলাম) শরয়ি আইন-কানুন জারি করার স্থান।" (রদ্দুল মুহতার ৬/২০৯)।

বুঝা যাচ্ছে, শরয়ি আইন-কানুন জারি করা ব্যতীত দারুল ইসলামের কোনো ধারণা আল্লামা শামির দৃষ্টিতে নেই।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার মাসআলায় সাহেবাইনের মতের 'তারজিহ' প্রাধান্যের আলোচনায় তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৫৯ থেকে রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বুঝা গেলো, তাঁর দৃষ্টিতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছে তাতে বাস্তবায়িত আইন-কানুন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন-

باید دانست کہ مدار بودن بلدۂ وملکے دار الاسلام ودار الحرب بر غلبۂ اسلام وغلبۂ کفار است وبس، لہذا ہر موضع کہ مقہور تحت حکم مسلمین است آں را بلاد اسلام گفتہ خواہد شد۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦۵۵)۔

"জেনে রাখা উচিত, কোনো অঞ্চল ও রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়া শুধুমাত্র ইসলাম বা কাফেরদের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে অঞ্চল মুসলমানদের আইন-কানুনের অধীনে থাকবে, সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৫৫)।

অতঃপর তিনি তাঁর দাবির পক্ষে ফিকহের ইবারত উল্লেখ করে শুধুমাত্র মুসলমানদের বসবাস বা কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামের নিদর্শন পালন করতে সক্ষম হওয়ার উপর দারুল ইসলামের ভিত্তি নয়; দলিলের আলোকে প্রমাণ করার পর আবারো বলেন-

الحاصل: ایں اصل کلی و قاعدۂ کلیہ ہست کہ دار حرب مقہور کفر است و دار الاسلام مقہور اہل اسلام، اگرچہ در یک دار دیگر فریق ہم موجود باشد بلا غلبہ و قہر۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب و دار الاسلام، ص ۶۵۷)۔

"মোটকথা, এটিই হলো মূলনীতি, দারুল হারব হলো কুফরের কর্তৃত্বাধীন আর দারুল ইসলাম হলো মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন। যদিও একের অঞ্চলে অপর দাপটহীন বসবাস করে।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৫৭)।

পূর্বে বলে আসা কথাটি এখানে আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি যে, মুসলমানরা যদি ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে না পারে, তাহলে এটিকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বলা হয় না।

ফিকহে মালেকি

আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম (মৃ: ১৯১ হি:)

একটি মাসআলার আলোচনায় মক্কা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাসেম বলেন-

وكانت الدار يومئذ دار الحرب، لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ (المدونة الكبرى رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، كتاب الجهاد، في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا ٥١١/١).

"অঞ্চলটি (মক্কা) তখন দারুল হারব ছিলো, কেননা তখন তাতে জাহেলি-কুফরি বিধি-বিধান প্রকাশ্য ছিলো।" (আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/৫১১)।

ইমাম ইবনুল কাসেমের মাসআলার আলোচনা ও দলিল যথাযথ হয়েছে কি না তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের এখানে দেখানোর বিষয় হচ্ছে, ইমাম ইবনুল কাসেমের নিকট কোনো অঞ্চল দারুল হারব হওয়ার ভিত্তি হলো তাতে কুফরি বিধি-বিধান প্রকাশ থাকা।

ইবনে আব্দুল বার আলকুরতুবি (মৃ: ৪৬৩ হি:)

لا يحل لمسلم أن يقيم في دار الكفر وهو قادر على الخروج عنها، ولا ينبغي له أن ينكح حربية ويقيم بدار يجري عليه فيها حكم الكفر. (الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المالكي، كتاب الجهاد، باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو صـ٢١٠).

"কোনো মুসলমানের জন্য দারুল কুফর-দারুল হারব থেকে বের হয়ে যাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে অবস্থান করা বৈধ নয় এবং তার জন্য উচিত নয় কোনো হারবি মহিলাকে বিয়ে করা ও এমন অঞ্চলে অবস্থান করা যেখানে তার উপর কুফরের আইন-কানুন চলে।" (আলকাফি পৃ: ২১০)।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার প্রথমে দারুল কুফর থেকে হিজরতের কথা বলে পরে সেটির কারণের দিকে ইঙ্গিত করতেই দারুল কুফর-দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন যে, তাতে কুফরের আইন-কানুন জারি হয়।

আবুল ওলিদ ইবনে রুশদ আলজাদ্দ (মৃ: ৫২০ হি:)

একটি মাসআলার আলোচনায় যুদ্ধবিরতির সন্ধি ও 'জিযয়া' আদায়ের ভিত্তিতে সন্ধি; উভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ইবনে রুশদ বলেন-

لأن من صالح منهم على هدنة فليسوا بأهل ذمة، لأنهم بائنون بدارهم لا تجري أحكامنا عليهم ، ومن صالح منهم على أداء الجزية فهم أهل ذمة تجري أحكامنا عليهم. (البيان والتحصيل لابن رشد الجد، كتاب الجهاد الثاني ٢٤/٣).

"কেননা কাফেরদের যারা যুদ্ধবিরতির সন্ধি করে তারা 'যিম্মি' নয়। কারণ তারা তাদের অঞ্চল নিয়ে পৃথক; যেখানে তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না। আর কাফেরদের যারা 'জিযয়া' আদায়ের ভিত্তিতে সন্ধি করে তারা 'যিম্মি', তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয়।" (আলবায়ান ওয়াততাহসিল ৩/২৪)।

ইমাম ইবনে রুশদ কাফেরদের অঞ্চলের পরিচায়ক বাক্য ব্যবহার করেছেন 'তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয় না'। তার

বিপরীতে 'জিযয়া' আদায় করতে সম্মত হলে তাদের উপর আমাদের আইন-কানুন জারি হয়, আর তা আমাদের অঞ্চলে পরিণত হয়ে যায়।

কাযি ইয়ায (মৃ: ৫৪৪ হি:)

'আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা'র একটি ইবারত উল্লেখ করার পর দারুল হারবের মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না; এ সংক্রান্ত কাযি ইয়ায বলেন-

ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض الحرب وأنها ليس بجَرحة، وسحنون يراها جرحة، وهو الصحيح لدخولهم حيث تجري أحكام الكفر عليهم. (التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقاضي عياض، كتاب الولاء والمواريث ٢/٩٧٩).

"বাহ্যিক ইবারত থেকে দারুল হারবের ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য প্রদানের বৈধতা বুঝা যায় এবং তা দোষের বিষয় নয়। কিন্তু সুহনুন সেটিকে দোষের বিষয় মনে করেন। এটিই সহিহ কথা। কেননা তারা এমন স্থানে প্রবেশ করেছে যেখানে তাদের উপর কুফরের আইন-কানুন জারি হয়।" (আততামবিহাতুল মুসতাম্বাতা ২/৯৭৯)।

কাযি ইয়ায ইমাম সুহনুনের কথা সহিহ হওয়ার কারণ হিসেবে দারুল হারবের পরিচায়ক বাক্য 'যেখানে তাদের উপর কুফরের আইন-কানুন জারি হয়' ব্যবহার করেছেন।

ফিকহে শাফেয়ি

ইমাম শাফেয়ি (মৃ: ২০৪ হি:)

وأحب إذا غزا المسلمون بلاد الحرب وكانت غزاتهم غارة، أو كان عدوهم كثيراً ومتحصناً ممتنعاً لا يغلب عليهم أن تصير دارهم دار الإسلام ولا دار عهد يجري عليها الحكم، أن يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم. .... وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد يجري عليهم الحكم اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها، إن شاء الله تعالى. (الأم للشافعي، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب ٥/٦٣٠).
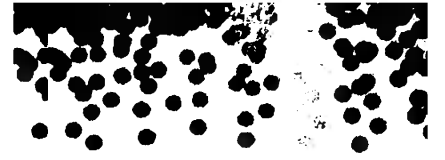
"মুসলমানরা যখন দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন তাদের যুদ্ধের ধরন যদি হয় শুধুই হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করা বা শত্রুদের সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং তারা এমনভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে যে তাদের উপর বিজয়ী হয়ে সেটিকে দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ বানানো যাবে না; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে,[৭] তাহলে তাদের ফলমূল ও গাছপালা থেকে যা সম্ভব তা কাটা, জ্বালিয়ে দেয়া ও বিনষ্ট করাকে আমি পছন্দ করি। .... আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, তা দারুল ইসলাম বা দারুল আহদ হয়ে যাবে; যাতে (ইসলামি) আইন-কানুন জারি হবে, তাহলে তাদের সম্পদকে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্তকেই আমি মুসলমানদের জন্য গ্রহণ করবো; যেনো তারা সেগুলোকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, ইনশাআল্লাহ।" (আলউম্ম ৫/৬৩০)।

ইমাম শাফেয়ি দারুল ইসলাম বলে সেটির পরিচায়ক বাক্যকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়।

قال ابن قدامة المقدسي: فصل: ومتى ارتد أهل بلد، وجرت فيه أحكامهم، صاروا دار حرب. .... وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء.......... (المغني للموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب المرتد، فصل متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب ٩٦/٨).

"যদি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে যায় এবং সেখানে তাদের আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তারা দারুল হারবের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে যায়। .... **ইমাম শাফেয়ি এমনটিই বলেছেন।** আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না ....।" (আলমুগনি ৮/৯৬)।

---

৭. ইমাম শাফেয়ি রহ. এখানে যেটির জন্য 'দারুল আহদ' ব্যবহার করেছেন তা অন্যান্যদের ব্যবহারে দারুল ইসলাম। কেননা ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। এ সকল অঞ্চলের সঙ্গে সাধারণত 'জিযয়া'র চুক্তি থাকায় হয়তো ইমাম শাফেয়ি রহ. 'দারুল আহদ' ব্যবহার করেছেন।

আবুল হাসান আলমাওয়ারদি (মৃ: ৪৫০)

والضرب الثالث: أن تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل بلد من بلاد الشرك، فتحه المسلمون صلحاً أو عنوةً فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم غيرهم، فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافراً في الظاهر، لأن أهل الدار كفار، وإن كانت يد المسلمين عليهم غالبة وأحكام الإسلام فيهم جارية. (الحاوي الكبير للماوردي، كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء ٤٣/٨).

"তৃতীয় প্রকার: এমন দারুল ইসলাম যাতে শুধু 'যিম্মি'রাই বসবাস করে, সেখানে তাদের সঙ্গে কোনো মুসলমান বসবাস করে না এবং দারুশ শিরক-দারুল হারবে মুসলমানরা যে নীতিতে প্রবেশ করে সে অঞ্চলে সে নীতিতে প্রবেশ করে না। মুসলমানরা সেটিকে সন্ধি বা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় করেছে এবং তাদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছে যে, সেখানে অন্য কেউ তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না। সেখানে যদি কোনো নিক্ষিপ্ত বাচ্চা কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তাহলে বাহ্যত তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সে অঞ্চলের অধিবাসীরা কাফের, যদিও মুসলমানরা তাদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং ইসলামে আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত।" (আলহাবিল কাবির ৮/৪৩)।[৮]

ইমাম মাওয়ারদির আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কোনো অঞ্চলের সকল অধিবাসী কাফের হলেও যদি সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তা দারুল ইসলাম।

আবু ইসহাক আশশিরাযি (মৃ: ৪৭৬ হি:)

وإن طلبت امرأة من دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دار الإسلام من غير جزية جاز لانه لا جزية عليها ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام

৮. দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত আল্লামা মাওয়ারদির কিছু 'শায' কথা আছে, যা উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

الإسلام. (المهذب للشيرازي، كتاب السير، باب الجزية، فصل: عدم الجزية على المرأة ٣٢١/٥، المجموع شرح المهذب للنووي، كتاب السير، باب الجزية ٣١٢/٢١).

"যদি দারুল হারবের কোনো মহিলা 'জিযয়া' প্রদান করা ব্যতীত 'যিম্মি' হয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করার কামনা করে, তা জায়েয আছে। কেননা মহিলার উপর 'জিযয়া' নেই। তবে শর্ত হলো, তার ক্ষেত্রে ইসলামি আইন-কানুন জারি হবে।" (আলমুহাযযাব ৫/৩২১, আলমাজমু' ২১/৩১২)।

বুঝা যাচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া ব্যতীত কোনো দারুল ইসলামের ধারণা ইমাম শিরাযির দৃষ্টিতে নেই।

তকিউদ্দিন আসসুবকি (মৃঃ ৭৫৬ হিঃ)

قلت: لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام عليها. (فتاوى السبكي، كتاب الجهاد، باب ما قال الفقهاء في ذلك -بعد باب في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة تحت باب عقد الذمة- ٤١٣/٢).

"আমি (সুবকি) বলছি, কিন্তু মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম 'লাকিত'র অধ্যায়ে অঞ্চলটিকে দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণনা করেছেন। কেননা তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে।" (ফাতাওয়াস সুবকি ২/৪১৩)।

আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি দারুল ইসলাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে। বুঝা গেলো, ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়াই দারুল ইসলাম হওয়ার মানদণ্ড।

ফিকহে হাম্বলি

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ)

٩١٣- حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سألت أبي هل ترى قوماً في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة إلا أنهم ظاهرون عليهم؟

فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون

بغير حكم الإسلام. (مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد، كتاب السير، سئل عن فضل الغزو والسكنى بين اهل الحرب صـ٢٤٦).

"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে (আহমাদ ইবনে হাম্বল) জিজ্ঞাসা করেছি, কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কি এমন অঞ্চলে বসবাস করার সুযোগ রয়েছে যার মাঝে ও মুসলমানদের সহযোগিতা পৌঁছার মাঝে সমুদ্রের প্রতিবন্ধকতা আছে এবং সমুদ্রের উপদ্বীপে শত্রুদের অবস্থান রয়েছে ঠিক, কিন্তু তারা শত্রুদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন?

আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) বললেন, যদি মুসলমানদের আইন-কানুন তাদের উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় এবং তারাই শক্তিশালী থাকে, তাহলে আশা করি তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি এমনটি না হয়, তাহলে এমন সম্প্রদায়ের মাঝে অবস্থান করবে না যারা অনৈসলামিক আইনে ফয়সালা করে।" (মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ পৃ: ২৪৬)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন হওয়া না হওয়াকে বসবাস করা বৈধ হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি স্থির করেছেন। বুঝা গেলো, ইমাম আহমাদের দৃষ্টিতে ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন হলে তা দারুল ইসলাম, তাই তাতে বসবাস করা বৈধ। আর ইসলামি আইন কর্তৃত্বসম্পন্ন না হলে তা দারুল হারব, তাই তাতে বসবাস করা বৈধ নয়।

কাযি আবু ইয়া'লা ইবনুল ফাররা (মৃ: ৪৫৮ হি:)

وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر فهي دار الإسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر، خلافاً للقدرية في قولهم: إن كل دار كانت الغلبة فيها للفساق دون المسلمين والكفار، فإنها ليست بدار كفر ولا دار إسلام بل هي دار فسق، وهذا بناء على أصلهم في القول بالمنزلة بين المنزلتين، .... ولا يجوز كون مكلف ليس بمؤمن ولا كافر، **وكذلك الدار أيضاً لا يخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام.**

(المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ابن الفراء، فصل -٤٨٧- صـ٢٧٦).

"যে অঞ্চলে কুফরি আইন নয় বরং ইসলামি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন তা দারুল ইসলাম, আর যে অঞ্চলে ইসলামি আইন নয় বরং কুফরি

আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন তা দারুল কুফর। 'কাদারিয়্যাহ' সম্প্রদায় ভিন্ন মতামত পোষণ করে। তাদের মতে যে অঞ্চলে মুসলমান ও কাফেরদের নয় বরং ফাসেকদের কর্তৃত্ব, তা দারুল ইসলামও নয় এবং দারুল কুফরও নয়; বরং তা দারুল ফিসক। এটি মূলত তাদের ঈমান-কুফর দুই স্তরের মাঝে তৃতীয় স্তরের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। .... শরিআতের কোনো 'মুকাল্লাফ'-ভারার্পিত ব্যক্তি মুমিনও নয় আবার কাফেরও নয় তা হতে পারে না। **তেমনিভাবে 'দার'র ক্ষেত্রেও তা দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর; কোনো একটি না হয়ে থাকতে পারে না।"** (আলমু'তামাদ পৃ: ২৭৬)।

মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনে কুদামা আলমাকদেসি (মৃ: ৬২০ হি:)

فصل: ومتى ارتد أهل بلد، وجرت فيه أحكامهم، صاروا دار حرب. ....، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء..........،

ولنا: أنها دار كفار فيها أحكامهم، فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال، أو دار الكفرة الأصليين. (المغني للموفق ابن قدامة المقدسي، كتاب المرتد، فصل متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب ٩٦/٨).

"যদি কোনো অঞ্চলের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে যায় এবং সেখানে তাদের আইন-কানুন জারি হয়, তাহলে তারা দারুল হারবের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে যায়। .... ইমাম শাফেয়ি এমনটিই বলেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা বলেন, তিনটি শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না .... ।

আমাদের দলিল হচ্ছে, সেটি কাফেরদের অঞ্চল তাতে তাদের আইন-কানুন চলছে। সুতরাং শর্ত তিনটি পাওয়া গেলে বা জন্মগত কাফেরদের অঞ্চল যেমনিভাবে দারুল হারব, এটিও তেমনিভাবে দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে।" (আলমুগনি ৮/৯৬)।

ইবনে কুদামা আলমাকদেসির বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট যে, সাহেবাইনের মতামতের ন্যায় শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবেও শুধুমাত্র কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়ার মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

শামসুদ্দিন ইবনে কুদামা আলমাকদেসি (মৃঃ ৬৮২ হিঃ)

وإن بذلت الجزية لتصير إلى دار الاسلام مكنت من ذلك بغير شيء، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الاسلام. (الشرح الكبير على المقنع للشمس ابن قدامة المقدسي، كتاب الجهاد، باب عقد الذمة، مسألة -١٥٠٨-: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا ....، فصل: فإن بذلت المرأة الجزية .... ٤١٥/١٠).

"মহিলা যদি 'জিযয়া' প্রদান করে দারুল ইসলামে অবস্থান করতে চায়, তাহলে কোনো কিছু গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে সে সুযোগ দেয়া হবে। তবে ইসলামি আইন-কানুন মেনে চলার শর্ত করা হবে।" (আশশারহুল কাবির ১০/৪১৫)।

বুঝা যাচ্ছে, দারুল ইসলাম হওয়া মানেই তাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত।

ইবনুল কাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ)

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل. (أحكام أهل الذمة لابن القيم، فصل-١٢١-: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة ٧٢٨/٢).

"জুমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, দারুল ইসলাম হলো যাতে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়। আর যাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হয়নি তা দারুল ইসলাম নয়; যদিও তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন হয়। এই যে তায়েফ; মক্কার এতোটা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি, তেমনিভাবে উপকূলীয় অঞ্চল।" (আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৭২৮)।

মুহাম্মাদ ইবনে মুফলিহ আলমাকদেসি (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. (الآداب الشرعية لابن مفلح، فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب ٢١١/١).

“যে অঞ্চলে মুসলমানদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন হয় তা দারুল কুফর। **এই দুই ‘দার’ ব্যতীত আর কোনো ‘দার’ নেই।”** (আলআদাবুশ শারইয়্যাহ ১/২১১)।

আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলমারদাবি (মৃ: ৮৮৫ হি:)

ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر. (الإنصاف للمرداوي، كتاب الجهاد ١٢١/٤).

“আর দারুল হারব হলো যাতে কুফরি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন থাকে।” (আলইনসাফ ৪/১২১)।

শারাফুদ্দিন আলহাজ্জাবি (মৃ: ৯৬৮ হি:)

وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. (الإقناع لطالب الانتفاع للحجَّاوي، كتاب الجهاد ٦٨/٢، كشاف القناع عن الإقناع للبُهوتي، كتاب الجهاد ٣٤/٧).

“দারুল হারবে যে তার দ্বীন প্রকাশে অক্ষম, তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব। আর দারুল হারব হলো, যাতে কুফরি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন।” (আলইকনা‘ ২/৬৮, কাশশাফুল কিনা‘ ৭/৩৪)।

খিলাফত পতনের (১৩৪৩ হি: মোতাবেক ১৯২৪ খৃ:) পর

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি আলহানাফি (মৃ: ১৩৫২ হি:)

وأما دار الحرب: فهي التي تكون فيها فصل الأمور -أي الخصومات- في أيدي الكفار، وليس الاصطلاح أنها هي التي يمنع فيها المسلمون من أداء الفرض من الصوم والصلاة، كما زعم بعض الناس فإنه لا أصل لهذا التعريف. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل ١١٠/٢).

“দারুল হারব হলো, যেখানের বিচারকার্য কাফেরদের হাতে থাকে। দারুল হারবের পরিভাষা এটি নয় যে, যাতে মুসলমানদেরকে সালাত-সাওম ইত্যাদি ফরয আদায় করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হয়; যেমনটি

কেউ কেউ ধারণা করেছে। কিন্তু এই সংজ্ঞার কোনো ভিত্তি নেই।" (আলআরফুশ শাযি ২/১১০)।[৯]

পূর্বে ব্যাখ্যা করে আসা কথাটি আবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি যে, মুসলমানের বিচারের আইন-কানুন কুফরি হতে পারে না, আর যে কুফরি আইনে বিচার করে সে মুসলমান থাকতে পারে না। সুতরাং কাফেরদের হাতে থাকার অর্থ কুফরি আইনে পরিচালিত হওয়া।

এ জন্যই মাওলানা মুহাম্মাদ আকেল সাহারানপুরি সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আদ্দুররুল মানদুদ' কিতাবে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরির বক্তব্য এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

دار الحرب وہ مقام ہے کہ جس میں فصل الامور یعنی خصومات ومقدمات کا فیصلہ کفار کے ہاتھ میں ہو (یعنی کفار کے قانون کے موافق چاہے فیصلہ کرنے والے مسلمان ہوں)۔(الدر المنضود، کتاب الخراج والفئ والامارة، باب ماجاء فی حکم ارض خیبر، مولانا انور شاہ صاحب کی رائے ۵/ ۱۵۴)۔

---

৯. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির এর পরবর্তী বক্তেব্যের কারণে কেউ আবার সংশয়ের শিকার হতে পারে, তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া জরুরি মনে করছি। কাশ্মিরি রহ. এরপর বলেন-

وأما دار يَمن (يمكن) فيها للمسلمين أن يجعلوا فصل الأمور أي الخصومات في أيديهم وقادرون على هذا فهو دار الإسلام، ويكون الناس آثمين على عدم جعلهم الخصومات في أيديهم، مثل مملكة كابل.

"আর যে অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য বিচারকার্য নিজেদের হাতে রাখা সম্ভব এবং তারা সেটির সক্ষমতা রাখে, তা দারুল ইসলাম। তবে মানুষরা বিচারকার্য নিজেদের হাতে না রাখায় গোনাহগার হবে। যেমনটি 'কাবুল' রাজ্য।"

কাবুলের উপমা পেশ করায় কাশ্মিরির রহ. উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কাবুলে তখন কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো কুফরি মতবাদ ও আইন সংবিধিবদ্ধ করা হয়নি এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ করা হয়নি। বরং খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কখনো ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয়েছে আবার গাফলতের কারণে কখনো বাস্তবায়ন হয়নি; কাবুলের অবস্থা এর ব্যতিক্রম কিছু ছিলো না। কাশ্মিরি রহ. সে ধরনের অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

"দারুল হারব ওই স্থানকে বলে, যেখানে মামলা-মকদ্দমার ফয়সালা কাফেরদের হাতে থাকে। অর্থাৎ কাফেরদের আইন-কানুন অনুযায়ী হয়; চাই বিচারক (নামে) মুসলমান হোক।" (আদ্দুররুল মানদুদ ৫/১৫৪)।

সাইয়েদ কুতুব (মৃঃ ১৩৮৫ হিঃ)[১০]

ولا بد من بيان ما تعنيه الشريعة بدار الإسلام:

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما:

الأول دار الإسلام: وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمونه بشريعة الإسلام، أو كانوا مسلمين، أو مسلمين وذميين ولكن غلب على بلادهم حربيون، غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام، فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار إسلام" هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام.

الثاني دار الحرب: وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكم بشريعة الإسلام كائناً أهله ما كانوا، سواء قالوا: إنهم مسلمون، أو إنهم أهل كتاب، أو إنهم كفار، فالمدار كله في اعتبار بلد ما "دار حرب" هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام، وهو يعتبر "دار حرب" بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة. (في ظلال القرآن لسيد قطب، سورة المائدة -الآية ٢٧- ٥/٧٠).

"শরিআত দারুল ইসলাম বলতে কী বুঝায়, সেটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন-

---

১০. বর্তমান সময় হিসেবে সাইয়েদ কুতুবের আলোচনাটি একটু স্পষ্ট হওয়ায় তা উল্লেখ করেছি। এখান থেকে তাঁর সকল আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত বের করা মুর্খতা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হবে না। অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারের যে হিড়িক চলছে, তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া জরুরি মনে করেছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে এবং মুসলমানের বিবেচনায় পুরো বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কোনো প্রকার নেই-

প্রথমটি দারুল ইসলাম: তা প্রত্যেক ওই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত এবং যেটিকে ইসলামি শরিআত পরিচালনা করে। চাই সেখানের অধিবাসী সকলেই মুসলমান, বা মুসলমান ও 'যিম্মি'র সংমিশ্রণ, অথবা সকলেই 'যিম্মি' কিন্তু সেখানের হাকেমরা মুসলমান; যারা সেখানে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে এবং ইসলামি শরিআতে পরিচালনা করে, অথবা অধিবাসীরা মুসলমান বা মুসলমান ও 'যিম্মি' ছিলো; কিন্তু তাদের অঞ্চলের উপর হারবি কাফেররা ক্ষমতাবান হয়েছে ঠিকই, তবে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে এবং নিজেদের মাঝে ইসলামি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করে। মোটকথা, কোনো অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হওয়া এবং ইসলামি শরিআতে পরিচালিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি দারুল হারব: তা প্রত্যেক ওই অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত নয় এবং যাতে ইসলামি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করা হয় না; সেখানের অধিবাসী যারাই হোক না কেনো। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলছে নাকি আহলে কিতাব বলছে নাকি কাফের বলছে; কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা, কোনো অঞ্চল দারুল হারব হওয়ার পূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত না হওয়া এবং ইসলামি শরিআতে ফয়সালা না করা। মুসলমান ও মুসলমান জামাআতের বিবেচনায় সেটি দারুল হারব হিসেবে গৃহীত।" (ফি যিলালিল কুরআন ৫/৭০)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আলে শাইখ আলহাম্বলি (মৃ: ১৩৮৯ হি:)

البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر. (فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، -١٤٥١- هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ١٨٨/٦).

"যে অঞ্চলে 'কানুন'-মানবরচিত আইনে ফয়সালা করা হয়, সেটি দারুল ইসলাম নয়; সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। তেমনিভাবে পৌত্তলিকতা যদি নির্দ্বিধায় প্রকাশ পায় এবং তা পরিবর্তন করা না হয়, তাহলেও হিজরত ওয়াজিব। সুতরাং কুফর ব্যাপক ও প্রকাশ্যে হওয়ায় এটি দারুল কুফর।" (ফাতাওয়া ওয়ারাসায়েল ৬/১৮৮)।

ইদরিস কান্ধলবি আলহানাফি (মৃ: ১৩৯৪ হি:)

خلاصۂ کلام یہ کہ دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق یہی ہے کہ جس حکومت میں اسلام حاکم ہو اور قانون شریعت کو برتری اور بالا دستی حاصل ہو اور اس کے فرامین اور قوانین کی عزت اور سربلندی کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الاسلام ہے، اور جس حکومت میں غیر اسلامی مسلک کی برتری کو ملحوظ رکھا گیا ہو وہ دار الحرب ہے۔(عقائد الاسلام، دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق ۱/۱۹۱)۔

"মোটকথা, দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মাঝে পার্থক্য হলো, যে রাষ্ট্রে ইসলাম হাকেম-পরিচালক হবে, শরয়ি আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা অর্জিত থাকবে এবং সেটির ফরমান ও কানুনের সম্মান ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়, সেটি দারুল ইসলাম। আর যে রাষ্ট্রে অনৈসলামিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রণিধানযোগ্য হয়, সেটি দারুল হারব।" (আকায়েদুল ইসলাম ১/১৯১)।

ইউসুফ বানুরি আলহানাফি (মৃ: ১৩৯৭ হি:)

کسی ملک کے دار الاسلام بننے کا مدار کس چیز پر ہے؟

تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطۂ زمین کے دار الاسلام بننے کا مدار اس بات پر نہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانون اسلام کے نفاذ پر ہے۔ جس ملک میں بر سر اقتدار طبقہ کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوض وبرکات سے مستفید ہونے کا موقعہ نہ دیا جائے، جہاں کفر اور جاہلیت کا آئین و قانون مسلط ہو اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کے بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصل کرانے پر مجبور ہوں، اسے ہزار بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجئے، لیکن اسے حقیقی معنی میں اسلامی مملکت اور دار الاسلام کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ "اسلام کے گھر" میں بھی اگر اسلام کو قدم ٹکانے کی اجازت نہ ہو تو وہ مسلمانوں کا گھر تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی عقلمند اسے "اسلام کا گھر" مانیگا؟(بصائر وعبر ۲/۲۰)۔

"কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি কী?

সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হওয়ার মাপকাঠি এটি নয় যে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার কতো। বরং দারুল ইসলাম হওয়ার ভিত্তি হলো ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যে রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণির পক্ষ হতে জনগণকে ইসলামি আইন-কানুনের 'ফয়েয-বরকত' দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না, যেখানে কুফরি ও জাহেলি আইন-কানুন কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং যেখানের অসহায় জনগণ ধারাবাহিক বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুনের পরিবর্তে 'তাগুতি'-কুফরি আইনে নিজেদের মামলা-মকদ্দমা ফয়সালা করাতে বাধ্য; সেটিকে হাজারবার মুসলমানদের রাষ্ট্র বলা হোক, কিন্তু সেটিকে বাস্তবিক অর্থে ইসলামি রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগে। 'ইসলামের ঘরেও যদি ইসলামের পা রাখার অনুমতি না থাকে; তো সেটি মুসলমানদের ঘর তো হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি কি সেটিকে 'ইসলামের ঘর' হিসেবে মেনে নেবে?" (বাসায়ের ওয়াইবার ২/২০)।

কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব আলহানাফি (মৃ: ১৪০৩ হি:)

(قانون سازی غیر اللہ کا حق نہیں)..........پس وہ سلطنت کبھی بھی اسلامی سلطنت نہیں کہی جا سکتی جس میں قانون سازی انسان کا حق تسلیم کی گئی ہو اور اس طرح حکمرانی کا منصب انسانوں کو دیا جا رہا ہو۔ (فطری حکومت ۲/۶۰)۔

"(আইন প্রণয়ন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অধিকার নয়)..... সুতরাং ওই রাষ্ট্র কখনই ইসলামি রাষ্ট্র হতে পারে না, যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন মানুষের অধিকার হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং স্বতন্ত্র নীতিতে রাজ্য পরিচালনার পদ মানুষদেরকে দিয়ে দিয়েছে।"(ফিতরি হুকুমত ২/৬০)।

ইউসুফ লুধিয়ানবি শহিদ আলহানাফি (মৃ: ১৪২১ হি:)

جس ملک میں اسلام کے احکام جاری ہوں وہ دار الاسلام ہے، اور جہاں اسلام کے احکام جاری نہ ہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہو سکتا ہے مگر شرعاً دار الاسلام نہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل، متفرق مسائل، دار الاسلام کی تعریف ۸/۳۷۵)۔

"যে রাষ্ট্রে ইসলামি আইন-কানুন জারি আছে তা দারুল ইসলাম, আর যেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি নেই; সেটিকে মুসলমানদের রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, কিন্তু শরিআতের দৃষ্টিতে তা দারুল ইসলাম নয়।" (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৩৯৫)।

ওয়াহবা আযযুহাইলি আশশাফেয়ি (মৃঃ ১৪৩৬ হিঃ)

دار الإسلام: نجد في تحديد هذه الدار أربعة آراء للعلماء، نختار منها الرأي الأول، لأنه أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء، وهو أن كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره، قد صار من دار الإسلام..........

ودار الحرب: هي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية.....................

يظهر من تعريف كل من الدارين أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب. (آثار الحرب لوهبة الزحيلي، الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول صـ١٦٩-١٧١).

"দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় আমরা উলামায়ে কেরামের চারটি মতামত পাই। তা থেকে আমরা প্রথমটি গ্রহণ করছি। কেননা সেটি জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের রায়ের অধিক নিকটতর। আর তা হচ্ছে, ইসলামের কর্তৃত্বের অধীনে যে সকল অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয় ও ইসলামের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়।......................

আর যে অঞ্চল ইসলামি কর্তৃত্বের পরিধির বাইরে অবস্থিত হওয়ায় তাতে ইসলামের দ্বীনি ও রাজনৈতিক বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হয় না, তা দারুল হারব।...

উভয় 'দার'র সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, 'দার'র পার্থক্য নির্ভর করে কর্তৃত্বের উপস্থিতি ও আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যদি আইন-কানুন ইসলামি হয় তাহলে দারুল ইসলাম, আর যদি ইসলামি না হয় তাহলে দারুল হারব।" (আসারুল হারব পৃঃ ১৬৯-১৭১)।

মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি আলহানাফি -হাফিযাহুল্লাহ-

'কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় হল, সে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন তথা কুরআন-হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দী করবে। তারপর এ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং ওখানকার শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা এবং ওখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে।

যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামী আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরও উন্নতি প্রদান করা হয়। তখন ঐ দেশসমূহ ইসলামী দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং, সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, ইসলামী দেশের পরিচয় ইসলামী আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাফেরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে- যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত সে দেশকে কমিউনিস্ট দেশ বলা হয়। কেননা, কমিউনিজম হল রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটিকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান সেটাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ বলে। সুতরাং কোন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করে তবে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ততা থাকে না। এভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা না ইসলামী আইন চায়, না সে আইনের প্রতি সন্তুষ্ট, বরং অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশি, তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফের উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।' (মাকালাতে চাটগামী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পৃ: ১৬৮)।

আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ

دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة............

دار الحرب هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة. (الموسوعة الفقهية الكويتية، المادة: دار الإسلام ٢٠/٢٠١).

“দারুল ইসলাম: প্রত্যেক ওই ভূখণ্ড যাতে ইসলামি আইন-কানুন প্রকাশ্য।
দারুল হারব: প্রত্যেক ওই ভূখণ্ড যাতে কুফরি আইন-কানুন প্রকাশ্য।” (আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ ২০/২০১)।[১১]

আললাজনাতুদ দায়েমাহ লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতা

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٣٥)

س١: ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار حرب أو دار كفر؟

ج١: كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام..................................

وكل بلاد أو ديار لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم. (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كتاب الجهاد وما يتعلق به، الهجرة ١٢/٥١-٥٢).

“প্রশ্ন: কোনো অঞ্চল দারুল হারব বা দারুল কুফর হওয়ার জন্য কী কী শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক?

উত্তর: যে সকল দেশ বা অঞ্চলের হাকেম ও ক্ষমতাবানরা তাতে আল্লাহর ‘হুদুদ’-দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করে ও ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী প্রজাদের মাঝে ফয়সালা করে এবং জনসাধারণ ইসলামি শরিআহ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম; সেটি দারুল ইসলাম।...........

১১. ‘আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ’তে শাফেয়ি মাযহাবের দিকে নিসবত করে কিছু কথা বলা হয়েছে, যা যথাযথ হয়নি।

আর যে সকল দেশ বা অঞ্চলের হাকেম ও ক্ষমতাবানরা তাতে আল্লাহর 'হুদুদ'-দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করে না ও ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী প্রজাদের মাঝে ফয়সালা করে না এবং মুসলমান তার উপর অর্পিত সকল ইসলামি বিধি-বিধান আদায় করতে সক্ষম না হয়; সেটি দারুল কুফর। যেমন বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা, তখন সেটি দারুল কুফর ছিলো। তেমনিভাবে ওই সকল অঞ্চল, যার অধিবাসীরা ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত; কিন্তু শাসকশ্রেণি মানবরচিত আইনে ফয়সালা করে এবং মুসলমানরা তাদের দ্বীনের সকল নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়।" (ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ লিলবুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতা ১২/৫১-৫২)।

এখানে আমরা আমাদের অধ্যয়নের পরিধিতে আসা কিছু 'নুসুস' উল্লেখ করেছি। অন্যথায় বিষয়টি মাথায় রেখে তালিবে হক উলামায়ে কেরাম ফিকহি কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে আরো বহু 'নুসুস' পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

উপর্যুক্ত সকল 'নুসুস'র আলোকে প্রমাণিত কয়েকটি কথা

কুরআন-সুন্নাহ ও খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের ফুকাহায়ে কেরামের 'নুসুস'র আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে-

ক) 'দার'র পার্থক্যের ভিত্তি

'দার'র পার্থক্য নির্ভর করে আইন-কানুন বাস্তবায়নের উপর। যদি ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারুল ইসলাম, আর যদি কুফরি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয় তাহলে দারুল কুফর-দারুল হারব। বা বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে বলা যায়; যে রাষ্ট্র কুরআন-সুন্নাহকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করবে তা দারুল ইসলাম, আর যে রাষ্ট্র কুফরি মতবাদ বা মানবরচিত কুফরি আইন-কানুনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে তা দারুল কুফর-দারুল হারব।

খ) স্বতন্ত্র 'দার' দু'টিই; 'দারুল আমান' বলতে স্বতন্ত্র কোনো 'দার' নেই

স্বতন্ত্র 'দার' বলতে দু'টিই; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'র অস্তিত্ব নেই। কয়েকজন ফকিহের ইবারতে তা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ হয়েছে। হানাফিদের একটি মূলনীতিই হলো পুরো

পৃথিবী দু'টি 'দার'; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। ফিকহে হানাফিতে এভাবেই উল্লেখ হয়েছে-

আবু যায়েদ আদদাবুসি আলাহানাফির (মৃঃ ৪৩০ হিঃ) বক্তব্য

الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. (تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي الحنفي، القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى صـ١١٩).

"আমাদের (হানাফি) একটি মূলনীতি হলো, পুরো পৃথিবী দুটি 'দার'; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।" (তাসিসুন নাযার পৃঃ ১১৯)।

কিওয়ামুদ্দিন আলকাকি আলহানাফির (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ) বক্তব্য

قيل: الدار داران عندنا: دار الإسلام ودار الحرب. (معراج الدراية شرح الهداية للكاكي -المخطوطة- كتاب السير، باب المستأمن ٢/٢٤١).

"বলা হয়, আমাদের (হানাফি) দৃষ্টিতে 'দার' দু'টিই: দারুল ইসলাম ও দারুল হারব।" (মি'রাজুদ দিরায়া -পাণ্ডুলিপি- ২/২৪১)।

হাঁ! দারুল হারবের সঙ্গে যদি দারুল ইসলামের যুদ্ধ বিরতির সন্ধি হয়; তাহলে ওই যুদ্ধ বিরতির সময়কালে দারুল হারবের জন্য ফুকাহায়ে কেরাম 'দারুল মুওয়াদাআ' ব্যবহার করেছেন। তবে এটিও বলে দিয়েছেন যে, 'দারুল মুওয়াদাআ' দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র সন্ধির কারণে তা দারুল হারবের বহির্ভূত হয়ে যায় না। দারুল হারব থেকে বের হতে হলে সেখানে ইসলামি আইন-কানুন জারি হতে হবে। যেটির বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

দারুল হারবের এই সাময়িক অবস্থা 'দারুল মুওয়াদাআ'কে কেউ 'দারুল আহদ' নামকরণ করেছেন, আবার চাইলে কেউ 'দারুল আমান'ও বলতে পারেন। যে যাই বলুন না কেনো; এটি শুধু দারুল হারবের কিছু সাময়িক অবস্থার নাম, মর্মের পার্থক্য নয়। সর্বাবস্থায় তা দারুল হারবেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেমন ইমাম শাফেয়ি রহ. ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত 'জিযয়া' প্রদানকারী কাফেরদের অঞ্চলের জন্য 'দারুল আহদ' ব্যবহার করেছেন:

যেমনটি ইতোপূর্বে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত ইবারত থেকে বুঝে আসে। অথচ তা সকলের ঐক্যমত্যে দারুল ইসলাম।

তেমনিভাবে তিনি 'দারুল মুওয়াদাআ'র জন্য 'দারুল আমান' ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন-

وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد عقده المسلمون، لا يكون لأحد أن يغير عليها. (الأم للشافعي، كتاب سير الأوزاعي، حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم ٩/٢٢٣).

"কোনো অঞ্চলে আক্রমণ করা নিষেধ হয় যদি তা দারুল ইসলাম বা চুক্তির কারণে 'দারুল আমান' হয়, যে চুক্তি মুসলমানরা সম্পন্ন করেছে। কারো জন্য সেখানে আক্রমণ করার অনুমতি নেই।" (আলউম্ম ৯/২২৩)।

বুঝা গেলো, দারুল মুওয়াদাআ, দারুল আমান শুধুই দারুল হারবের কিছু সাময়িক অবস্থার নাম। বাস্তবতা একই; সবই দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার দারুল হারবকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; 'দারুল খাওফ' ও 'দারুল আমান'। নিজের ঈমান নিয়ে যদি টিকে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে 'দারুল খাওফ', আর যদি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের উপর চলতে প্রতিবন্ধকতা না আসে তাহলে 'দারুল আমান'।

এ ভাগ ও ব্যাখ্যার প্রবক্তাদের দৃষ্টিতেও 'দারুল আমান' স্বতন্ত্র কোনো 'দার'র নাম নয়, বরং দারুল হারবেরই একটি অবস্থা মাত্র।

তবে উভয় ব্যবহারের পার্থক্য স্পষ্ট। 'দারুল মুওয়াদাআ'র অর্থে 'দারুল আমান'র ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির বিষয় রয়েছে। তাই সন্ধির সময়কালে তাতে আক্রমণ না করাসহ কিছু বিশেষ মাসআলা রয়েছে। কিন্তু 'দারুল খাওফ'র মোকাবেলায় 'দারুল আমান'র ব্যবহারে এ ধরনের কোনো সন্ধির বিষয় নেই। তাই মূলত তা দারুল হারব হওয়ায় এ 'দারুল আমান'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাসহ দারুল হারবের মৌলিক অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে হিজরত করা ওয়াজিব হওয়ার মতো আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কারো নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হলে ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলতে পারেন।

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। শেষের অর্থে 'দারুল আমান'র ব্যবহার একেবারেই আপেক্ষিক। একজনের জন্য নিরাপদ হবে তো অন্যজনের জন্য নয়। একসময় নিরাপদ হবে তো অন্যসময় নয়। যারা তাগুতি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইসলামের শাখাগুলোর কথা বলবে তাদের জন্য হবে 'দারুল খাওফ'। আর যারা তাগুতি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন শাখাগুলো পালন করাকেই যথেষ্ট মনে করবে এবং বাকিগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে, বিভিন্ন ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যার মাধ্যমে কুফরকে ঈমান বানিয়ে দেবে বা কুফরি সংবিধান ও সংবিধান প্রণেতা ও বাস্তবায়নকারী তাগুতদের ঈমান রক্ষার্থে 'তাগুতের ঈমান রক্ষা পর্ষদ' গঠন করার মতো আচার-আচরণ করবে এবং তাগুতরা যাদের নিকট মাননীয় হবে; তাদের জন্য হবে 'দারুল আমান'।

বুঝা যাচ্ছে, 'দারুল আমান'র শেষোক্ত ব্যবহারটি খুবই দুর্বল। তাই পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনায় এটি অনেকটাই অনুপস্থিত।

মোটকথা, স্বতন্ত্র 'দার' বলতে দু'টিই; দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। 'দারুল আমান' বলতে তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'র অস্তিত্ব নেই; বরং তা দারুল হারবের একটি সাময়িক অবস্থা। এ জন্যই তো ফুকাহায়ে কেরাম "الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين" শিরোনামে মাসআলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোনো ফিকহের কিতাবে "الأحكام التي تختلف باختلاف الدور الثلاث" নামে শিরোনাম দেয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

গ) দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার শতভাগ যথার্থ

দারুল কুফর ও দারুল হারবের মর্মার্থ একই। তাই দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার শতভাগ যুক্তিযুক্ত। কেননা দারুল কুফর দারুল হারবই। 'হারব' থেকে মুক্ত হওয়ার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, 'জিযয়া' প্রদান করে ইসলামি আইন-কানুন মেনে নেওয়া। তখন সেটিকে কেউ আর দারুল কুফর বলে না, বরং দারুল ইসলামই বলে। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা। তখন যদিও সেটির জন্য 'দারুল মুওয়াদাআ' শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই সন্ধির কারণে তা

দারুল হারবের বহির্ভূত হয় না; যে সকল ‘নুসুস’ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এ জন্যই দেখা যায়; একই মর্মে কেউ দারুল কুফর ব্যবহার করেন, আবার কেউ দারুল হারব ব্যবহার করেন। বরং একই ফকিহ তার রচনায় একই মর্মে কখনো দারুল কুফর ব্যবহার করেন, কখনো দারুল হারব ব্যবহার করেন। বলতে গেলে দু’টি সমার্থক শব্দ। আমরা প্রয়োজনে এ পর্যন্ত উল্লিখিত ইবারতগুলোতে দ্বিতীয়বার নযর বুলিয়ে আসতে পারি।

এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলার কারণ হলো, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সংক্রান্ত একটি উর্দু পুস্তিকার (যে পুস্তিকার পর্যালোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।) অনুবাদক শুরুতে বলেছেন-

“উস্তাজে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের জবানে যেমনটা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, দারুল ইসলামের বিপরীতে দারুল হারবের ব্যবহার যথার্থ নয়, বরং দারুল ইসলামের বিপরীতে যথার্থ শব্দ হলো দারুল কুফর। আর দারুল হারবের বিপরীতে যথার্থ হলো দারুল আমন বা দারুল আহদ।”

এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের একেবারেই সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, আমরা মনে করি, এটি অনুবাদকের বুঝের ভুল। অন্যথায় মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক -হাফিযাহুল্লাহ- এর যে পরিমাণ মুতালাআ-অধ্যয়নের বিস্তৃতি ও গভীরতা রয়েছে; তিনি এমনটি বলার কথা নয়। চৌদ্দশত বছর ধরে আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, ফুকাহা ও উলামায়ে কেরাম একটি অযথার্থ ব্যবহার করে আসছেন বলে মনে হয় না। বরং তাঁদের ব্যবহার শতভাগ যথার্থ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনুবাদক যে পুস্তিকার অনুবাদের শুরুতে এমন দাবি করেছেন, সে মূল পুস্তিকায় এই দাবির বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান রয়েছে। অনুবাদক মনে হয় শুধু যতোটুকুর অনুবাদ করেছেন ততোটুকুই পড়েছেন, বাকি অংশ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়নি। মূল পুস্তিকায় বলা হয়েছে-

اصل غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ آپ دار الحرب میں لفظ حرب کو لغوی معنی میں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دار الحرب ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے اس میں اور دار الامن میں کوئی تضاد

نہیں، اور بالکل یہی بات دار العہد کے باب میں بھی ہے کہ اس پر بھی دار الحرب کی تعریف صادق ہے
لہذا وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۴۰)۔

"ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ হলো, আপনি দারুল হারবের 'হারব' শব্দকে শাব্দিক অর্থে বুঝেছেন। অন্যথায় দারুল হারব একটি ফিকহি পরিভাষা। সেটির পারিভাষিক অর্থ হিসেবে তার মাঝে ও 'দারুল আমন'র মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। এবং হুবহু একই কথা 'দারুল আহদ'র ক্ষেত্রেও। সেটির ক্ষেত্রেও দারুল হারবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য। সুতরাং তাও দারুল হারবেরই একটি প্রকার।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ৪০)।

পাঠকের জন্য হয়তো আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। এই অনুবাদকই তার অনুবাদের শেষের দিকে 'কিতাবের বিভিন্ন স্থান হতে কিছু ফাওয়ায়েদ' শিরোনামের অধীনে প্রথম কথাই লিখেছেন, 'দারুল হারবের 'হারব' শব্দের কারণে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, একটি দেশ হারবের দেশ হওয়ার সাথে সাথে 'দারুল আমান' ও 'দারুল আহদ' হবে কিভাবে ....।'

অনুবাদক কি তার অনুবাদের শুরুর দাবি আর শেষের কথা মিলিয়ে দেখবেন!

"

مفتی محمود حسن گنگوہی رح نے فرمایا: (انگریز کے زمانہ میں ہندوستان) ہمارے نزدیک دار الحرب تھا ان وجوہ کی بناء پر جن کو حضرت گنگوہی رح اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رح نے تحریر فرمایا ہے، اور ابھی تک ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوا، یعنی جمہوری حکومت کی وجہ سے دار الاسلام نہیں بنا۔ (فتاوی محمودیہ ۲۰/۳۶۰)۔

"

-চার-

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা ও দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া

এটা জানা কথা যে, ১২১৮ হিজরি মোতাবেক ১৮০৩ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আইনে চলার ঘোষণা দিয়েছিলো, তখন শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ) ভারতবর্ষকে দারুল হারব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ) বলেন-

۱۸۰۳ء میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندہ نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پروانہ جابرانہ طریقہ پر لکھوا کر ملک میں اعلان کرادیا کہ:-

"خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا" تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا ۲/۴۱۰)۔

"১৮০৩ খৃস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি দিল্লির সম্রাট থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রব্যবস্থার ফরমান এই মর্মে লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলো-

'সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর'; তখন হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. হিন্দুস্তান দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন।" (নকশে হায়াত ২/৪১০)।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির এই ফাতওয়া পুরো ভারতবর্ষের হক্কানি উলামায়ে কেরাম এক বাক্যে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রে তার প্রভাব বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এই ফাতওয়ার বিরোধিতা যদি কেউ করে থাকে; তো তা করেছে কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মতো ইংরেজদের তল্পিবাহকরা। হক্কানি আলেমদের থেকে পরবর্তীতে দু'য়েকজন বলতে একেবারে দু'য়েকজনই এই ফাতওয়ার সঠিকতার উপর আপত্তি করেছেন; যাঁদের না ছিলো হালত-পরিস্থিতির উপলব্ধি, না ছিলো এ বিষয়ক ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের যথাযথ অধ্যয়ন, বা বলা যেতে পারে; যাঁরা ছিলেন আঞ্চলিকতা ও পরিস্থিতির শিকার।

ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন; সকলের মতানুযায়ী ফাতওয়ার সঠিকতা

এই আলোচনাটি বুঝার সুবিধার্থে গ্রন্থের শুরুতে শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে 'তারজিহ' ও 'তাতবিক'র আলোচনাটি আরো একবার পড়ে নিতে আমি পাঠকদের নিকট অনুরোধ জানাবো।

প্রণিধানযোগ্য মত তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মত, 'তাতবিক'র আলোচনা ও ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তের বাহ্যিক শব্দ; প্রত্যেকটির আলোকে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতা প্রমাণিত।

প্রথমত: সাহেবাইন ও জুমহুরের মতের ভিত্তিতে

সাহেবাইন ও জুমহুরের মতানুযায়ী শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি কর্তৃক ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়ার ফাতওয়াটির সঠিকতা স্পষ্ট। কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে কুফরি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই কোনো ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়। তো সর্বোচ্চ ক্ষমতার পক্ষ হতে যখন ঘোষণা এসে গেছে যে, এখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা খৃস্টানদের কুফরি আইনে দেশ চলবে, তখন জুমহুরের মতানুযায়ী ভারতবর্ষ দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা অবশিষ্ট থাকেনি।
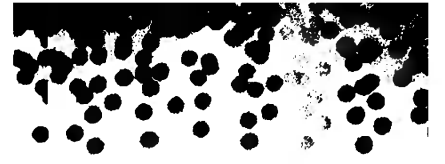
দ্বিতীয়ত: 'তাতবিক'র আলোচনার ভিত্তিতে

'তাতবিক'র আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত দু'টি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া ও মুসলমানদের ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' নিরাপত্তা সাধারণত অবশিষ্ট না থাকা; কোনো একটির অনুপস্থিতিতে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শেষ হওয়া প্রমাণিত হয় না, বরং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সে অঞ্চলে ইসলামের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঘুরে দাঁড়ানো ও কাফেরদের হাত থেকে তা উদ্ধার করার বিষয়টা অনেকটা নিশ্চিত থাকে।

ভারতবর্ষ একে তো ইতোপূর্বে কেন্দ্রীয় খিলাফতের অধীনে না থাকায় কেন্দ্রীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সাহায্যের আশা ছিলো না, নিজেদের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাও ছিলো ভঙ্গুর, আর এছাড়াও ইংরেজদের দীর্ঘদিনের অবস্থান ও চক্রান্তের ফলে সাধারণ মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদি চেতনা তো বটেই; সাধারণ ঈমানি চেতনাও ছিলো বিলুপ্তির পথে।

তাই ইংরেজদের ঘোষণার মাধ্যমে বলতে গেলে ইসলামের কর্তৃত্ব নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মুসলমানরা সহসা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঘুরে দাঁড়ানো এবং তাদের হাত থেকে তা উদ্ধার করা ছিলো অনেকটা আকাশ-কুসুম ভাবনা। পরবর্তীতে তা আরো দৃঢ় হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি এবং ইসলামি আইন-কানুনের ক্ষমতা সাব্যস্ত করা যায়নি।

সুতরাং ইমাম আবু হানিফার শর্ত আরোপের মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেও শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতার ব্যাপারে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই।

তৃতীয়ত: শর্তের বাহ্যিক শব্দের ভিত্তিতে

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর শুধু বাহ্যিক শব্দই উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করা। তবুও যদি আমরা বাহ্যিক শব্দকেই ভিত্তি বানাই, তখনো শাহ আব্দুল আযিয

মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়ার সঠিকতা প্রমাণিত। আমরা প্রতিটি শর্ত ও ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে দেখি-

ইমাম আবু হানিফা রহ. দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত করেছেন 'কুফরি আইন-কানুন জারি করা'। সেটি 'সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর'; ঘোষণার মাধ্যমে জারি হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত করেছেন, 'দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া'। এ শর্তটিও বিদ্যমান ছিলো চীনের মতো প্রাচীন দারুল হারব হিন্দুস্তানের সংলগ্ন হওয়ায়।

তৃতীয় শর্ত করেছেন, মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' বা পূর্বের 'আমান' সাধারণত বিদ্যমান থাকা। তো ইতিহাস যাদের অধ্যয়নে রয়েছে, তাদেরকে মনে হয় বিষয়টি হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' সাধারণত বহাল ছিলো কি না; তা ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্যের ইতিহাস বিষয়ক আকাবিরে দেওবন্দ কর্তৃক রচিত কয়েকটি কিতাব পড়ে নিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে সে ইতিহাস তুলে ধরা অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। মুসলমানদের একজন শাসক থেকে যে জোরপূর্বক একটি কুফরি ফরমান তথা 'আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর' লিখিয়ে নিলো; তা থেকে কি অনুভব করা যায় না যে, 'আমান' সাধারণত বহাল ছিলো কি না!

শর্তগুলোর উপস্থিতি সংক্রান্ত কয়েকজন আকাবিরের বক্তব্য

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষ দারুল হারব বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু শুধুমাত্র সাহেবাইনের মতের ভিত্তিতে বলেননি। বরং তাঁরা ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর উপস্থিতির ভিত্তিতে দারুল হারব হওয়ার কথা বলেছেন। আমরা কয়েকজন আকাবিরের বক্তব্য দেখতে পারি-

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ)

اس شہر میں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں، نصاری کے حکام کا حکم بے دغدغہ جاری ہے۔ اور احکام کفر کے جاری ہونے سے مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی سزا اور رعایا کے باہمی

معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں کفار کا حکم جاری ہو، اگر چہ بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ وعیدین اور اذان اور گاؤکشی میں کفار تعرض نہ کریں، لیکن ان چیزوں کا اصل اصول ان کے نزدیک بے فائدہ ہے، کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں.........(فتاوی عزیزی -اردو- باب الفقہ، دار الاسلام منقلب بدار الحرب ہو سکتا ہے، ص ۴۵۴)۔

"এই অঞ্চলে মুসলমানদের শাসকের আইন-কানুন একেবারেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। খৃস্টান শাসকদের আইন-কানুন নির্ভয়ে চলছে। আর আহকামে কুফর জারি হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়িক পণ্যে খারাজ, কর, উশর আদায়ে শাসক স্বনীতিতে শাসক হওয়া এবং ডাকাত-চোরদের শাস্তি ও জনগণের পারস্পরিক লেন-দেন ও অপরাধের শাস্তির বিচারের ক্ষেত্রে কাফেরদের আইন-কানুন জারি হওয়া। যদিও ইসলামের কিছু বিধান যেমন- জুমআ, ঈদ, আযান এবং গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে কাফেররা আপত্তি না করে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের মূল বিষয় তাদের দৃষ্টিতে অনর্থক। **কেননা তারা মসজিদগুলোকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিচ্ছে,** ....।" (ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু- পৃ: ৪৫৪)।

আব্দুল হাই বুড়হানবি (মৃ: ১২৪৩ হি:)

ان میں سے دو فتوے یعنی ایک تو شمس الہند مولوی شاہ عبد العزیز صاحب، اور دوسرا انکے بھتیجے مولوی عبد الحی صاحب کا سب سے زیادہ اہم ہے.............

مولوی عبد الحی صاحب جو مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے بعد ہوئے صاف طور پر حکم لگاتے ہیں: "عیسائیوں کی پوری سلطنت کلکتہ سے لیکر دہلی اور ہندوستان خاص سے ملحقہ ممالک (یعنی شمالی مغربی سرحدی صوبے) تک سب کی سب دار الحرب ہے۔ کیونکہ کفر اور شرک ہر جگہ رواج پا چکا ہے اور ہمارے شرعی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں وہ دار الحرب ہے۔ یہاں ان تمام شرائط کا بیان کرنا طوالت کا باعث ہو گا جن کے ماتحت جملہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ کلکتہ اور اس کے ملحقات دار الحرب ہیں۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، حاشیہ نمبر ۱، ۲/ ۴۱۰)۔

"এর মধ্যে দু'টি ফাতওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; একটি শামসুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের, আরেকটি তাঁর ভাতিজা[১২] আব্দুল হাই সাহেবের।

শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের পর মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব স্পষ্টভাবে বলছেন, কলিকাতা থেকে দিল্লি এবং হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্গরাজ্য (দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ) পর্যন্ত খৃস্টানদের পুরো সাম্রাজ্য দারুল হারব। কেননা কুফর-শিরকের প্রচলন সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক হয়ে গেছে এবং আমাদের শরয়ি আইন-কানুনের কোনো তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যে দেশে এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায়, তা দারুল হারব। **এখানে ওই সকল শর্ত উল্লেখ করে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই; যেগুলোর আলোকে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কলিকাতা ও তার অঙ্গরাজ্য দারুল হারব।**" (নকশে হায়াত, টীকা ১, ২/৪১০)।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

چوں ایں مسئلہ محقق شد اکنوں حال ہند را خود غور فرمایید کہ اجرائے احکام کفار نصاری در ایں جا چہ قوت وغلبہ ہست کہ اگر ادنی کلکٹر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا نکنید ہیچ کس از امیر وغریب قدرت ندارد کہ ادائے آں نماید۔

وایں ادائے جمعہ وعیدین وحکم بقواعد فقہ کہ می شود محض بقانون ایشاں است کہ در رعایا حکم جاری کردہ اند کہ ہر کس حسب دین خود است سرکار را بوئے مزاحمت نیست۔

وامن سلاطین اسلام کہ بود، اذاں نامے ونشانے نماندہ، کدام عاقل خواہد گفت کہ امنے کہ شاہ عالم دادہ بود واکنوں بہموں امن مامون نشستہ ایم، بلکہ امن جدید از کفار حاصل شدہ، بہموں امن نصاری جملہ رعایا قیام ہند می کنند۔ (تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ٦٦٧)۔

"যখন মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে গেছে, এখন নিজেই হিন্দুস্তানের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন; এখানে খৃস্টান কাফেরদের আইন-কানুন কীভাবে শক্তি

১২. আব্দুল হাই বুড়হানবি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির স্ত্রীর ভাতিজা ছিলেন।

ও কর্তৃত্বের সঙ্গে জারি আছে। **সাধারণ একজন ডেপুটি কমিশনারও যদি আদেশ করে যে মসজিদে জামাআত করো না, তাহলে ধনী-গরিব কেউই তা আদায় করে দেখাতে সক্ষম নয়।**

আর এই যে জুমআ, দুই ঈদ ও কিছু ফিকহি মাসআলা অনুযায়ী আমল চলছে; তাও শুধুমাত্র তাদের আইনের কারণে। তারা প্রজাদের জন্য ফরমান জারি করেছে যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম অনুযায়ী চলবে, সরকার তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

ইসলামের শাসকদের প্রদান করা 'আমান'-নিরাপত্তার নাম-নিশানাও নেই। বোধসম্পন্ন কে বলতে পারবে; যে 'আমান'-নিরাপত্তা শাহ আলম দিয়েছিলো, আমরা এখনো সে 'আমান'-নিরাপত্তায় নিশ্চিন্তে বসবাস করছি। বরং নতুন 'আমান' নিরাপত্তা কাফেরদের পক্ষ থেকে অর্জিত হয়েছে এবং খৃস্টানদের দেয়া এই 'আমান'-নিরাপত্তায় সকল প্রজা হিন্দুস্তানে বসবাস করছে।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৬৭)।

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ: ১৩৭৭ হি:)

ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا، اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۳۳، ۲/۱۱۵)۔

"হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। **আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান।**" (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/১১৫)।

'আমান'র শর্ত দ্বারা "چشم پوشی" এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। একটি 'আমান' হচ্ছে, মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতিতে কর্তৃত্ব ও দাপটের প্রভাব থাকায় কাফেররা তাদের ব্যক্তিগত শরয়ি জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সাহস না পাওয়ার কারণে অর্জিত 'আমান'। আরেকটি 'আমান' হচ্ছে, তাদের আইন-কানুন ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় এড়িয়ে যাওয়ার

কারণে অর্জিত আমান। 'তাতবিক'র আলোচনায় ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক মুসলমান তার ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' বা পূর্বের 'আমান' বহাল থাকা না থাকা দ্বারা প্রথমটিই উদ্দেশ্য। বিশেষকরে কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারির বক্তব্যে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা যে জুমআ, ঈদ ও ব্যক্তিগত কিছু শরয়ি বিধানমতে চলতে পারতো তা ছিলো ইংরেজদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণে। একদিকে তারা মসজিদগুলো ধ্বংস করছে, অপরদিকে জুমআ পড়তে বাধা দিচ্ছে না। চাইলেই যেকোনো ইসলামি রীতি-নীতির উপর হস্তক্ষেপ করলে বাধা দেয়ার মতো কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিলো না। তো এটিকে কি কোনো বিবেকবান মুসলমানদের ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' বা পূর্বের 'আমান' বলবে! শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির বক্তব্যে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। গাঙ্গুহি রহ. আরো স্পষ্ট করে বলেন-

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির (মৃ ১৩২৩ হিঃ) বক্তব্য

باز واضح کردہ می شود کہ اگر ایں دخول واظہار اسلام بغلبہ نشدہ باشد ہیچ تغیرے دو دار حربیت نخواہد شد۔ ورنہ جرمن وروس وفرانس وچین جملہ ممالک نصاری دار الاسلام می شوند ونشانی از دار الحرب در دنیا نخواہد شد، چراکہ در جملہ ممالک کفار اہل اسلام باذن کفار احکام اسلام جاری می نمایند، وہذا ظاہر البطلان۔

(تالیفات رشیدیہ، فیصلۃ الاعلام فی دار الحرب ودار الاسلام، ص ۶۵۹)۔

"অতঃপর এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে, যদি মুসলমানদের এ অবস্থান ও ইসলামি বিধি-বিধানের প্রকাশ দাপটের সঙ্গে না হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র দারুল হারব হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না। অন্যথায় জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীনসহ খৃস্টানদের সকল রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে। পুরো পৃথিবীতে দারুল হারবের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা কাফেরদের সকল রাষ্ট্রে মুসলমানরা কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে পারে। আর এটি সুস্পষ্ট একটি বাতিল-অসার দাবি।" (তালিফাতে রশিদিয়া পৃঃ ৬৫৯)।

ইদরিস কান্ধলবির (মৃ: ১৩৯৪ হি:) বক্তব্য

فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ دار الحرب تھا، اس لئے کہ مسلمان اس وقت اگرچہ کچھ شعائر اسلام بجالاتے تھے مگر وہ بجاآوری کفار کی اجازت پر موقوف تھی، اپنی قوت اور غلبہ اور قہر کے بنا پر نہ تھی۔ کفر قاہر اور غالب تھا اور اسلام مقہور اور مغلوب تھا، محض کافروں کی اجازت سے احکام اسلام کی بجاآوری دار الاسلام ہونے کے لئے کافی نہیں۔ جیسے آج کل امریکہ اور بریطانیہ میں رہنے والے مسلمان حکومت کی اجازت سے احکام اسلام بجالاتے ہیں، بغیر ان کی اجازت کے بعد احکام اسلام بجالانے پر قادر نہیں، تو امریکہ اور بریطانیہ کی حکومت دار الحرب ہوگی۔ (عقائد الاسلام، دار الحرب اور دار الاسلام میں فرق ۱/۱۹۰)۔

“মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা দারুল হারব ছিলো। কেননা মুসলমান যদিও তখন কিছু ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতো, কিন্তু তা ছিলো কাফেরদের অনুমতির উপর নির্ভর। নিজেদের শক্তি, কর্তৃত্ব ও দাপটের ভিত্তিতে ছিলো না। কুফর ছিলো বিজয়ী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন আর ইসলাম ছিলো পরাস্ত ও অধীনস্ত। কাফেরদের সম্মতিতে ইসলামি রীতি-নীতি পালন করতে পারা দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন বর্তমানে আমেরিকা ও বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানরা রাষ্ট্রের অনুমতিতে ইসলামি বিধি-বিধান পালন করে। তাদের সম্মতি ব্যতীত ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমেরিকা ও বৃটেন দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (আকায়েদুল ইসলাম ১/১৯০)।

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ ইংরেজদের আমল থেকে দারুল হারব হওয়ার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়েছে। এখানে আমরা উসমানি খিলাফত পতনের পূর্ব ও পরের কয়েকজন আকাবিরের উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো, যাদের থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব আখ্যায়িত করা প্রমাণিত। অন্যথায় এ দাবির পক্ষে তো হাজার হাজার আলেমের কর্মই সাক্ষ্য দিয়েছিলো।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি (মৃ: ১২৩৯ হি:)

اور باعتبار اس قول ثالث کے عملداری انگریز کی اور ان کے مانند دوسرے غیر اہل اسلام کی عمل داری بلاشبہ دار الحرب ہے۔(فتاوی عزیزی-اردو-مسائل سود، کیا امام صاحب کا دار الحرب میں سود کا جائز فرمانا خلاف شرع وائمہ ہے ص ۵۸۵)۔

"এই তৃতীয় মতানুযায়ী ইংরেজদের রাজত্ব এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য অমুসলিমদের রাজত্ব নিঃসন্দেহে দারুল হারব। (ফাতাওয়া আযিযি - উর্দু- পৃ: ৫৮৫)।

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃ: ১৩৭৭ হি:) বলেন-

۱۸۰۳ء میں جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندہ نے بادشاہ دہلی سے ملکی انتظام کا پروانہ جابرانہ طریقہ پر لکھوا کر ملک میں اعلان کرادیا کہ:-

"خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا" تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا ۲/۴۱۰)۔

"১৮০৩ খৃস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি দিল্লির সম্রাট থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রব্যবস্থার ফরমান এই মর্মে লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলো-

'সৃষ্টি খোদার, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর'; **তখন হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. হিন্দুস্তান দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেন।**" (নকশে হায়াত ২/৪১০)।

আব্দুল হাই বুড়হানবি (মৃ: ১২৪৩ হি:)

مولوی عبد الحی صاحب جو مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کے بعد ہوئے صاف طور پر حکم لگاتے ہیں:

"عیسائیوں کی پوری سلطنت کلکتہ سے لیکر دہلی اور ہندوستان خاص سے ملحقہ ممالک (یعنی شمالی مغربی سرحدی صوبے) تک سب کی سب دار الحرب ہے۔ (نقش حیات، تحریک استخلاص وطن کی ابتدا، حاشیہ نمبر۱، ۲/۴۱۰)۔

শাহ আব্দুল আযিয সাহেবের পর মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব স্পষ্টভাবে বলছেন, **কলিকাতা থেকে দিল্লি এবং হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্গরাজ্য (দক্ষিণ-পুর্ব সীমান্ত প্রদেশ) পর্যন্ত খৃস্টানদের পুরো সাম্রাজ্য দারুল হারব**। (নকশে হায়াত, টীকা ১, ২/৪১০)।

শাহ ইসমাইল শহিদ (মৃ: ১২৪৬ হি:)

بلکہ ہندوستان کے اس وقت یعنی ۱۲۳۳ ہجری کے حال کو کہ اس کا اکثر حصہ حرب بن چکا ہے.....
(صراط مستقیم-شاہ اسماعیل شہید-دوسرا باب، چوتھی فصل ادائے اطاعات کے طریقوں کے بیان میں،
پانچواں افادہ ص ۱۶۵، فتاوی محمودیہ ۲۰/۳۶۸)۔

"বরং হিন্দুস্তান বর্তমান অর্থাৎ ১২৩৩ হিজরির অবস্থাকে; **যখন সেটির সিংহভাগ দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে** ....।" (সিরাতে মুসতাকিম পৃ: ১৬৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২০/৩৬৮)।

হাজি শরিআতুল্লাহ (মৃ: ১২৫৬ হি:)

"শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ও সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করে **তিনি (হাজি শরিআতুল্লাহ) বঙ্গ দেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রু কবলিত দেশ বলে ঘোষণা দেন**। যেহেতু দারুল হরবে জুমা ও ঈদের নামায আদায়ের বিধান নেই; একারণে তিনি এদেশে ঈদ ও জুমার নামায বিধি সম্মত নয় বলে ফতওয়া প্রদান করেন।" (দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, দ্বিতীয় অধ্যায়, হাজী শরীয়তুল্লার আন্দেলন পৃ: ১৩৭)।

ফযলে হক খায়রাবাদি (মৃ: ১২৭৮ হি:)

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. (মৃ: ১৩৭৭ হি:) বলেন-

ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا، اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم نے اپنے فتاوی میں اس موضوع پر بحثیں فرمائی ہیں، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔(مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۲،۲۳، ۱۱۵)۔

"হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ., **হযরত মাওলানা ফযলে হক সাহেব খায়রাবাদি রহ.** এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি রহ. নিজ নিজ ফাতাওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন; ওই সকল আলোচনার সঙ্গে সংযোজনের আর কিছু নেই।" (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/১১৫)।

কাসেম নানুতবি (মৃ: ১২৯৭ হি:)

خلاصۂ مطلب ایں است کہ اول در دار الحرب بودن ہندوستان کلام، چنانچہ از مطالعہ روایات منقولہ دریافتہ باشی، اگرچہ نزد ہیچد آں ہمیں باشد کہ ہندوستان دار الحرب است۔ (قاسم العلوم، خلاصۂ مرام در عہد برطانیہ ہندوستان نزد قاسم العلوم راجح اینکہ دار الحرب است، ص۳۷۱)۔

"মোটকথা, প্রথমত হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা খটকা আছে, যেমনটি উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো অধ্যয়নে বুঝে আসে।[১৩] **যদিও এই নগণ্যের দৃষ্টিতে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়াটাই প্রণিধানযোগ্য।"** (কাসেমুল উলুম পৃ: ৩৭১)।

রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (মৃ: ১৩২৩ হি:)

سب ہندوستان بندہ کے نزدیک دار الحرب ہے، اور یہاں کی کافرات حربیہ ہیں اور ستر کرنا مسلمات کو ان سے ضروری ہے۔ (فتاوی رشیدیہ کامل، کتاب جواز و حرمت کے مسائل، ہندوستان کی کافرات کا حکم، ص ۵۹۳)۔

"আমার দৃষ্টিতে পুরো হিন্দুস্তান-ভারতবর্ষ দারুল হারব। এখানের কাফের মহিলারা হারবি, তাই মুসলমান মহিলাদের জন্য তাদের সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যক।" (ফাতাওয়া রশিদিয়া পৃ: ৫৯৩)।

---

১৩. বিষয়টি সামনে একটি পুস্তিকার পর্যালোচনায় স্পষ্ট করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (মৃ: ১৩৫২ হি:)

واعلم أن أراضينا في هذا العصر -أي أراضي الهند- لا عشر فيها في شيء، **لأنها أراضي دار الحرب.** وهكذا حصل لي من كتب الفقه، وقال مولانا المرحوم الگنگوهي أيضاً: بأن أراضينا أراضي دار الحرب. (العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل ٢/١١٠).

"জেনে রাখা উচিত, বর্তমানে আমাদের জমিন তথা হিন্দুস্তানের জমিনে কোনো কিছুতেই 'উশর' নেই। **কেননা তা দারুল হারবের জমিন।** ফিকহের কিতাবাদি থেকে আমার নিকট এটিই প্রতীয়মান হয়েছে। মরহুম মাওলানা গাঙ্গুহিও বলেছেন, আমাদের জমিন দারুল হারবের জমিন।" (আলআরফুশ শাযি ২/১১০)।

আশরাফ আলি থানবি (মৃ: ১৩৬২ হি:)

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں (تھانوی رح نے) فرمایا: کہ دار الحرب کے معنی دار الکفر ہیں، لیکن پھر اس دار الحرب کی دو قسمیں ہیں: ایک دار الامن ایک دار الخوف، دار الامن میں بہت احکام مثل دار الاسلام کے ہوتے ہیں۔ سو ہندوستان دار الحرب ہے لیکن ہے دار الامن، اس لئے زیادہ تر معاملات میں یہاں دار الاسلام ہی کے احکام پر عمل در آمد ہو گا۔ (ملفوظات حکیم الامت، -۲۵۳- دار الحرب کی دو قسمیں ۸/۲۲۸)۔

"এক মৌলবি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে (থানবি রহ.) বলেন, দারুল হারবের অর্থ দারুল কুফর। কিন্তু এই দারুল হারব আবার দুই প্রকার: দারুল আমান ও দারুল খাওফ। দারুল আমানের বহু বিধান দারুল ইসলামের ন্যায় হয়ে থাকে। **তো হিন্দুস্তান দারুল হারব** ঠিক; তবে দারুল আমান। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে দারুল ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করা হবে।" (মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত ৮/২২৮)।[১৪]

---

১৪. হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. উপর্যুক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েকটি কথা-

ক) কেউ কেউ থানবি রহ. থেকে বিপরীত রায়ও উল্লেখ করেছেন। তবে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব আখ্যা দেয়া যেহেতু ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত ও

সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (মৃ: ১৩৭৭ হি:)

ہندوستان دار الحرب ہے، وہ اس وقت تک دار الحرب باقی رہے گا جب تک اس میں کفر کو غلبہ حاصل رہے گا، اور دار الحرب کی جس قدر تعریفات کی گئی ہیں اور جو شروط بیان کی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اس سلسلہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم نے اپنے فتاوی میں اس موضوع پر بحثیں فرمائی ہیں، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر-۲،۴۳/۱۱۵)۔

"হিন্দুস্তান দারুল হারব এবং তা ততোদিন পর্যন্ত দারুল হারব হিসেবে পরিগণিত হবে যতোদিন তাতে কুফরের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর দারুল হারবের যতো ধরনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং যতো শর্তের কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই এই হিন্দুস্তানে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ., হযরত মাওলানা ফযলে হক সাহেব খায়রাবাদি রহ. এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি রহ. নিজ নিজ ফাতাওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন; ওই সকল আলোচনার সঙ্গে সংযোজনের আর কিছু নেই।" (মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/১১৫)।[১৫]

জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া অনুযায়ী হয়েছে, তাই আমরা সেটিই উল্লেখ করেছি।

খ) থানবি রহ. যে অর্থে এখানে 'দারুল আমান' ব্যবহার করেছেন; আমরা পূর্বেই স্পষ্ট করে এসেছি যে, তা একেবারেই দুর্বল ও আপেক্ষিক ব্যবহার।

গ) থানবি রহ. যে বলেছেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে দারুল ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করা হবে'; তা দ্বারা যদি আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বেশি একটা জটিলতা নেই। আর যদি দারুল হারবের মৌলিক বিধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এর পক্ষে মনে হয় ফিকহের কিতাবাদির কোনো সমর্থন পাওয়া যাবে না।

১৫. সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানির রহ. ভিন্ন কোনো আনুষঙ্গিক কথাও থাকতে পারে। তবে এখানে তিনি 'উসুলি' মৌলিক কথা বলে দিয়েছেন।

মুফতি মুহাম্মাদ শফি (মৃ: ১৩৯৩ হি:)

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل تسلط اور اسلامی حکومت کے آثار کالعدم ہو جانے کے بعد ہندوستان کا دار الحرب ہونا جمہور علماء ہند کے نزدیک محقق ہو چکا تھا، فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ کا مستقل رسالہ اس موضوع پر شائع ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقسیم ملک کے بعد جو انقلاب آیا، اس میں بھی وہ حصہ جو بعد تقسیم غیروں کے اقتدار میں رہا اس کے احکام انگریزی عہد سے کچھ مختلف نہیں ہو سکتے، اس لئے موجودہ حصہ کی صورت حال بھی شرعاً واضح ہے۔ (جواہر الفقہ، عشر و خراج کے احکام، برطانوی دور میں ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی بناء پر ایک اشتباہ اور اس کا جواب، ۲/۲۶۳)۔

"১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পর হিন্দুস্তানের উপর ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ইসলামি শাসনের নিদর্শন প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর জুমহুর উলামায়ে হিন্দের নিকট হিন্দুস্তান দারুল হারব হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ বিষয়ে ফকিহুল আসর হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. এর স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' প্রকাশিত হয়েছে। **আর এটাই প্রকাশ্য যে, দেশ ভাগের পর যে পরিবর্তন এসেছে; তাতেও ওই অংশ যা ভাগের পর অন্যদের কর্তৃত্বে রয়েছে, সেটির হুকুম ইংরেজদের শাসনকালের থেকে সামান্যও পরিবর্তন হতে পারে না। এ জন্য শরিআতের দৃষ্টিতে সে অংশের অবস্থা স্পষ্ট।"** (জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/২৬৩)।[১৬]

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (মৃ: ১৪১৭ হি:)

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহিকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো-

(۷) انگریز کے زمانہ میں ہندوستان آپ حضرات کے نزدیک دار الحرب تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کیا شرائط پائی گئیں؟ اور اس حکومت میں اور انگریز حکومت میں کوئی فرق ہے؟ (فتاوی محمودیہ ۲۰/۳۵۲)۔

---

১৬. 'যা ভাগের পর অন্যদের কর্তৃত্বে রয়েছে' বলে যদি মুফতি শফি রহ. পাকিস্তানকে পৃথক করে থাকেন, তাহলে তা যথাযথ হয়নি। কেননা পাকিস্তানেও যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে কুফরি মতবাদ ও আইনকেই সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং পাকিস্তানও অন্যদের কর্তৃত্বেই রয়ে গেছে।

"আপনাদের দৃষ্টিতে ইংরেজদের শাসনকালে হিন্দুস্তান কি দারুল হারবে পরিণত হয়েছিলো? যদি হয়ে থাকে তাহলে কোন কোন শর্ত বিদ্যমান ছিলো? আর বর্তমান শাসন ও ইংরেজদের শাসনের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে।" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২০/৩৫৬)।

তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

(۷) ہمارے نزدیک دار الحرب تھا ان وجوہ کی بناء پر جن کو حضرت گنگوہی رح اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رح نے تحریر فرمایا ہے، اور ابھی تک ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوا، یعنی جمہوری حکومت کی وجہ سے دار الاسلام نہیں بنا۔ (فتاوی محمودیہ، کتاب الجہاد والہجرۃ والسیاسۃ، باب اول، دار الحرب دار الاسلام انگریزی حکومت کانگریسی حکومت جمعہ عیدین ہجرت، سوال نمبر ۷۴۵۴، ۲۰/۳۶۰)۔

"আমাদের দৃষ্টিতে দারুল হারব ছিলো; ওই সকল কারণে যেগুলো হযরত গাঙ্গুহি রহ. ও হযরত শাহ আব্দুল আযিয সাহেব রহ. লিপিবদ্ধ করেছেন। **এবং আজ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের ব্যবধান হয়নি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনের কারণে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি।"** (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২০/৩৬০)।

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ আজো দারুল হারব

মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. একটি মৌলিক কথা বলে দিয়েছেন যে, 'গণতান্ত্রিক শাসনের কারণে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি'। পার্থক্য শুধু এতোটুকু হয়েছে যে, একটি দারুল হারবের মাঝে কয়েকটি সীমানা প্রাচীর তৈরি হয়েছে। অন্যথায় ইংরেজদের সময়কালেও কুফরি আইনে দেশ চলেছে, এক ভূখণ্ডের তিনটি নাম হওয়ার পরও কুফরি আইনে দেশ চলছে। ইংরেজদের করা আইনই এখনো বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের আদালতে বহাল আছে। ইংরেজদের আইনেও বলা ছিলো, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না, যেমনটি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. উল্লেখ করেছেন; এখনো স্লোগান হচ্ছে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।

পরিবর্তন যে হয়নি বরং আরো জটিল হয়েছে তা মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি রহ. অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে বলেছেন-

جن اسباب کے بناء پر دار الحرب قرار دیا گیا تھا، وہ اس وقت پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ جن اسباب کی وجہ سے دار الاسلام مانا گیا تھا وہ بھی مفقود نہیں ہوئے، (ہاں بعض ضرور ایسے ہو گئے ہیں کہ دار الاسلام ہونے کے اسباب وہاں قطعاً مفقود ہے، لیکن مجموعی ہند کی یہ حالت نہیں۔ (فتاوی محمودیہ ۲۰/۳۵۵)۔

"যে সকল কারণে হিন্দুস্তানকে দারুল হারব সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, তা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে আরো কঠিনভাবে বিদ্যমান আছে। আবার যে সকল কারণে দারুল ইসলাম মনে করা হয়েছিলো, সেগুলোও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। (হাঁ! কিছু অঞ্চল অবশ্য এমন হয়ে গেছে যাতে দারুল ইসলাম হিসেবে বিদ্যমান থাকার কারণ পরিপূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে সামগ্রিকভাবে হিন্দুস্তানের অবস্থা এমন নয়)।" (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২০/৩৫৫)।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা যদি আমাদের বুঝে এসে থাকে, তাহলে মনে হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া তথা ভারত উপমহাদেশ এখনো দারুল হারব হিসেবে বহাল থাকার বিষয়টি হাতে-কলমে বুঝানোর প্রয়োজন নেই।

প্রণিধানযোগ্য মত তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মতানুযায়ী একেবারেই স্পষ্ট। কেননা এই তিন ভূখণ্ডে কুফরি আইন জারি আছে। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মতো কুফরি মতবাদ তিন দেশেরই সংবিধানের প্রধান মূলনীতি। আর ধর্মনিরপেক্ষতার মতো ভয়ঙ্কর কুফরি মূলনীতি যদিও পাকিস্তানের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে নেই এবং বাংলাদেশ ও ভারতের সংবিধানের একটি প্রধান মূলনীতি হিসেবে বিদ্যমান, কিন্তু পাকিস্তানেরও কার্যক্ষেত্রে সেই নীতিই কার্যকর। এছাড়াও প্রত্যেকটি দেশের আদালত এখনও ইংরেজদের করা আইনেই পরিচালিত হচ্ছে।

আর ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের মূল উদ্দেশ্য হিসেবেও স্পষ্ট। কেননা ইসলামের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ইসলামকে তিন ভূখণ্ডের কোনো ভূখণ্ডেই কর্তৃত্বের স্থানে আনা যায়নি। ভারতে তো নয়ই; এমনকি ইসলামের শিরোনামে জন্ম নেয়া পাকিস্তানেও ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আর যে দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'বছরের মাথায় সেটির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ঠাঁই পেয়েছে এবং

যে দেশের সংবিধানের বক্তব্য অনুযায়ী দেশ স্বাধীন করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য; সে দেশে ইসলামকে কর্তৃত্বের স্থানে আনা আরো বেশী দুষ্কর। কারণ দেশটি স্বাধীন হয়েছেই কুফরি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তার মাঝে এবং ভারতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বন্ধু দেশের সকল আদর্শই বন্ধু গ্রহণ করেছে।[১৭]

আর যদি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দ বিবেচনা করা হয়, তবুও তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রথম দু'টি শর্ত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়া ও দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া স্পষ্ট বিদ্যমান। আর 'আমান' বহাল থাকার যে শর্ত করেছেন; তাও পূর্বের আলোচনার আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই তিন ভূখণ্ডে মুসলমানরা যা পালন করতে পারছে, তা শর্ত করা 'আমান'র উপস্থিতির কারণে নয়, বরং তা পারে কাফের-মুরতাদদের এড়িয়ে যাওয়ার কারণে এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে।

এ দাবির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, তারা কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করলেও তিন ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলমানদের কিছুক্ষণ বক্তৃতার ময়দানে উত্তপ্ত বাক্যব্যয় বা পিচঢালা রাস্তায় পাদুকাজোড়া ক্ষয় করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এটিও যে বাধাহীন করতে পারে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে হয় 'আমরা সংবিধান ও আদালতকে সম্মান করেই কথা বলছি, সংবিধান ও আদালত অবমাননাকর কিছু বলছি না'।

আর যদি শাসকশ্রেণি কোনোমতে একবার রাস্তায় ফেলে গণহত্যা বা গণপিটুনি দিতে পারে, তখন সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে অন্তর থেকে 'জযবা' উধাও হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের ঈমানি আদর্শও বিদায় নেয়, ফলে ওই খুনিদের আবার বুকে জড়িয়ে নিতে হয় এবং আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার প্রতিদান হিসেবে 'শুকরিয়া' আদায় করতে হয়।

আবার এই শাসকশ্রেণিই একশ' ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে পরবর্তীতে সংবিধান পরিপন্থী নয় এমন এক ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে এই নির্বোধ জাতিকে সান্ত্বনা দেয়, তখন এ অবলা লোকগুলো বাকি নিরান্নব্বইটি

১৭. বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য সিরিজের প্রথম পর্ব থেকে বাংলাদেশের সংবিধানের কুফরি ধারাগুলো আমরা পড়ে নিতে পারি।

ভুলে যায় এবং মনে করতে থাকে আমরা 'দারুল আমানে বসবাস করছি; যেহেতু আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। আর অপরদিকে তাদের নিরান্নব্বইটি হস্তক্ষেপের বৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

দেশ তিনটির অবস্থার পর্যালোচনা

আমরা দেশ তিনটির অবস্থা একটু পর্যালোচনা করে দেখি-

ভারত

ইংরেজদের শাসনকাল ও ইংরেজ পরবর্তী শাসনকালে ভারতে কোন পরিবর্তনটা এসেছে? ওই সময় যদি মসজিদ ধ্বংস করা হয়ে থাকে পরবর্তীতেও মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বরং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্য অনুযায়ী তখন গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হতো না। আর এখন গোহত্যা আইনে গরু জবাই করা নিষেধ এবং প্রায়ই গরু জবাইয়ের অপবাদে মুসলমানদেরকে হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই সময় যদি ইংরেজরা কৌশলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতো, পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীনদের প্রত্যেক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় মুসলিম-নিধন অভিযান চলছে। সে সময় যদি সাধারণ একজন ডেপুটি কমিশনার জামাআত নিষেধ করলে কারো করার কিছু ছিলো না, এখনো তিন তালাক বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিল পাশ হলে কেউ কিছুই করতে পারছে না।

এটিই ইংরেজদের সুকৌশলে বুনে যাওয়া বীজ। সময় ও স্থানের ব্যবধানে পদ্ধতির ব্যবধান হবে; তবে ইসলাম ও মুসলমান সবসময় পর্যুদস্তই থাকবে, আবার মনে করতে থাকবে যে তারা দারুল 'আমানে বসবাস করছে।

ইংরেজদের শাসনকালের পর থেকে ভারতে কী কী চলেছে, তা দেখাতে ভিন্ন একটি রচনার প্রয়োজন। বিষয়টি চক্ষুষ্মান ও বিবেকবানদের নিকট স্পষ্ট হওয়ায় সেদিকে যাচ্ছি না। শুধুমাত্র লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় থাকায় দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একদিনের একটি সংবাদ তুলে ধরছি-

এক বাছুরের মৃত্যুতে শাস্তির খড়্গ মুসলমানদের উপর

একটি বকনা বাছুরের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের তিতোলি গ্রামের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাস্তির খড়্গ নেমেছে। তাদের দাড়ি রাখা, ঘরের বাইরে প্রকাশ্য স্থানে নামাজ পড়া বা সন্তানদের মুসলিম নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রামের এক মুসলিম বালক একটি বকনা বাছুর মেরে ফেলার কথিত অভিযোগে গ্রামের প্রবীণদের পরিষদ বা পঞ্চায়েত তাদের উপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সে সাথে অভিযুক্ত ছেলেটিকে আজীবন গ্রামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুধবার হিন্দু প্রধান তিতোলি গ্রামের পঞ্চায়েত সভায় বলা হয়, এ গ্রামের ইয়ামিন নামের একটি ছেলে একটি বকনা বাছুর মেরে ফেলেছে। সে অপরাধের শাস্তি হিসেবে এখন থেকে গ্রামের মুসলমানরা ঘরের বাইরে আর নামাজ পড়তে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা দাড়ি রাখতে পারবে না, তাদের কোনো সন্তানের মুসলিম নাম রাখা যাবে না। আর অভিযুক্ত ছেলেটি আর এ গ্রামে থাকতে পারবে না। এ সভায় গ্রামের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ উপস্থিত ছিল বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরেশ নম্বরদার জানান। কিন্তু বাছুরটি কিভাবে ও কেন মারা গেল তা স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, তিতোলি গ্রামে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮শ'। বকনা বাছুরটিকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ এনে গত মাসে এক দল হিন্দু গ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতে হামলা চালায়। গোহত্যা আইনে ১৯৫৫ -এর আওতায় দু' ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে হরিয়ানার বিধানসভা সদস্যরা বলেছেন, মুসলমানরা তাদের উপর আরোপিত শাস্তি মেনে চলছে বলে তারা জানতে পেরেছেন। তারা বিষয়টি দেখবেন। রোহতাকের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ কুমার দি হিন্দু সংবাদপত্রকে বলেন, এটা অসাংবিধানিক। এ ব্যাপারে আমি গ্রাম প্রধানের সাথে কথা বলব। স্থানীয় মুসলিম নেতা রাজবীর বলেন, গোলমাল এড়াতে মুসলিমরা পঞ্চায়েতের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলছে। তারা বোঝাতে চায় যে, তারা কোনোভাবেই উগ্রপন্থী নয়। তিনি বলেন, ভারত বিভাগের পর থেকেই আমরা সন্তানদের হিন্দু নাম রাখছি। আমরা মাথায় টুপি পরি না বা দাড়ি রাখি না। আমাদের গ্রামে কোনো মসজিদ নেই। তাই আমরা

জুমআর নামাজ বা ঈদের নামাজ পড়ার জন্য ৮-১০ কিলোমিটার দূরের রোহতাক শহরে যাই।

সুরেশ বলেন, মুসলমানদের ঘরের বাইরে নামাজ পড়া ও ছেলেটিকে গ্রামে থাকতে না দেয়ার সিদ্ধান্তের সাথে পঞ্চায়েত আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গ্রামের মধ্যখানে মুসলমানদের যে গোরস্তানটি রয়েছে তা পঞ্চায়েতের দখলে নেয়া হবে। আর মুসলমানদের কবরের স্থান হিসেবে গ্রামের বাইরে একটা জায়গা দেয়া হবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত মুসলমানদের যাকাত দেয়া বা রোজা রাখার ব্যাপারে এখনো কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি।

সুরেশ দাবি করেন, এ গ্রামে কয়েক প্রজন্ম ধরে হিন্দু ও মুসলমানরা সম্প্রীতিতে বাস করে আসছে। তিনি বলেন, উত্তর প্রদেশ থেকে আসা বসতি স্থাপনকারীরা শান্তি বিনষ্ট করছে। এদিকে ধর্মনিরপেক্ষ গ্রুপ একতা মঞ্চ পঞ্চায়েতের মুসলিম বিরোধী সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে। মঞ্চের সভাপতি শাহজাদ খান বলেন, এসব নিষেধাজ্ঞা সংবিধান বিরোধী। মুসলিমরা প্রতিশোধ নেয়ার ভয়ে তাদের দুর্ভাগ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার যশ গার্গ বলেন যে, গ্রামে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সমাজের লোকদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ নেই। তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত এ ধরনের কোনো অসাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে আমরা তা দেখব ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।" (দৈনিক ইনকিলাব ২৩-০৯-২০১৮)।

এই হলো ভারতের মতো দারুল ইসলাম বা দারুল আমানের (?) চিত্র। বাস্তবেও বসবাসকারীরা 'আমান'ই মনে করছে এবং বিরোধিতা করাকে উগ্রপন্থা বা সম্প্রীতি বিনষ্ট করা মনে করছে। এটি এমন এক শক্তিশালী 'আমান'; ঈমান ছেড়ে দিতে বাধ্য করলে প্রয়োজনে ঈমান ছেড়ে দেবে, তবে কোনোভাবেই উগ্রপন্থী হয়ে বা সম্প্রীতি বিনষ্ট করে 'আমান' পরিপন্থী কাজ করা যাবে না। অপরদিকে মোড়লরা অসাংবিধানিক হয়েছে বলে বিবৃতির ধারাও অব্যাহত রাখবে। ব্যস! সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা প্রমাণিত নয়; তাই তা 'দারুল আমান' হতে কোনো সমস্যা নেই!?!?!?!?
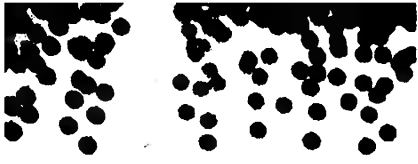
ভারতের এই অবস্থা একদিনের বা এক স্থানের নয়। এ অবস্থা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থানের। তবে প্রকাশ হয় একটি আর গোপন থাকে হাজারটি। ভারতের করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরতে নিজের কাছেও কেমন বোকামো বোকামো লাগছে। পাঠকশ্রেণি হয়তো ভাবছেন; এমন একটি স্পষ্ট বিষয় এতো করে বুঝানোর কী প্রয়োজন? প্রয়োজনটা বুঝে আসবে সামনে একটি পুস্তিকা ও সে পুস্তিকা সম্পর্কে মুহতারাম আহলে ইলমের আচরণ তুলে ধরার পর।

পাকিস্তান

এবার পাকিস্তানের কথা বলি। পাকিস্তানেও মুসলমানরা ইসলামের যে সকল রীতি-নীতি পালন করতে পারছে, তা নিজেদের দাপটের কারণে পারছে এমনটি নয়। বরং তা পারছে গণতান্ত্রিক কুফরি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে। কোনো ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে তাদেরও প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকে না।

এটির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো; পাকিস্তানে যখন নারী-নীতি বাস্তবায়ন হয়েছে, তখন মুসলমানরা কী করতে পেরেছে? এখন কেউ যদি তার ব্যক্তিজীবনে ইসলামি নীতি অনুযায়ী আমল করে যা ওই নারী-নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর নারী যদি আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তাহলে কিন্তু ইসলামি নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিজীবনে আমল করা ওই মুসলমান অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবে। এটিই কি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্ত করা 'আমান'র অর্থ?

এছাড়াও যখন পাকিস্তানের মুরতাদ শাসকের সহযোগিতায় পাকিস্তানকে ব্যবহার করে 'ইমারতে ইসলামি আফগানিস্তান'র খিলাফতকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো; তখন দাপটের দাবিদার আলেমগণ কী করতে পেরেছেন? না কি দেশপ্রেমে বুঁদ হয়ে থাকা আলেমগণ ভেবেছেন; সেটি তো আমাদের দেশ নয়, তা ধ্বংস হলে কী আসে-যায়!

ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়নের চেষ্টা করায় লাল মসজিদ ও জামিআ হাফসায় যখন তাগুত পারভেজ মোশারফের মুরতাদ বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো, তখন দারুল ইসলামে (?) বসবাসকারী আলেমগণ মুখে কিছু নিন্দা বাক্য আওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কোন দাপটের জোরে এ কথাও

বলে দেয়া জরুরি মনে করেছেন যে, গাযি আব্দুর রশিদ শহিদের পদ্ধতি সহিহ ছিলো না?

কিছুদিন পূর্বে যখন 'গুস্তাখে রাসুল' ও ইসলাম অবমাননাকারী 'আসিয়া বিবি'র মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেয়া হলো, তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলামে (?) বসবাসকারী আলেমগণ দাপটের সঙ্গে 'আমানে থাকার কী প্রভাব দেখিয়েছিলেন?

পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা' আর মূল ধারা ও কার্যক্ষেত্রে সেটির আশপাশেও না ঘেঁষা; এবং ইংরেজদের ঘোষণায় 'সৃষ্টি স্রষ্টার' স্বীকার করে নিয়ে আইন তাদের হাতে রাখা; দুই ধোঁকার মাঝে পার্থক্য কোথায়?

এই শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলামের (?) জনগণ ও নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. (মৃ: ১৩৯৭ হি:) কেনো এতো করুণ সুরে বলছেন যে, 'দয়া করে এখানে ইসলামকে একটু পা রাখার জায়গা দিন'! তিনি বলেন-

پاکستان اگر واقعی "دار الاسلام" اسلام کا گھر ہے، تو یہاں کے دس گیارہ کروڑ فرزندان اسلام اور اس کے قائدین سے اپیل بے جانہ ہوگی کہ خدا کے لئے اس گھر میں اسلام کو قدم رکھنے کی جگہ دیجئے اور اسے اپنے گھر کی اصلاح کرنے دیجئے۔(بصائر وعبر ۲/۲۰)۔

"পাকিস্তান যদি বাস্তবেই দারুল ইসলাম বা ইসলামের ঘর হয়ে থাকে, তাহলে এখানের দশ-এগারো কোটি ইসলামের সন্তান ও এখানের শাসকদের নিকট এই অনুরোধ করা অযথা হওয়ার কথা নয় যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই ঘরে ইসলামকে পা রাখার জায়গা দিন এবং ইসলামকে তার ঘর সংশোধন করতে দিন।" (বাসায়ের ওয়াইবার ২/২০)।

তবে যেহেতু তা দারুল ইসলাম নয় তাই অনুরোধ অনুরোধই থেকে গেছে; এটিই স্বাভাবিক। আল্লামা বানুরি রহ. এর পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বলতে লজ্জা লাগলে কী হবে, তাঁর পরবর্তীদের নিকট এখন তা শ্রেষ্ঠ দারুল ইসলাম। তাগুতি আইনে শাসিত পাকিস্তানকে নিয়ে মুহতারামগণ যে পরিমাণ গৌরব ও মাতামাতি করছেন, তা দেখলে লজ্জায় বানুরি রহ. এর নাক প্রবাদে নয় বাস্তবেই কাটা যেতো।
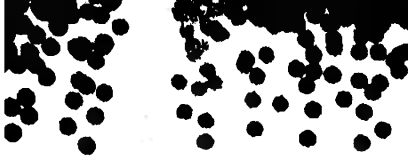
বাংলাদেশ

এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশের অবস্থাও কোনো অংশে ব্যতিক্রম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা আরো করুণ। এখানেও মুসলমানরা ইসলামের যে সকল রীতি-নীতি পালন করতে পারছে, তা নিজেদের দাপটের কারণে পারছে এমনটি নয়। বরং তা পারছে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার কারণে। কোনো ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে এখানেও মুসলমানদের প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকে না।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা পড়ার পূর্বে সিরিজের প্রথম পর্ব থেকে বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের বিভিন্ন ধারা এবং সে সংক্রান্ত আলোচনাগুলো পড়ে নেয়ার জন্য পাঠকদের নিকট অনুরোধ থাকবে। তাহলে আলোচনাটি বুঝতে সহজ হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের সকল ধারা-উপধারা সামনে রেখে উদাহরণ পেশ করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। তাই আমরা সেদিকে যাচ্ছি না; বিবেকবান ও সচেতন পাঠকদের জন্য নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মৌলিক কথা বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি। বাকি অবস্থা তো সকলের সামনেই আছে।

শাসকশ্রেণি হস্তক্ষেপ করলে যে প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না, বরং তারা যা চায় তাই হয়; এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, শাসকশ্রেণি যখন ফাতওয়া দেয়া নিষিদ্ধ করার ইচ্ছে করেছে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তখন উলামায়ে কেরাম কঠিন আন্দোলন করেও কিছু করতে পারেনি। এরপর যখন ধোঁকা দেয়ার জন্য ফাতওয়ার বৈধতা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছে, তখন কোনো টু-শব্দ ছাড়াই নিজেরাই ইস্যু তৈরি করে ফাতওয়ার বৈধতা দিয়ে দিয়েছে; আর আমরা দারুল ইসলাম বা দারুল আমানের (?) বাসিন্দা হওয়ায় তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছি।

আমরা যদি ফাতওয়া বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রায়টি বুঝে-শুনে পড়ে দেখতাম, তাহলেও বুঝতে পারতাম যে, আমরা ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমানে বসবাস করছি কি না। ফাতওয়া বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা আছে- **'দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে**
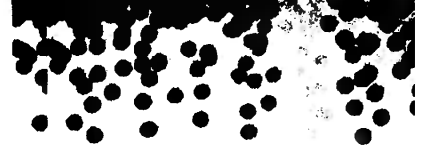
ফতোয়া দেয়া যাবে না'। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার ২০১৫ ইং)।

সুতরাং কেউ যদি আপনার নিকট 'ইস্তিফতা' করে, ইসলামই কি একমাত্র সঠিক ধর্ম, অন্যান্য ধর্ম কি ভ্রান্ত? আপনি কুরআন হাদিসের আলোকে যদি এ ফাতওয়া প্রদান করেন, 'ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এবং অন্যান্য সকল ধর্ম বাতিল ও অসার'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনি যদি 'তাগুতের ঈমান রক্ষা পর্ষদ'র মতানুযায়ী শুধুমাত্র এতোটুকুও ফাতওয়া প্রদান করেন, 'মানবরচিত আইনে ফয়সালা করা জায়েয নেই এবং যে করবে সে ফাসেক'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় মানবরচিত আইনে ফয়সালাদাতা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনি যদি কুরআন-হাদিসের আলোকে ফাতওয়া প্রদান করেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুরা আমার জাতি ও বন্ধু নয়, কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিটি মুসলমান আমার জাতি ও বন্ধু'। তাহলে এ ফাতওয়া সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনার নিকট যদি কেউ 'ইস্তিফতা' করে, আমাদের এলাকায় এক চোরের চুরি প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে চোরের শাস্তি কী? আপনি যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শুধুমাত্র ফাতওয়া প্রদান করেন, চোরের শাস্তি হাত কেটে দেয়া। তাহলে এ ফাতওয়া প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে চোরের মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় চোর আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

আপনার নিকট যদি কেউ 'ইস্তিফতা' করে, আমাদের এলাকায় দুই পুরুষ-মহিলার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের শাস্তি কী?

আপনি যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শুধুমাত্র ফাতওয়া প্রদান করেন, বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রকাশ্যে পস্তরাঘাত করে হত্যা করা এবং অবিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রকাশ্যে 'দোররা' মারা। তাহলে এ ফাতওয়া প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও এতে করে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট হওয়ায় ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রাখে এবং মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন।

এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এগুলো কি শুধুই কাল্পনিক? দারুল ইফতার যিম্মাদারগণ কি জানেন না, এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে কতো 'ইস্তিফতা' তাঁদেরকে এড়িয়ে যেতে হয়! বিশেষকরে যাঁরা পত্রিকা বা অনলাইনে উত্তর দিয়ে থাকেন; তাঁদেরকে কতো প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, 'আপনি সরাসরি সাক্ষাত করেন'! ইমাম আবু হানিফা রহ. কি এ ধরনের 'আমান'র কথা বলেছেন? না কি 'আমান' প্রমাণ করার জন্য দারুল ইফতার যিম্মাদারগণ সত্যকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করবেন! তবে মনে রাখতে হবে বাস্তবতাকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে রাখা যায় না।

মুসলমানদের দাপটের কথা যদি বলতে যাই; তাহলে প্রথমেই বলতে হয়, এ দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানরা তাদের সকল প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ বা বলতে গেলে তাদের সকল 'শাআয়ের' নিদর্শন পালনের ও অধিকারের কথা বলার নিরাপত্তা পায় কিন্তু মুসলমানরা তা পায় না। ঢাকার রামপুরায় প্রয়োজনে রাস্তা বাঁকা করা হয়, তবুও মন্দিরে হাত দেয়া যায় না। বিপরীতে ফেনীর মহিপালে প্রয়োজনে মসজিদ ভাঙ্গা হয়, তবুও রাস্তা সোজা হতে হয়। 'গোস্তাখে রাসুল' পূর্ণ 'আমান'র সহিত জামাই আদরে লালিত পালিত হয়, আর 'গোস্তাখে রাসুল'র শাস্তির দাবিদাররা প্রকাশ্য রাস্তায় লা-ওয়ারিশ .... ন্যায় পূর্ণ 'আমান'র (?) সহিত গণহত্যা ও গণপিটুনির শিকার হয়।

যখন সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও নাস্তিকতায় ভরপুর ডক্টর কুদরত এ খুদা শিক্ষানীতির বিল পাশ করা হয়, তখনের দাপটের দাবিদাররা কী পরিমাণ দাপট দেখিয়ে তা প্রতিরোধ করেছিলেন?

দাপটের আলোচনা এখানে অনর্থক। ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনভাবে আমরা সাধারণ সকল বিষয় পালন করতে পারি কি না; একটু দেখা যাক।

আপনি শরিআত কর্তৃক প্রদত্ত আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার; পনের বছরের বালেগা মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। তাগুতি প্রশাসন কোনোভাবে জানতে পারলে আপনাকে শাস্তির আওতায় আসতে হবে এবং সকল সংবাদমাধ্যম বাল্যবিবাহের জিগির তুলে আপনার ইমেজের বারোটা বাজিয়ে দেবে। যেমনটি ইতোমধ্যে ঘটে চলছে।

আপনি আপনার স্ত্রীর অসম্মতিতে তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবেন না। আপনার স্ত্রী মামলা দায়ের করলে আপনি ধর্ষক হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। তাই তো মাঝে-মধ্যে পত্রিকায় স্বামী কর্তৃত স্ত্রী ধর্ষিতা (?) হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয়।

আপনি আপনার পিতার মৃত্যুর পর কুরআনে কারিমের নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তরাধিকার বণ্টনে স্বাধীন নয়। আপনি যতোটুকু গ্রহণ করবেন আপনার বোনকেও ততোটুকু দিতে হবে। অন্যথায় আপনার বোন মামলা দায়ের করলে আপনিই অভিযুক্ত হবেন।

আপনার কোনো উত্তরাধিকারী মুরতাদ হয়ে গেলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরিআতের বিধান অনুযায়ী তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। কেননা সংবিধান অনুযায়ী যে কারো যে কোনো ধর্ম গ্রহণের অধিকার আছে। তাই তার মুরতাদ হওয়া অসাংবিধানিক হয়নি।

আপনি আপনার ১০-১২ বছরের সন্তানকে সালাত আদায়ের জন্য মারধর করতে পারবেন না। সন্তান মামলা করলে আপনি অভিযুক্ত হবেন। কেননা প্রচলিত আইনে ধর্মীয় কাজে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা নিষেধ।

আপনার মেয়ে স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে গিয়ে অবৈধ কাজ করলে আপনি বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। বরং আপনার মেয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে আপনি প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত সাব্যস্ত হবেন। ছেলে-মেয়ে সম্মতিতে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তা প্রচলিত আইনে অপরাধ নয়।

পূর্বেই বলেছি, এ ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করতে থাকলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। এ লেখাটি যেদিন আমি তৈরি করছিলাম, ঠিক সেদিনের একটি 'কারগুযারি'। আমরা বাংলাদেশকে দারুল হারব মনে করায় যারা আমাদের উপর খুব বেশি রাগান্বিত, তাদের একজনের সঙ্গে আরো কয়েকজনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। কথা প্রসঙ্গে

মুহতারামের মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো; 'এখন তো একটা (.....) দিতেও সরকারের অনুমতি নেয়া লাগে'।

এটিই হলো বাস্তবতা। এই অনুভূতি সকলেরই আছে। কিন্তু কথা তাই যা আমরা সিরিজের প্রথম পর্বে বলে এসেছি, 'আমরা বাঁচাতে চাই নাকি বাঁচতে চাই?' অন্যথায় আমাদের কার উপলব্ধিতে নেই যে, আমরা যা পালন করতে পারছি সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করলেও আমাদের কিছুই করার থাকবে না। ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য 'আমান' কি এটি বা ইমাম আবু হানিফা রহ. কি এই 'আমান'র কথা বলেছিলেন?

তবে আমরা বোকা হলেও তাগুতরা এতো বোকা নয়। আমরা নিরাপদ ও দাপটের সঙ্গে আছি; এই বুঝ জিইয়ে রাখার জন্য তারা মাঝে-মধ্যে দু'য়েকটি দাবি মেনে নিয়ে মুলা ঝুলিয়ে দেয় বা ললিপপ চুষতে দেয়। আমরা ঝুলানো মুলার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বা ললিপপ চুষতে চুষতে জীবন পার করে দেই।

তাদের যখন ইচ্ছে হয়েছে, 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে' কথাটি উঠিয়ে দিয়েছে, তারাই আবার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামকে বহাল রেখেছে। আমরা প্রথমটা ভুলে গিয়ে দ্বিতীয়টার জন্য এতো বেশি বাহবা দিয়েছি; ভাবারও সময় পাইনি যে, বহাল রাখা না রাখার ফলাফল কী?

তারাই আদালত প্রাঙ্গণে গ্রীক দেবীর মূর্তি স্থাপন করেছে, আবার তারাই সেখান থেকে তা সরিয়ে নিয়ে অন্য ভবনের সামনে স্থাপন করেছে। আমরা এতো বেশি মিষ্টি বিতরণ করেছি; ভাবারও প্রয়োজন মনে করেনি যে, পার্থক্যটা কোথায়? আগে মনে হয়েছে অবৈধভাবে মাথার উপর ছিলো, এখন মাথার উপর থাকার বৈধতা প্রমাণ হয়ে গেছে। কেননা এখন আর কোনো আন্দোলন নেই। অথচ গ্রীক দেবীর মূর্তি আদালত প্রাঙ্গণে থাকাটাই যথাযথ ছিলো। মানবরচিত আইনের আদালত প্রাঙ্গণে মানবতৈরি মূর্তিই বেশি মানানসই। আমরা এতোটাই বোকা যে তাদের ফন্দি আঁচও করতে পারিনি। তাদের মিশন হলো বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপন করা। কিন্তু প্রথমে যেখানেই স্থাপন করা হোক না কেনো আন্দোলন হবেই। সে আন্দোলন দমানো তাদের জন্য কঠিন কোনো কাজ নয়। তবে সব ক্ষেত্রে তারা এ পথ মাড়াতে চায় না। তাই প্রথমে সাধারণ দৃষ্টিতে একটি স্পর্শকাতর স্থানে সেটিকে স্থাপন করা হলো। খুব

ঘটা করে আন্দোলন হলো। তারাও আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে স্থাপন করে দিলো। এক ঢিলে দুই শিকার; মূর্তিও স্থাপনের ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি থাকলো না, অপরদিকে মুসলমানদের দাপট ও 'আমান'র সঙ্গে থাকার অলীক বুঝটি আরো পাকাপোক্ত হলো।

এই বিন্দুতে এসে আকাবিরে হিন্দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যরেখা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইংরেজরা আমাদের আকাবিরে আসলাফকে হুবহু এই টোপটি গেলাতেই 'আইন-কানুন চলবে কোম্পানীর' বলার পূর্বে 'সৃষ্টি খোদার ও সাম্রেজ্য সম্রাটের' ব্যবহার করেছে। কিন্তু সে সময়ের আকাবিরে হিন্দ এই টোপ গেলেনি। তাঁরা তাঁদের দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন বলেই ঘোষণার প্রথমাংশের তোয়াক্কা না করে শেষাংশের ভিত্তিতে দারুল হারব হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারণ প্রথমাংশ ছিলো শুধুই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা।

কিন্তু যে টোপ ইংরেজরা আমাদের আকাবিরে আসলাফকে গেলাতে পারেনি, তাগুতের সে টোপেই পরবর্তীরা কাবু হয়ে গেছে। ইংরেজদের তুরুপের তাস ফসকে গেলেও তাদের বপন করা বীজ থেকে তৈরি বর্তমান তাগুতদের তুরুপের তাস ফসকে যায়নি, বরং তারা বিশেষ দানে পুরোই জয়ী হয়েছে। সাধারণ মুসলমান তো বটেই; উলামায়ে কেরামকেও এই টোপ গেলাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

আমরা কখনো ভেবে দেখিনি, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী কুফরি সংবিধানের ভূমিকায় 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা'[১৮] বা গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়া কি মূর্তির গলায় আল্লাহর নাম ঝুলিয়ে দেয়া নয়?

মূর্তির গলায় আল্লাহর নাম ঝুলিয়ে দেয়ার মানে তারা এ মূর্তিকেই আল্লাহ বলে মানুষদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। আর আমরা বলছি, তবুও তো আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছে; বুঝা যাচ্ছে কিছুটা হলেও আল্লাহর নামের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। ঠিক তেমনিভাবে তারা মানুষদের ধোঁকা

১৮. যেমনটি পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় রয়েছে।

দেয়ার জন্য কুফরি আইনের সংবিধানের শুরুতে 'হাকেমে মুতলাক' আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে বা কুফরি মতবাদের সংবিধানে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়ে মুলত বুঝাতে চাচ্ছে, এগুলোই আল্লাহর আইন বা এটিই ইসলাম। আর আমরা ব্যাখ্যা করছি 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'। কানা মামা যে সাধারণ মানুষের ঈমানটা নষ্ট করে দিচ্ছে, সে অনুভূতি আমাদের নেই। এ জন্যই শয়তানের চেলা-চামুণ্ডা 'তাগুত'রা নির্দ্বিধায় ঘোষণা দেয় 'কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা হবে না।' আর 'তাগুতের ঈমান রক্ষা পর্ষদ' এটিকে তাদের ঈমানের দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। لا حول ولا قوة إلا بالله।

দারুল ইসলাম হতে হলে তাতে ইসলামি আইন জারি হতে হবে

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এখনো দারুল হারব হিসেবে বিদ্যমান থাকা বুঝানোর জন্য এতো দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। আলোচনাটি পেশ করেছি শুধুই বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য। অন্যথায় যেহেতু ইংরেজদের শাসনকালে কুরআন-সুন্নাহ ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য এবং সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার ভিত্তিতে পুরো ভারতবর্ষ দারুল হারব হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ধরনের দারুল হারব আবার দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার জন্য তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি হতে হয়; যেমনটি ইতোপূর্বে শারহু দুরারিল বিহার ও রদ্দুল মুহতারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ হয়েছে-

قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل **لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام الإسلام، عاد إلى دار الإسلام.** (غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري -المخطوطة- كتاب السير صـ٢٨٦، رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس ٦/٢١٥).

"পরবর্তী কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, যদি ওই তিনটি বিষয় (ইমাম আবু হানিফা কর্তৃক আরোপিত তিনটি শর্ত) মুসলমানদের কোনো শহরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাতে পুনরায় 'আমান' ফিরে আসে এবং **এমন বিচারক নিযুক্ত করা হয় যে ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে,**

তাহলে তা আবার দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (গুরারুল আযকার ফি শারহি দুরারিল বিহার -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ২৮৬, রদ্দুল মুহতার ৬/২১৫)।

যেহেতু দারুল হারব প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে এই তিন ভূখণ্ড তথা পুরো ভারত উপমাহাদেশে কোথাও ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়িত হয়নি, তাই নতুন ফাতওয়া নয়; বরং আকাবিরে আসলাফের ফাতওয়ার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পুরো ভারত উপমহাদেশ এখনো দারুল হারব হিসেবেই বিদ্যমান আছে।

“

কোনো ব্যক্তিত্বের ‘শায’ কথা বা ‘পদস্খলন’কে সে হিসেবে থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কিন্তু সেটিকে যখন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে বা প্রচার করা হবে, তখন যিনি দলিলের আলোকে তা প্রত্যাখ্যান করছেন; তিনি তো উম্মতের কল্যাণ কামনায় তার দায়িত্ব হিসেবেই যেভাবে প্রকাশ হয়েছে সেভাবেই সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। এর জন্য অপরাধী সেই যে এই ‘শায’ রায় বা ‘পদস্খলন’কে দলিল হিসেবে প্রচার করে।

-পাঁচ-

কিছু পুস্তিকা-ফাতওয়ার পর্যালোচনা
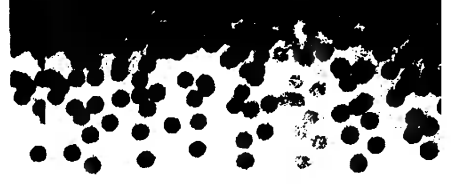
১. 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব'

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. (মৃঃ ১৪১২ হিঃ)

মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস ও ভারতবর্ষের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব' তাঁর রচিত একটি 'রিসালাহ'-পুস্তিকা। এ পুস্তিকায় তিনি জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার বিপক্ষে অবস্থান করে এবং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়াকে ভুল আখ্যা দিয়ে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁর এই পুস্তিকার উপর সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকা বলতে পুরো পুস্তিকা উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র প্রথম দিকের কিছু অংশ, যাতে তিনি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে ভারতকে দারুল ইসলাম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাকি অংশ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া সম্পর্কে আ'যমির মন্তব্য

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির ফাতওয়া সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, বলতে গেলে তাতে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির দিকে অনেকটা 'খিয়ানত'র 'নিসবত'ই করা হয়েছে। আ'যমি রহ. বলেন-

تیسری شخصیت حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کی ہے، انہوں نے بے شک یہ اقرار نہیں فرمایا کہ عبارت فقہاء سے اس کا دار الاسلام ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے بر خلاف انہوں نے فقہاء کی عبارات کا مفہوم ایسا ظاہر فرمایا، جس کی رو سے ہندوستان پر دار الحرب کی تعریف صادق آتی ہے، مگر اوپر کی بحث میں ہم نے شاہ صاحب سے متقدم اور ان سے افقہ علماء کی ایسی تصریحات پیش کر دی ہیں جن سے عبارات فقہاء کا صحیح مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور ان عبارات سے ہندوستان کا دار الاسلام ہی ہونا معلوم ہوتا ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۳۰)۔

"তৃতীয় ব্যক্তিত্ব শাহ আব্দুল আযিয দেহলবির সিদ্ধান্ত। তিনি অবশ্য এটি স্বীকার করেননি যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়া প্রমাণিত হয়। বরং এর বিপরীতে তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের এমন মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন, যার আলোকে হিন্দুস্তানের ক্ষেত্রে দারুল হারবের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় আমরা শাহ সাহেবের পূর্বের ও তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য ফকিহ উলামায়ে কেরামের এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যার দ্বারা ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের সঠিক মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর ওই সকল ইবারত দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়াই বুঝে আসে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ৩০)।

দাগটানা অংশটুকু আমরা একটু গভীর মনে পড়ি। এটি কি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির দিকে 'খিয়ানত'র 'নিসবত' নয়? আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির দৃষ্টিতে যদি শাহ সাহেবের বুঝ সহিহ না হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এভাবেও তো বলতে পারতেন- "بلکہ اس کے بر خلاف انہوں نے فقہاء کی عبارات کا مفہوم ایسا سمجھا، جس کی رو سے ہندوستان پر دار الحرب کی تعریف صادق آتی ہے" (বরং এর বিপরীতে তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের এমন মর্মার্থ বুঝেছেন, যার দ্বারা হিন্দুস্তান দারুল হারব প্রমাণিত হয়)। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বলার ভঙ্গিমা তথা "سمجھا" (বুঝেছেন) এর পরিবর্তে "ظاہر فرمایا" (প্রকাশ করেছেন) বলায় বুঝা যাচ্ছে, শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ভারতবর্ষকে দারুল হারব প্রমাণ করার জন্য বুঝে-শুনেই এমন মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন।

কথা হলো, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের ভুল মর্মার্থ প্রকাশ করে ভারতবর্ষকে দারুল হারব প্রমাণের ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের কী স্বার্থ নিহিত থাকতে পারে? শাহ সাহেবও কি যুগে যুগে চাটুকারদের ন্যায় চাটুকারিতা করে ঝুঁকিমুক্ত জীবন কাটাতে পারতেন না? তবে সামনেই - ইনশাআল্লাহ- প্রমাণ হয়ে যাবে; কে ফুকাহায়ে কেরামের ভুল মর্মার্থ বুঝেছেন বা প্রকাশ করেছেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত; শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কর্তৃক ভারতবর্ষকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়া কুরআন-সুন্নাহ, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত ও সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী সঠিকতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আমরা এ দাবি করছি না যে, শাহ সাহেব ফাতওয়ায় যে সকল দলিল উল্লেখ করেছেন বা যা বলেছেন সবই যথাযথ হয়েছে।

এই বাস্তবতা বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও শাহ সাহেব সঠিক ফলাফলে পৌছার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুলের শিকার হননি। কেননা, দারুল হারব বা দারুল ইসলাম; এটি শুধুই ফিকহের ইবারতে নয়, বরং বাস্তবতার বিবেচনায় তা অনুভূতিতে আসার মতো একটি বিষয়।

আর এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা হয় সাহসী, যাদের থাকে 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যাদেরকে কাবু করতে পারে না। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ'র ত্রিসীমানাও ঘেঁষতে পারে না তারা; যারা হয় ভীতু প্রজাতির, যাদের থাকে না 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং যারা পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা আঞ্চলিকতার প্রেমে কাবু হয়ে থাকে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা ইলম চর্চা করে সে অনুযায়ী 'আমলি ময়দান'-বাস্তব প্রেক্ষাপটে কার্যকর করার জন্য এবং যাদের ইলম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আমলের প্রতি জযবা তৈরি হয়। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হয় না; যারা ইলম চর্চা করে শুধুমাত্র মুখের ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের বিলাসিতার জন্য এবং যারা আমলের প্রতি জযবা তৈরি হওয়ার ভয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আবেগ হারিয়ে বসে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা "بالليل رهبان وبالنهار فرسان" (রাতের পীর দিনের বীর)। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হতে পারে না; যারা 'ফারেস' অশ্বারোহী বীর হওয়া তো দূরের কথা 'ফারাস' অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনলেও ভূত দেখার মতো চমকে উঠে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, মুফতি তৈরির কারখানায় প্রবেশ করলেই মুফতি উপাধি লাভ করা যায় বা 'ফিকহে আম'র ফেরি করে বেড়ানো যায়, তবে 'তাফাক্কুহ' অর্জিত হয় না। যেমনিভাবে 'দাওয়াহ' ভবনে অবস্থান করে বা 'তাগুত'র তোষমুদে হয়ে শুধুমাত্র কিতাবের পাতায় 'দাওয়াহ'র পদ্ধতি তালাশ করে দা'য়ি হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত দা'য়ি হতে হলে 'তাগুত' থেকে পালিয়ে, বছরের পর বছর নিজ বাড়ি-ঘর ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ-ঘাট-প্রান্তর ও পাহাড়-মরুভূমি চষে বেড়াতে হয় এবং 'গরিব' মুসাফিরের জীবন কাটাতে হয়।

যে সকল কারণে আ'যমি রহ. ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন

ভারতবর্ষ বা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন ভারতের মতো একটি দাজ্জালি রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম দাবি করে একটি 'মুনকার' পুস্তিকা রচনা করার ক্ষেত্রে আ'যমি রহ. 'তাফাক্কুহ' বা তাঁর সাধারণ নীতি পরিপন্থী যে সকল পন্থা অবলম্বন করায় ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, সেগুলোর কয়েকটি হচ্ছে-

ক) দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আইম্মায়ে কেরামের মতানৈক্যের বিষয়টি বা প্রণিধানযোগ্য জুমহুরের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া।

খ) পূর্ববর্তী হানাফি ইমামগণের 'তারজিহ' ও 'তাতবিক'র প্রতি সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দের ও অসম্পূর্ণ বুঝের পেছনে ছুটে চলা।

গ) 'আহকামুল ইসলাম জারি করা' দ্বারা জুমআ, ঈদ আদায় করতে পারা বা ব্যক্তিজীবনে ইসলামের কিছু রীতি-নীতি পালন করতে পারা বুঝা।

ঘ) **ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য বা পূর্বের 'আমান' বহাল থাকা' দ্বারা শুধুমাত্র কাফেরদের থেকে নতুনকরে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন না হওয়াকে বুঝা।**

ঙ) ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের একমুখীরও আংশিক অধ্যয়ন এবং তাও যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারা।

চ) মাসআলার মূল উৎস ও প্রচলিত উৎসগুলো এড়িয়ে ধার করা সীমিত কিছু উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে পুরো মাসআলা সমাধানের চেষ্টা করা।

ছ) ভারতবর্ষের ব্যাপারে জুমহুরের সিদ্ধান্তকে খুব ছোটো আকারে দেখিয়ে 'শায' রায়কে খুব বড়ো করে দেখানো। বা বলা যেতে পারে, বর্তমান মিডিয়ার ন্যায় 'তালকে তিল ও তিলকে তাল বানানো'র চেষ্টা করা।

জ) সর্বোপরি নিজের রায়কে চূড়ান্ত পর্যায়ের সঠিক মনে করে অন্যান্য আকাবিরে আসলাফের আলোচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

আ'যমির রহ. বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকার ব্যাপারে কেউ এ মন্তব্য করলেও অত্যুক্তি হবে না যে, পুস্তিকার প্রতিটি লাইন পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে আমরা সেদিকে অগ্রসর হয়ে অনর্থক সময় ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। এছাড়াও পুস্তিকার বিন্যাস বলতে গেলে জিরোর কোঠায়। না আছে আলোচনার 'তারতিব' বিন্যাস এবং না আছে কথার 'তানসিক' সমন্বয়। তাই পুস্তিকার মৌলিক কিছু বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেই ইতি টানবো, ইনশাআল্লাহ।

আ'যমি রহ. কর্তৃক দারুল ইসলামের নতুন ভাগের প্রবর্তন

আ'যমি রহ. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের নতুন এক 'তাকসিম' ভাগের প্রবর্তন করেছেন; হাকিকি দারুল ইসলাম ও হুকমি দারুল ইসলাম, হাকিকি দারুল হারব ও হুকমি দারুল হারব।

এই ভাগের ব্যাপারে দু'টি কথা

ক) তিনিই এই 'তাকসিম' ভাগের প্রবর্তক এবং তিনিই একমাত্র এর প্রবক্তা। আমাদের জানা মতে পূর্ব-পরের কোনো ফকিহ বা আলেম এমন ভাগ করেননি।

খ) এই ভাগের ফলাফল কী? দু'টির মাঝে যদি আহকামের কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে এই ভাগ অনর্থক। আর যদি পার্থক্য থাকে, তাহলে সেগুলো কী? মূলত ভারতের মতো একটি দাজ্জালি রাষ্ট্রকে সরাসরি দারুল ইসলাম আখ্যা দিতে যে কোনো বিবেকবানের বিবেক বাধা দেয়ার কথা। তাই কিছুটা হালকা করার জন্য এই ভাগের প্রবর্তন।

শুরুতেই মারাত্মক দু'টি পদস্খলন

ক) আমাদের দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ের আলোচনায় 'কাফি'র উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ইবারতটি উল্লেখ করে আ'যমি রহ. বলেন-

وہ اس عبارت میں دار الاسلام ودار الحرب سے دار الاسلام حقیقی ودار الحرب حقیقی مراد لے رہا ہے، اس لئے کہ کوئی ملک محض اتنی بات سے کہ وہاں عظیم الکفار کا حکم جاری ہو جائے اور وہ اس کے تحت تصرف ہو، دار الحرب حکمی نہیں ہو جاتا۔ بلکہ امام محمد کی تصریح کے بموجب اس کے ساتھ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ آگے مفصل مذکور ہوگا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۰)۔

"তিনি উক্ত ইবারতে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব দ্বারা হাকিকি দারুল ইসলাম ও হাকিকি দারুল হারব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা কোনো রাষ্ট্র শুধুমাত্র কাফের শাসকের আইন-কানুন জারি হওয়া ও তার কর্তৃত্বাধীন হওয়াই হুকমি দারুল হারব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। **বরং ইমাম মুহাম্মাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী তার সঙ্গে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক**। যেমনটি সামনে বিস্তারিত আসবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১০)।

ইমাম মুহাম্মাদ কি তিন শর্তের কথা বলেন নাকি শুধুমাত্র কুফরি আইন-কানুন জারি হলেই তাঁর মতে দারুল হারব হয়ে যায়! নাকি সামনে যেহেতু সাহেবাইনের মতামতকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, তাই সূচনাপর্বেই ইমাম মুহাম্মাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বিষয়টিকে এমনভাবে উল্লেখ করা হলো, যাতে ভিন্ন কোনো রায় আছে বলে পাঠকের ধারণাই তৈরি না হয়।

খ) একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন-

اس تمہید سے میرا مقصد یہ ہے کہ دار الاسلام اور دار الحرب پر بحث کرنے کے وقت اس تفریق وتقسیم کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے، ہمارے زمانہ کے بعض مفتیوں نے اس کو نظر انداز کر کے سخت غلطی کی ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۱)۔

"এই ভূমিকা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব বিষয়ে আলোচনার সময় এ পার্থক্য ও ভাগ মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। **আমাদের সময়ের কিছু মুফতি তা দৃষ্টির আড়ালে রেখে মারাত্মক ভুল করেছেন।"** (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১১)।

এ ভাগকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে মারাত্মক ভুল করার যে অভিযোগ তিনি তাঁর সমকালীন কিছু মুফতির ব্যাপারে করেছেন; এই মারাত্মক অপরাধ কি শুধু তাঁর সমকালীন কিছু মুফতির? নাকি তা ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম তহাবি ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাসসহ সকল মাযহাবের জুমহুর ফুকাহা ও উলামায়ে কেরামের। সকলেই তো শুধুমাত্র কুফরি আইন-কানুন জারি হওয়ার মাধ্যমেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার কথা বলেছেন।

ফিকহের ইবারত বর্ণনা ও অনুবাদে অস্বাভাবিক লুকোচুরি

এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। দারুল ইসলাম কখন দারুল হারবে পরিণত হয়; এ ব্যাপারে যদিও পূর্ব-পরের একাধিক হানাফি ফকিহ সাহেবাইনের মতকে প্রধান্য দিয়েছেন (যেমনটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে), তবে সাধারণত ফিকহের কিতাবাদিতে মুসান্নিফগণ কোনো মতের পক্ষে নিজেদের ঝোঁক প্রকাশ না করে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের মতামত উল্লেখ করে উভয় মতের পক্ষে প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে কারণ বর্ণনা করেছেন।

এখন কেউ যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মতানৈক্য উল্লেখ না করে এবং ক্ষেত্রবিশেষ ইমাম আবু হানিফারও নাম না নিয়ে ফিকহের বিভিন্ন কিতাব থেকে শুধু শর্তগুলো উল্লেখ করে দেয় বা ক্ষেত্রবিশেষ শর্তগুলোও উল্লেখ না করে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের পক্ষে পেশ করা নিজের পছন্দসই কারণগুলো উল্লেখ করে দেয়, তাহলে সাধারণ পাঠক এটিই বুঝে নেবে যে, সর্বসম্মতিক্রমে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়া 'বহুত দুর কি বাত হ্যায়' বা বলতে গেলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হতেই পারে না।

এরই বিপরীতে যদি কেউ ফিকহের কিতাবাদি থেকে সাহেবাইনের নাম না নিয়ে শুধুমাত্র তাঁদের মতটি উল্লেখ করে দেয় বা এ মতের পক্ষে বলা কারণগুলো উল্লেখ করে দেয়, তাহলে সাধারণ পাঠক বুঝে নেবে যে,

সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি আইন-কানুন জারি হলেই যেকোনো ভূখণ্ড দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়।

দু'টিই সত্য গোপন করার মানসিকতা। মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. প্রথম কাজটিই করেছেন; যেটি আমরা কখনোই তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব থেকে আশা করিনি। فلا حول ولا قوة إلا بالله।

আ'যমি রহ. নিজের দাবি প্রমাণ করতে প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলো 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' ও 'ফাতাওয়া আযিযি'র সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিষয়ে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন-

ক) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. মতামত উল্লেখ করেছেন এবং সাহেবাইনের মতের দিকে ইঙ্গিত করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'তে সাহেবাইনের মতামত শুধু উল্লেখই করা হয়নি, বরং সেটিকে প্রাধান্যও দেয়া হয়েছে; যেমনটি আমাদের 'তারজিহ'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে।

খ) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া'র ইবারত" أحدها إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام" (একটি হচ্ছে, কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ্যে জারি করা এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা) এর স্বাভাবিক অর্থ না করে তিনি" وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام" এর অর্থ করেছেন, "اور اسلام کا حکم بالکل نہ چلے" (এবং ইসলামের হুকুম একেবারেই না চলা)।

আরবি ভাষার সাধারণ বাচনভঙ্গি সম্পর্কেও যাদের অবগতি আছে, তারাও এ বাক্যটির উর্দুতে অনুবাদ করলে এভাবে করবে- "اور اس میں بحکم اسلام فیصلہ نہ کیا جائے" (এবং সে ভূখণ্ডে ইসলামি আইন-কানুন অনুযায়ী ফয়সালা না করা)। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক অর্থ থেকে খুব সূক্ষ্মভাবে সরে গিয়েছেন দুটি উদ্দেশ্যে-

একটি হচ্ছে, স্বাভাবিক অর্থ করা হলে 'আহকাম জারি করা' দ্বারা যে আইন-কানুন জারি করা উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনে সালাত-সাওম

ইত্যাদি পালন করতে পারাই উদ্দেশ্য নয়; তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তা তাঁর দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

অপরটি হচ্ছে, তাঁর দাবি অনুযায়ী যেহেতু 'হুকুম' দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনে ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে পারা। তাহলে তিনি যেভাবে অর্থ করেছেন সেটির মর্ম দাঁড়ায়, ব্যক্তিজীবনেও ইসলামি আদেশ-নিষেধ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়া। আর এ অর্থের ভিত্তিতে ভারতকে দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া অস্বাভাবিক সহজ হয়ে গেলো। কেননা ভারতে ব্যক্তিজীবনে ইসলামি আদেশ-নিষেধ পালন করতে পারা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়নি।[১৯]

গ) 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. মতামত উল্লেখ করার পর তিনি বলেন-

اور قریب قریب اسی مفہوم کی عبارتیں بلکہ اس سے بھی واضح تر بدائع الصنائع، شرح زیادات للعتابی بحوالہ فتاوی لکھنوی، در مختار مع شامی، الدر المنتقی، فصول استروشنی، جامع الفصولین اور فتاوی بزازیہ میں موجود ہیں۔

ان تمام عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ جو ملک دار الاسلام رہ چکا ہے، اس میں جب تک مذکورہ بالا تینوں شرطیں بیک وقت موجود نہ ہوں گی وہ دار الحرب نہیں بن سکتا، بلکہ وہ دار الاسلام رہیگا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۲)۔

"এই মর্মার্থের কাছাকাছি ইবারত, বরং তার চেয়েও স্পষ্ট ইবারত বাদায়েউস সানায়ে', ফাতাওয়া লখনবির উদ্ধৃতিতে আত্তাবির শরহে

---

১৯. এই পুস্তিকার অনুবাদক বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'এবং ইসলামের হুকুম ও আদেশ-নিষেধ বিলকুল বন্ধ হয়ে যাওয়া'। আবার এ অংশের নিচে দাগও টেনে দিয়েছেন। কেমন জানি তিনি 'আলাদিনের চেরাগ' হাতে পেয়ে গেছেন।

আফসোস! ফিকহ পড়ুয়া এই ছেলেগুলোর হাতেই যদি ফিকহের ইবারত নিরাপদ না থাকে, তাহলে ....!!!!!!!!!!!!!!!

এই ছেলেগুলোই মুহতারাম আহলে ইলমের সুরে সুর মিলিয়ে যখন 'ফিকহে আম'র জিগির তোলে, তখন নোয়াখালীর ভাষায় একটি প্রবাদ মনে পড়ে যায়; 'ঘাইল্লার লগে বাইল্লা নাচে'।
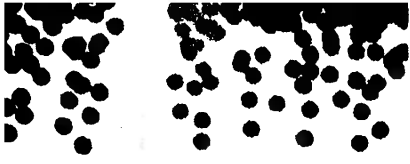
যিয়াদাত, শামির সঙ্গে দুররে মুখতার, আদদুররুল মুনতাকা, ফুসুলে উসতারুশানি (উসরুশানি), জামেউল ফুসুলাইন এবং ফাতাওয়া বাযযাযিয়াতে রয়েছে।

ওই সকল ইবারতের সারাংশ হলো, যে রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ছিলো; তাতে যতোক্ষণ পর্যন্ত উপর্যুক্ত তিনটি শর্ত একসঙ্গে পাওয়া যাবে না, তা দারুল হারব হতে পারে না। বরং তা দারুল ইসলাম হিসেবেই বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১২)।

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির উপরিউক্ত বক্তব্য পড়লে যে কোনো সাধারণ পাঠক এটিই মনে করবে যে, তিন শর্তের উপস্থিতি ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হতেই পারে না এবং ফিকহের ইবারতে এর কোনো অন্যথা নেই।

কিন্তু বাস্তবতা কি এটিই? তিনি যে কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোতে কি ভিন্ন কথা নেই?

'বাদায়েউস সানায়ে' ও আত্তাবির 'শারহুয যিয়াদাত'র আলোচনা তো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উভয় কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতামত শুধু উল্লেখই করা হয়নি, বরং ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে এবং অনেকটা 'তাতবিক'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলা আলহাসকাফির (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) 'আদদুররুল মুখতার' বরং মুহাম্মাদ আততুমুরতাশির (মৃঃ ১০০৪ হিঃ) 'তানবিরুল আবসার' কিতাবে যদিও শুধু শর্ত তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে 'রদ্দুল মুহতার' তথা ফাতাওয়া শামিতে উভয় মতামত উল্লেখ করে 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' থেকে সাহেবাইনের মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে এবং একটি উদাহরণ পেশ করে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তের বাস্তবতা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

হাঁ! ইবরাহিম আলহালাবির (মৃঃ ৯৫৬ হিঃ) 'মুলতাকাল আবহুর'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলা আলহাসকাফির (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) 'আদদুররুল মুনতাকা' কিতাবে শুধুমাত্র শর্ত তিনটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও 'মুলতাকাল আবহুর'র আরেকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ শাইখি যাদার (মৃঃ ১০৭৮ হিঃ)

'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে উভয় মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুনঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত কর্তৃক তিন কিতাবের একসঙ্গে মুদ্রিত কপি ২/৪৫৫-৪৫৬)।

'ফুসুলে উসরুশানি' আমাদের সংগ্রহে নেই এবং সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টার পরও তা 'মুরাজাআত' করতে পারিনি, তাই সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারছি না।

'জামেউল ফুসুলাইন' কিতাবে উভয় মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় মতামতের কারণও বলা হয়েছে। (দেখুন জামেউল ফুসুলাইন ১/১৩)।

আর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে শর্ত তিনটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুনঃ বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার প্বার্শ-টীকায় ৬/৩১২)।

তবে যেহেতু শামসুল আইম্মা হালওয়ানি কর্তৃক ইমাম মুহাম্মাদের রহ. 'কিতাবুয যিয়াদাত'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা প্রমাণিত; তাই এটিই স্বাভাবিক যে, সেখানে উভয় মতামত উল্লেখ হয়েছে। আর 'বাযযাযিয়া'তে সেটিকে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত কিছু ফিকহি ইবারতের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. নিজের দাবিকে আরো পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বলেন, "چنانچہ دارالاسلام باقی رہنے کی تصریح شیخ الاسلام اسبیجابی، اور صاحب ملتقط اور استروشنی وغیرہم نے کی ہے" (তেমনিভাবে দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট কথা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবি, মুলতাকাত কিতাবের লেখক ও উসতারুশানি প্রমুখ বলেছেন)।

আমরা আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত বক্তব্যগুলোর বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। তবে পেছনের দু'টি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা জরুরি; এক. ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর বাস্তবতা, যা বিশেষভাবে 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে। দুই. আ'যমি রহ. কর্তৃক মতানৈক্য তো নয়ই, বরং শর্তগুলোও উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শর্তের পক্ষে বলা কারণটি উল্লেখ করে দেয়া।

ইসবিজাবির বক্তব্য

'ফুসুলে উসরুশানি'র সূত্রে শাইখুল ইসলাম আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আলইসবিজাবির (মৃ: ৫৩৫ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اسبیجابی فرماتے ہیں:

إن دار الإسلام محكومة بكونها دار الإسلام، فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ١٣)۔

"ইসবিজাবি বলেন, দারুল ইসলামের ব্যাপারে যেহেতু এ হুকুম যে সেটি দারুল ইসলাম। সুতরাং একটি বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই হুকুমটি বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৩)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির এতোটুকু বক্তব্যের ফলাফল দাঁড়াবে, কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পর উদাহরণস্বরূপ যদি তাতে মুসলমানদের শুধুমাত্র নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করার অনুমতি থাকে, এর বাইরে সালাত-সাওমসহ ব্যক্তিজীবনের কোনো বিধি-নিষেধ পালনের অনুমতি না থাকে; তবুও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। কেননা শুধুমাত্র নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারা এবং পর-নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া ইসলামের একটি হুকুম। সুতরাং এই একটি বিধান অবশিষ্ট থাকলেই তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বক্তব্যটির বাহ্যিক মর্ম খুব পছন্দ হয়েছে এবং বারবারই এ কথা বলেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দ্বারা প্রমাণিত; 'একটি হুকুম অবশিষ্ট থাকলেও দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হবে না'। তিনি তাঁর দাবি প্রমাণে এতোটাই বিভোর ছিলেন যে, এমন একটি "ظاهر البطلان" স্পষ্টতই বাতিল বাহ্যিক মর্মকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সামান্যতম 'তাফাক্কুহ'র পরিচয় বা বিবেক খরচ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবি কি বাস্তবেই এমন একটি স্পষ্টতই বাতিল মর্ম বুঝাতে চেয়েছেন। মূল উৎসে বক্তব্যটি দেখা গেলে বাস্তবতা

বুঝতে সহজ হতো। তবে 'ফুসুলে ইমাদি', 'খিযানাতুল মুফতিন' ও 'হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার' থেকে শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির পূর্ণ বক্তব্যটি উল্লেখ করলে বাস্তবতা বুঝতে আশা করি কিছুটা সহজ হবে-

وذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في مبسوطه: أن دار الإسلام محكومة بكونها دار الإسلام، فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيها، ولا تصير دار الإسلام دار الحرب إلا بعد زوال القرائن، ودار الحرب تصير دار الإسلام بزوال بعض القرائن، وهو أن تجري فيها أحكام أهل الإسلام، فما بقي علقة من علائق الإسلام يترجح جانب الإسلام.[20] (الفصول العمادية لعبد الرحيم بن عماد الدين المرغيناني[21] المتوفي بعد ٦٥١هـ -المخطوطة- الفصل الأول صـ١٠، خزانة المفتين -المخطوطة- كتاب السير صـ١٢٩، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الجهاد، باب المستأمن، فصل في استئمان الكافر ٢/٤٦١).

"শাইখুল ইসলাম আলইসবিজাবি তাঁর 'মাবসুত' কিতাবে বলেন, দারুল ইসলামের ব্যাপারে যেহেতু এ হুকুম যে সেটি দারুল ইসলাম। সুতরাং একটি বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই হুকুমটি বহাল থাকবে। এবং দারুল ইসলামের 'কারিনা' লক্ষণগুলো বিলুপ্ত হওয়া ব্যতীত তা দারুল হারবে পরিণত হয় না। বিপরীতে দারুল হারবের আংশিক লক্ষণ বিলুপ্ত হলেই তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; আর তা হচ্ছে, সেখানে

---

২০. দাগটানা অংশটি শুধুমাত্র 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে আছে, অন্যান্য উদ্ধৃতিতে অংশটি নেই।

২১. আলমাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ কর্তৃক ইন্টারনেটে আপলোড করা এই কিতাবের পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদে লেখকের নাম দেয়া হয়েছে, 'মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুসতফা (আবুস সাউদ আলইমাদি)।' এটি স্পষ্টতই ভুল। 'ফুসুলি ইমাদি'র লেখক হচ্ছেন আব্দুর রহিম ইবনে ইমাদুদ্দিন আলমারগিনানি, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। আর আবুস সাউদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুসতফা আলইমাদি; তিনিও একজন হানাফি ফকিহ ও প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তাঁর মৃত্যু ৯৮২ হিজরিতে।

মুসলমানদের আইন-কানুন জারি হওয়া। সুতরাং ইসলামসম্পৃক্ত কোনো সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকলে ইসলামের দিকটিই প্রাধান্য পাবে।” (ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১২৯, হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার ২/৪৬১)।

শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির পূর্ণ বক্তব্য সামনে আসার পর বলা যেতে পারে যে, তিনি ভিন্ন কিছু বলেননি। বলা যায়, তিনিও ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ বর্ণনা করতে সারখসি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারি প্রমুখগণ যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তার কাছাকাছি কথাই বলেছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলোর উপস্থিতিতে কুফরের পূর্ণমাত্রায় দাপট প্রতিষ্ঠা হয়ে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিঃশেষ হওয়া সাব্যস্ত হয়, আর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার লক্ষণ বুঝে আসে। তাই সাময়িক সময়ের জন্য সেটিকে দারুল ইসলামের বহির্ভূত বলার প্রয়োজন নেই।

কারণ ইসবিজাবি রহ. আংশিক ‘কারিনা’ লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন ‘ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়া’কে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, ‘কারায়েন’ লক্ষণগুলো বলে তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এবং তা থেকে একটিরও অনুপস্থিতিতে দারুল ইসলামের লক্ষণগুলো নিঃশেষ না হওয়ার কথা বলেছেন। আর ‘একটি হুকুম’ বা ‘একটি আলাকা’ সম্বন্ধ বলে তিনি মূলত এটিই বুঝাতে চেয়েছেন। অন্যথায় তাঁর কথা স্পষ্টতই বাতিল হওয়া আবশ্যক হবে।

সাহেবে মুলতাকাতের বক্তব্য

‘ফুসুলে উসরুশানি’র সূত্রে নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দির (মৃঃ ৫৫৬ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور صاحب ملتقط فرماتے ہیں:

إن البلاد التي في أيدي الكفار لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنها غير متاخمة لبلاد الحرب، ولأنهم لم يظهروا فيها أحكام الكفار. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۳)۔

"যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৩)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

নাসিরুদ্দিন সামারকান্দির বক্তব্যটি আমরা আমাদের রচনার শুরুর দিকে 'আহকামুল ইসলাম ও আহকামুল কুফর'র ব্যাখ্যায় মূল কিতাব 'মুলতাকাত' থেকেই উল্লেখ করেছি। তবে আ'যমি রহ. 'মুলতাকাত'র ইবারতের শেষাংশ "بل القضاة مسلمون" (বরং বিচারকরা মুসলমান) ইচ্ছাকৃতই বাদ দিয়েছেন নাকি 'ফুসুলে উসরুশানি'তে তা উল্লেখ হয়নি; বলতে পারছি না।

নাসিরুদ্দিন সামারকান্দির বক্তব্যটি আ'যমি রহ. বুঝে-শুনেই উল্লেখ করেছেন কি না! অন্যথায় এ বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি নিজের তীরেই নিজে বিদ্ধ হয়েছেন। কারণ, এ বক্তব্য দ্বারা জুমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হলো যে, 'দার'র পরিচয়ের সম্পর্ক আইন-কানুনের সঙ্গে। এ জন্যই তো কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তারা তাদের আইন-কানুন জারি করেনি এবং মুসলমান বিচারকরা ইসলামি আইনে ফয়সালা করে চলছে, তাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল আছে।

সঙ্গে সঙ্গে এটিও স্পষ্ট যে, নাসিরুদ্দিন সামারকান্দি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন; সকলের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কারণ বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় শুধু 'সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয়' বলাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ এতোটুকু হলেও ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকে। কিন্তু নাসিরুদ্দিন সামারকান্দি 'এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি বরং বিচারকরা মুসলমান' বলে সকলের মতে এ অঞ্চলগুলো দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

এর দ্বারা এ বাস্তবতাও আমাদের সামনে এসে গেছে যে, যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা শক্তিশালী বা মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিদ্যমান ছিলো, তখন কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে

বা কাফেররা চুক্তিভঙ্গ করে অথবা অন্য কোনো দারুল হারবের কাফেররা তা দখল করে নিলেও তাদের আইন-কানুন জারি করার সাহস পেতো না। বিশেষকরে যখন তা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হতো বা মুসলমানদের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকতো। ফলে তা সকলের দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকতো এবং মতানৈক্যের কারণে ফলাফলের খুব একটা দূরত্ব হতো না।

কিন্তু যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে, তখন আর পূর্বের অবস্থা বাকি থাকেনি। বরং তারা কোনো অঞ্চল দখল করলেই তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে দিয়েছে। তখন শুধু কথিত মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক বেষ্টিত হওয়া বা অলীক 'আমান'র ধুয়ো তুলে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের বাহ্যিক শব্দের পেছনে ছুটে চলা সত্য গোপনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের রচনার শুরুতে 'তাতবিক'র আলোচনা যাদের স্মরণে আছে, আশা করি তাদের নিকট বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট।

উসরুশানির বক্তব্য

'ফুসুলে উসরুশানি' থেকে মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে হুসাইন আলউসরুশানির (মৃঃ ৬৩২ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور استروشنی لکھتے ہیں:

وأبو حنيفة يقول: إن هذه البلدة صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فما بقي شيء من أحكام الإسلام فيها تبقى دار الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۳)۔

"উসতারুশানি লিখছেন, এবং আবু হানিফা বলেন, এই অঞ্চলগুলো দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে সেগুলোতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং তাতে ইসলামি আইন-কানুনের কিছু একটা অবশিষ্ট থাকলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৩)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

'ফুসুলে উসরুশানি' সামনে থাকলে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারা সহজ হতো। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির বর্ণনার উপর নির্ভর করা দুষ্কর। যা হোক, এই বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের দু'টি কথা-

ক) মাজদুদ্দিন উসরুশানি রহ. যদি ইমাম আবু হানিফার রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এভাবে বলে থাকেন, তাহলে তা যথাযথ হয়নি। কেননা ইমাম আবু হানিফার রহ. বক্তব্যের মূল উৎসগুলোতে কেউ এভাবে তা উল্লেখ করেনি। বরং শর্তগুলো উল্লেখ করে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে কারণ বর্ণনা করেছেন। হ্যাঁ! হতে পারে অন্যান্যরা যেভাবে কারণ উল্লেখ করেছেন, তিনিও সেটিই এ আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন।

খ) উসরুশানির বক্তব্যের ব্যাখ্যাও তাই যা আমরা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ করেছি। অন্যথায় উসরুশানির কথা স্পষ্টতই বাতিল হওয়া আবশ্যক হবে।

জামেউল ফুসুলাইনের বক্তব্য

'জামেউল ফুসুলাইন' থেকে ইবনে কাযি সামাওয়ানার (মৃঃ ৮২৩ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور جامع الفصولين ميں ہے:

فما بقي شيء من أحكامه وآثاره تبقى دار الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۳)۔

"সুতরাং যতোক্ষণ ইসলামের বিধি-বিধান ও নিদর্শন থেকে কিছু একটা অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৩)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

'জামেউল ফুসুলাইন' সামনে থাকা সত্ত্বেও আ'যমি রহ. যথারীতি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ হিসেবে বলা অংশেরও আংশিক উল্লেখ করেছেন। অথচ ইবনে কাযি সামাওয়ানা রহ. প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন; সকলের মতামত উল্লেখ করার পর নিজের মতো করে উভয় মতের কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথমে সাহেবাইন ও পরে আবু হানিফার রহ. মতের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

لأن دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، ولو بقي فيها كافر أصلي ولم تكن متصلة بدار الحرب بأن كان بينهما مصر لأهل الحرب، فكذا عكسه، اعتباراً لإحداهما بالأخرى.

وله: أن الحكم إذا ثبت بعلة فما بقي شيء من العلة يبقى الحكم ببقاءه، فلما صارت البلدة دار الإسلام بإجراء أحكامه، فما بقي شيء من أحكامه وآثاره تبقى دار الإسلام. (جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، الفصل الأول ١/١٣).

"(শুধুমাত্র কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায়) কেননা দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায় তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে; যদিও তাতে আদিবাসী কাফেরের অবস্থান থাকে এবং তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন নাও হয়, বরং সেটির মাঝে এবং অন্য দারুল ইসলামের মাঝে হারবিদের অঞ্চল থাকে। সুতরাং একটির বিবেচনায় অপরটির ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ শুধুমাত্র কুফরি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে যাবে, দারুল হারব সংলগ্ন হোক বা না হোক, পূর্বের 'আমান' বাকি থাকুক বা না থাকুক)।

ইমাম আবু হানিফার রহ. মতের কারণ হলো, হুকুম যখন কোনো 'ইল্লাত' কারণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়; তো যতোক্ষণ সে 'ইল্লাত'র কিছু একটা অবশিষ্ট থাকে, তা অবশিষ্ট থাকায় হুকুমও বাকি থাকে। তো যেহেতু এই অঞ্চলটি ইসলামি আইন-কানুন জারি করায় দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, সুতরাং যতোক্ষণ ইসলামের বিধি-বিধান ও নিদর্শন থেকে কিছু একটা অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে।" (জামেউল ফুসুলাইন ১/১৩)।

পূর্ণ বক্তব্য সামনে আসার পর এখন আমরা বলতে পারি যে, ইবনে কাযি সামাওয়ানার কথার ব্যাখ্যাও তাই যা আমরা শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির কথার ব্যাখ্যায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

এখানে সূক্ষ্ম একটি বিষয় আমাদের বুঝা উচিত, ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানা যে শব্দে কারণ বর্ণনা করেছেন, যদি তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক

সাধারণ ধারণার বাইরে এতো গভীর থেকে তিনটি শর্ত আরোপ করার কী প্রয়োজন ছিলো? একটি কথাই যথেষ্ট ছিলো যে, দারুল ইসলাম দারুল হারব হতে হলে সেটির সমস্ত বিধি-বিধান বিলুপ্ত হতে হবে বা ইসলামের একটি বিধানও অবশিষ্ট থাকলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। কিন্তু তিনটি শর্ত আরোপ করা এবং সেগুলোর বাস্তবতার আলোকেই বুঝা যাচ্ছে, এখানে উদ্দেশ্য মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা এবং কর্তৃত্ব ও দাপট বহাল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা। যেটি জাসসাস, সারাখসি, আত্তাবি, কাসানি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন বুখারি প্রমুখ যথাযথ অনুধাবন করে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের বক্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমনটি পূর্বে 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানা প্রমুখ কর্তৃক কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন যথাযথ হয়নি। যদিও বলা যায়, মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবধান নেই।

শারহু সিয়ারিল আসলের বক্তব্য

'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'র সূত্রে 'খিযানাতুল মুফতিন' থেকে 'শারহু সিয়ারিল আসল'র বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

نیز صاحب خزانۃ المفتین نے شرح سیر الاصل کے حوالہ سے لکھا ہے:

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، وإن زال غلبة أهل الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۴)۔

"খিযানাতুল মুফতিন'র লেখক 'শরহে সিয়ারুল আসল'র উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, ইসলামি আইন-কানুন জারি করলেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়; যদিও মুসলমানদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৪)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. বক্তব্যটি তাঁর পুস্তিকার ২৪ নম্বর পৃষ্ঠাতেও 'খিযানাতুল মুফতিন'র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি প্রথমে আবু হানিফা রহ. কর্তৃক শর্তগুলো উল্লেখ করার পর শূন্যস্থান রেখে

পরবর্তীতে এখানে উল্লেখকৃত অংশটি উল্লেখ করেছেন। 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে মূলত শূন্যস্থানে সাহেবাইনের মতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আ'যমি রহ. যথারীতি বিশেষ হিকমতে (?) এখানেও সাহেবাইনের মতকে এড়িয়ে গেছেন।

যা হোক, এ ছিলো 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই' থেকে ইবারত বর্ণনার ক্ষেত্রে লুকোচুরি। বাকি 'খিযানাতুল মুফতিন' থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে যে ভুল স্বয়ং 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে হয়েছে, তা তো এখানে থাকবেই।

এখানে উদ্ধৃত অংশটুকুর উপর সামান্য বিবেক খরচ করলেও বুঝা যায় যে, এ ইবারত বর্ণনায় কোনো সমস্যা হয়েছে। কেননা যে ভূখণ্ড এতোদিন দারুল হারব; মুসলমানদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার কথা বলা কি একেবারেই অযৌক্তিক নয়? এখানে মূলত এক-দেড় লাইনের মতো ইবারত বাদ পড়েছে। আ'যমি রহ. মূল ইবারত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে কিন্তু নিজের বুঝ অনুযায়ী দলিলকে আরো মজবুত করতে পারতেন। আমরা 'খিযানাতুল মুফতিন' থেকে পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি। আর 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে 'শারহু সিয়ারিল আসল'র পরিবর্তে 'শারহুল আসল' বলা হয়েছে।

হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন আসসামানকানি (মৃঃ ৭৪৬ হিঃ) তাঁর 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাহেবাইনের মতামত উল্লেখ করার পর বলেন-

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، وإن يبقى فيها كافر أصلي أو لم يكن متصلة بدار الإسلام بأن كان بينها وبين دار الإسلام مصر آخر لأهل الحرب. ودار الإسلام لا تصير دار الحرب إذا بقي شيء من أحكام أهل الإسلام، وإن زال غلبة أهل الإسلام. كذا في شرح الأصل. (خزانة المفتين لحسين بن محمد بن حسين السَمَنْقاني -المخطوطة- كتاب السير صـ١٢٩).

"দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায় তাতে ইসলামি আইন-**কানুন জারি করার** মাধ্যমে; যদিও তাতে আদিবাসী কাফেরের **অবস্থান**

থাকে বা তা দারুল ইসলাম সংলগ্ন না হয়, বরং সেটির মাঝে এবং দারুল ইসলামের মাঝে হারবিদের অন্য অঞ্চল থাকে। আর মুসলমানদের কোনো বিধান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় না, যদিও মুসলমানদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়।" (খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি- পৃ: ১২৯)।

বাকি এ বক্তব্যের ব্যাপারেও আমাদের মন্তব্য তাই, যা আমরা ইসবিজাবি, উসরুশানি ও ইবনে কাযি সামাওয়ানার বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলে এসেছি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়; এ সকল ফকিহের কারণ বর্ণনার প্রয়োগধারা কিন্তু প্রায় একই। মূল উৎস সামনে থাকলে হয়তো দেখা যেতো, একজনের কথাই সকলে বর্ণনা করছেন, অথবা একজনের অনুসরণে অপরজন বলে চলছেন।

শাহজাহানপুরির ব্যাপারে আ'যমির মন্তব্য

আ'যমি রহ. পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে নিজের ভুল বর্ণনা ও ভুল বুঝের উপর নির্ভর করেই মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির (মৃ: ১৩৯৬ হি:) ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন-

پس جن لوگوں نے (جیسے مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری نے) کلیۂ اقتدار اعلی کو مدار حکم بنا کر یہ لکھ دیا کہ جن بلاد میں اقتدار اعلی کفار کے ہاتھ میں ہو، وہ بلاد دار الحرب ہیں، انہوں نے صریح غلطی کی ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۴)۔

"সুতরাং যারা (যেমন মুফতি মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরি) পূর্ণমাত্রায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে হুকুমের ভিত্তি বানিয়ে এটি লিখে দিয়েছেন যে, 'যে সকল রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা কাফেরদের হাতে তা দারুল হারব', তারা সুস্পষ্ট ভুল করেছেন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৪)।

মন্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির রহ. ব্যাপারে এ মন্তব্য করে নিজের ফিকহি গভীরতার অভাব ও ইতিহাস ও 'আহওয়াল' পরিস্থিতির ব্যাপারে অবগত না হওয়ার পূর্ণমাত্রায় পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য মাসআলায় মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির 'তাফাক্কুহ', সূক্ষ্মদৃষ্টি ও পরিস্থিতির ব্যাপারে সচেতনতার ধারে-কাছেও আ'যমি রহ. ঘেঁষতে পারেননি।

আ'যমি রহ. যখন ফিকহের ইবারতে কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে আসা সত্ত্বেও মুসলিম বিচারকগণ ইসলামি আইন-কানুন জারি রাখায় তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কথা দেখেছেন, তখন ফিকহি ইবারতের বাস্তবতা অনুধাবন করতে না পারায় এবং পরিস্থিতির ব্যবধানের বিষয়টি উপলব্ধি না করায় মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. প্রমুখ কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ভিত্তি বানানো তাঁর নিকট সুস্পষ্ট ভুল মনে হয়েছে।

অথচ আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা শক্তিশালী বা মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিদ্যমান ছিলো, তখন কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা মুরতাদ হয়ে বা কাফেররা চুক্তিভঙ্গ করে অথবা অন্য কোনো দারুল হারবের কাফেররা তা দখল করে নিলেও তাদের আইন-কানুন জারি করার সাহস পেতো না। সে প্রেক্ষিতেই ফুকাহায়ে কেরাম মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু যখন মুসলমানদের খিলাফত ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও দাপট বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে, তখন আর পূর্বের অবস্থা বাকি থাকেনি। বরং তারা কোনো অঞ্চল দখল করলেই তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ভিত্তি বানানো শতভাগ যথার্থ।

এ বিন্দুতে এসে মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. যে 'তাফাক্কুহ' ও সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আ'যমি রহ. অনুধাবন করতে পারেননি। শাহজাহানপুরির সমকালীন প্রেক্ষাপটে কাফেরদের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকাকে দারুল হারবের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হুবহু প্রণিধানযোগ্য তথা সাহেবাইন ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের রায়। এতে ভুলের লেশমাত্রও নেই। বরং সুস্পষ্ট ভুল আ'যমি রহ. করেছেন।

আ'যমি রহ. কর্তৃক উদ্ধৃত আরো কিছু ফিকহি ইবারতের পর্যালোচনা

আমরা পূর্বেও বলেছি, আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকার বিন্যাস বলতে গেলে জিরোর কোঠায়। তিনি তাঁর দাবির পক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছু ফিকহি ইবারত উল্লেখ করেছেন। আমরা সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করছি।

ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার বক্তব্য

পূর্বের উদ্ধৃতিগুলো পেশ করে মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির উপর আপত্তি করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اسی طرح ان عبارات میں سے دو میں بصراحت یہ مذکور ہے کہ جو بلاد اسلام کفار کے قبضہ میں چلے گئے ہیں، ان میں جب تک ایک حکم اسلام بھی باقی رہے گا اس وقت تک وہ دار الحرب نہیں ہو سکتے، اور بعینہ یہی بات صراحت کے ساتھ بزازیہ میں بھی مذکور ہے:

وأما البلاد التي عليها ولاة كفار فيجوز فيها (أيضاً) إقامة الجمع والأعياد، والقاضي قاض بتراضي المسلمين ...... وقد تقرر أن ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۴-۱۵)۔

"তেমনিভাবে উপর্যুক্ত ইবারত থেকে দু'টি ইবারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে সকল ইসলামি ভূখণ্ড কাফেরদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গেছে, সেগুলোতে যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি ইসলামি বিধানও অবশিষ্ট থাকবে, তা দারুল হারব হতে পারে না। আর হুবহু এ কথাটিই সুস্পষ্টভাবে বাযযাযিয়াতে উল্লেখ হয়েছে-

এবং যে সকল অঞ্চলে কাফের শাসক রয়েছে, তাতেও জুমআ, ঈদ আদায় করা জায়েয আছে। যেহেতু বিচারক মুসলমানদের সন্তুষ্টিক্রমেই বিচারক ......। আর এটি স্বীকৃত কথা যে, 'ইল্লাত' কারণের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকলে হুকুমও বিদ্যমান থাকে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৪-১৫)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ'যমি রহ. 'বাযযাযিয়া'র পূর্ণ বক্তব্যটি তাঁর পুস্তিকার ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে মূলত বক্তব্যটি 'মুলতাকাত' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'মুলতাকাত'র বক্তব্য পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে, 'যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে রয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলো দারুল ইসলাম, দারুল হারব নয়। কেননা সেগুলো দারুল হারব সংলগ্ন নয় এবং তারা তাতে কাফেরদের আইন-কানুন প্রকাশ করেনি, বরং বিচারকরা মুসলমান।'

অতঃপর 'মুলতাকাত' কিতাবে কিছু মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো 'বাযযাযিয়া'তেও উল্লেখ হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, 'যে সকল অঞ্চলে কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলমান শাসক থাকে, সেখানে মুসলমানের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকায় তাতে জুমআ, ঈদ আদায় করা, 'খারাজ' গ্রহণ করা, বিচারকদের অনুসরণ করা ও বিধবাদের বিয়ে দেয়া জায়েয আছে।'

আরেকটি মাসআলা হচ্ছে, যা আ'যমি রহ. এখানে উল্লেখ করেছেন। এবং এ মাসআলার শেষে আছে, 'মুসলমানদের জন্য একজন মুসলিম শাসক অনুসন্ধান করে নেয়া আবশ্যক।' (দেখুনঃ আলমুলতাকাত পৃঃ ২৫৫, বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব-টীকায় ৬/৩১১)।

ইবনুল বাযযায আলকারদারি রহ. 'মুলতাকাত' থেকে বিভিন্ন মাসআলা ও প্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'তে "وقد تقرر ...." কথাটি উল্লেখ করেছেন। তো এটিই প্রকাশ্য যে, তিনি মূল মাসআলা তথা কাফেরদের দখলে থাকা সত্ত্বেও দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়ায় এবং কাফেররা তাতে আইন-কানুন প্রকাশ না করায়, বরং বিচারকরা মুসলমান থাকায় তা দারুল ইসলাম হিসেবে বিদ্যমান থাকার কারণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বলা যায় তিনি "شيء من العلة" বলে এ বিষয়গুলো বুঝাতে চেয়েছেন যা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেমনটি আমরা ইসবিজাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি।

আ'যমি রহ. বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর এক বিস্ময়কর দাবি করেছেন। যা আমরা আ'যমি রহ. কর্তৃক 'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র ব্যাখ্যার আলোচনায় উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ।

বাযযাযিয়ার আরেকটি বক্তব্য

'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে ইবনুল বাযযায আলকারদারির (মৃঃ ৮২৭ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

بزازیہ میں ہے:

وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار كانت من ديار الإسلام، وبعد استيلائهم إعلان الأذان أو الجمع والجماعات والحكم بمقتضى الشرع

والفتوى والتدريس ذائع بلا نكير من ملوكهم، فالحكم بأنها من دار الحرب لا جهة له نظراً إلى الدراسة والدراية. (دار الاسلام اوردار الحرب ص١٥)۔

"বাযযাযিয়াতে আছে, আমরা ঐক্যমত্যে এই মতামত প্রদান করেছি যে, এই অঞ্চলগুলো তাতারিদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পূর্বে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পরও তাদের শাসক কর্তৃক হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রকাশ্যে আযান বা জুমআ ও জামাআত, শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা, ফাতওয়া এবং দরস-তাদরিস জারি আছে। সুতরাং ফিকহি গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোকে দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো কারণ নেই।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৫)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

ইবনুল বাযযায আলকারদারির উপর্যুক্ত বক্তব্যে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু আ'যমি রহ. কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা অস্পষ্ট। কেননা ইবনুল বাযযাযের বক্তব্যে স্পষ্টই আছে যে, তাতে শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা জারি আছে। সুতরাং তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। নাকি তিনি 'হুকুম' দ্বারা জুমআ ও ঈদ ইত্যাদি বুঝেছেন; সেটির স্বতন্ত্র উল্লেখ এর পূর্বে আছে। আর যদি 'হুকুম' দ্বারা ফাতওয়া দেয়া বুঝে থাকেন; সেটিরও স্বতন্ত্র উল্লেখ পরে আছে।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় ইবনুল বাযযাযের বক্তব্যের পরবর্তী অংশ থেকে, যা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমিও তাঁর পুস্তিকার ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইবনুল বাযযায বলেন-

وإعلان بيع الخمور وأخذ الضرائب والمكوس **والحكم من البعض برسم التتار** كإعلان بني قريظة بالتهود وطلب الحكم من الطاغوت في مقابلة محمد عليه الصلاة والسلام في عهده بالمدينة، ومع ذلك كانت بلدة الإسلام بلا ريب. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية ٣١٢/٦).

"এবং প্রকাশ্যে মদ বিক্রয়, খাজনা ও কর আদায় করা এবং **কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা,** বনি কুরাইযার ইহুদি

হওয়ার প্রকাশ ও নববি যুগে মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীতে 'তাগুত' থেকে ফয়সালা কামনা করার ন্যায়।[২২] তবুও তা নিঃসন্দেহে দারুল ইসলাম ছিলো।" (বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব-টীকায় ৬/৩১২)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে 'কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা'; এ অংশ থেকেই স্পষ্ট যে, মৌলিকভাবে তাতে ইসলামি আইন-কানুনই জারি ছিলো। বনি কুরাইযার উপমা পেশ করায় তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। এমন ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার ব্যাপারে কারোই কোনো দ্বিমত নেই।

এর বিপরীতে যেখানে তাতারিরা তাদের আইন-কানুন জারি করেছে, সেটিকে 'ফাতহুল কাদির' কিতাবে দারুল হারব আখ্যা দেয়া হয়েছে; যেমনটি আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয়ের আলোচনায় ইবনুল হুমামের শব্দে উল্লেখ করেছি।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানির বক্তব্য

ইবনুল বাযযায আলকারদারির পূর্বোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করার পর 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে আব্দুল আযিয ইবনে আহমাদ ইবনে নাসর শামসুল আইম্মা আলহালওয়ানির (মৃ: ৪৪৮/৪৪৯ হি:) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور مذکورہ بالا عبارتوں میں تو اس سے بھی کم میں، یعنی صرف ایک حکم اسلامی باقی رہنے کی صورت میں بھی دار الاسلام باقی رہنے کا حکم لگایا گیا ہے، اور اسی کی تائید حلوانی وغیرہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے، بزازیہ میں حلوانی سے منقول ہے:

إنما تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر، وأن لا يحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب ص١٦)۔

২২. এখানে 'তাগুতের ঈমান রক্ষা পর্ষদ'র জন্য একটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। উল্লিখিত বক্তব্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপরীতে যার থেকে ফয়সালা কামনা করা হয়েছে, তাকে 'তাগুত' আখ্যা দেয়া হয়েছে।

"উপর্যুক্ত ইবারতগুলোতে তার চেয়েও কম অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি ইসলামি বিধান অবশিষ্ট থাকা অবস্থায়ও দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকার কথা বলা হয়েছে। হালওয়ানি প্রমুখগণের ভাষ্য দ্বারাও এটির সমর্থন হয়। 'বাযযাযিয়া'তে হালওয়ানির সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে-

এবং দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় কুফরি আইন-কানুন জারি করা এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন থেকে কোনো আইনে ফয়সালা না করার মাধ্যমে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৬)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি কথা-

ক) আ'যমি রহ. এখানেও অনুবাদের ক্ষেত্রে যথারীতি লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি হালওয়ানির কথার অর্থ করেছেন, "کوئی ملک احکام کفر کے اجراء سے اس وقت دار الحرب ہو گا کہ اس میں احکام اسلام میں سے ایک حکم کا بھی اجراء نہ ہو" (কোনো রাষ্ট্র আহকামে কুফর জারি হওয়ায় তখন দারুল হারব হবে, যখন তাতে আহকামে ইসলাম থেকে একটি হুকুমও জারি থাকবে না)।

অথচ বাহ্যত শব্দের স্বাভাবিক অর্থ যে কেউ এভাবে করবে- اور دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے احکام کفر کے جاری کرنے سے اور اس میں احکام اسلام میں سے کسی حکم سے فیصلہ نہ کیا جائے" (এবং দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয় কুফরি আইন-কানুন জারি করা এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন থেকে কোনো আইনে ফয়সালা না করার মাধ্যমে)। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক অর্থ থেকে বারবার সূক্ষ্মভাবে কেনো সরে যান; সেটির প্রতি আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করে এসেছি।

খ) শামসুল আইম্মা হালওয়ানির পূর্ণ বক্তব্য 'বাযযযিয়া'র সূত্রে আ'যমি রহ. নিজেও তাঁর পুস্তিকার ২৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হালওয়ানি রহ. মূলত ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্ত তিনটি উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথম শর্ত তথা কুফরি আইন-কানুন জারি করাকে স্পষ্ট করতে 'আতফে তাফসিরি' হিসেবে এ কথাও বলেছেন যে, তাতে ইসলামি আইনে ফয়সালা না করা। এখানে ব্যবহারভঙ্গি তথা ইসলামি কোনো আইনে ফয়সালা না করা থেকে এ ফলাফল বের করা যে, একটি

আইনে ফয়সালা করা হলেও বা একটি বিধান জারি থাকলেও তা দারুল হারবে পরিণত হবে না; সুস্পষ্ট ভুল। যদি তাই হতো, তাহলে তিন শর্তের প্রয়োজন ছিলো না, বরং এক শর্তেই সর্বযুগে সকল দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানির মতো ব্যক্তিত্ব এমন 'শায' মতের প্রবক্তা হতে পারেন না।

বা বলা যায় "حكم" দ্বারা "حكم واحد" নয় বরং "جنس حكم" উদ্দেশ্য, আর "من" দ্বারা সে 'হুকুম'র বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তখন আর শামসুল আইম্মা হালওয়ানির কথার অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে না।

গ) বর্তমান সময় হিসেবে শামসুল আইম্মা হালওয়ানির বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা বর্তমান সময়ে কুফরি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ ইসলামি কোনো আইন অনুযায়ী ফয়সালা না করা। যে সকল আইন বাহ্যত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; তা ইসলামের দাপটের কারণে ইসলামি আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এমন নয়, বরং তা গ্রহণ করা হয়েছে কুফরি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় কুফরি আইন হিসেবে। সুতরাং কুফরি সংবিধানে পরিচালিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য যে, তাতে কুফরি আইন-কানুন জারি করা হয়েছে এবং ইসলামি কোনো আইনে ফয়সালা করা হয় না।

ঘ) শামসুল আইম্মা হালওয়ানি রহ. শর্ত তিনটি উল্লেখ করার পর শর্ত তিনটির যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে বলেন-

فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دار الحرب، وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقى ما كان على ما كان، أو يترجح جانب الإسلام احتياطاً، ألا يرى أن دار الحرب تصير دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام اجماعاً. (الفتاوي البزازية، كتاب السير، الفصل الثالث في الحظر والإباحة، بهامش الفتاوى الهندية ٣١٢/٦).

"যখন সবগুলো শর্ত পাওয়া যাবে, তখন তা দারুল হারবে পরিণত **হবে। আর দলিল**-প্রমাণ ও শর্তাবলী বিপরীতমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে **পূর্বের অবস্থার উপরই বহাল** থাকবে, বা সতর্কতামূলক ইসলামের দিক প্রাধান্য

পাবে। এ জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে শুধুমাত্র ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমেই দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়।" (বাযযাযিয়া, হিন্দিয়ার পার্শ্ব-টীকায় ৬/৩১২)।

হালওয়ানি রহ. যে এখানে দলিলের 'তাআরুয' বিপরীতমুখীর কথা বলেছেন, তা কিসের দলিল? অবশ্যই কর্তৃত্বের দলিল। কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্বের দলিল বিপরীতমুখী হয়ে যায়, তাই পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা বা ইসলামের দিককে প্রাধান্য দিয়ে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত। যেমনটি ইসলামি আইন-কানুন জারি হলে কর্তৃত্বের দলিল সাব্যস্ত হওয়ায় ঐক্যমত্যে তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়।

কিন্তু আ'যমি রহ. শামসুল আইম্মা হালওয়ানির কথার যে ব্যাখ্যা দেখাতে চাচ্ছেন; অর্থাৎ একটি বিধান বহাল থাকলেও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। এটিকে কি কোনো বিবেকবান কর্তৃত্বের দলিলের 'তাআরুয' বিপরীতমুখী বলবে যে, একদিকে কুফরি আইন-কানুন জারি হয়ে গেছে, আর অপরদিকে একটিমাত্র ইসলামি বিধান বহাল আছে?

রদ্দুল মুহতারের বক্তব্য

'রদ্দুল মুহতার'র বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

ردالمحتار میں ہے:

لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. (دارالاسلام اور دارالحرب ص۲۳)۔

"রদ্দুল মুহতারে আছে, যদি মুসলমানদের আইন-কানুন ও মুশরিকদের আইন-কানুন জারি করা হয়, তাহলে তা দারুল হারব হবে না।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২৩)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

মূলত বক্তব্যটি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল তহতাবির (মৃ: ১২৩১ হি:)। ইবনে আবেদিন শামি তা তহতাবির উদ্ধৃতিতেই উল্লেখ করেছেন এবং হাবিবুর রহমান আ'যমিও ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় তহতাবি ও শামির সূত্রে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: হাশিয়াতুত তহতাবি আলাদ দুররিল মুখতার ২/৪৬০, রদ্দুল মুহতার ৬/২১৫)।

আল্লামা তহতাবি ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত তিন শর্তের প্রথমটি উল্লেখ করার পর এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। এতে অস্পষ্টতার কিছুই নেই। কোনো দারুল ইসলাম কাফেরদের দখলে আসার পরও পূর্ণমাত্রায় তাদের আইন-কানুন জারি করতে না পারা বা না করা মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহাল থাকার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং সাময়িক সময়ের জন্য সেটিকে দারুল ইসলামের বহির্ভূত মনে করার প্রয়োজন নেই। যেমনটি পূর্বে 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাতারিদের দখলে আসার পরও যে সকল অঞ্চলে শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা চলছে; তো কেউ কেউ তাতারিদের রীতি-নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করা সত্ত্বেও তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আল্লামা তহতাবি কর্তৃক বর্ণিত অবস্থার সারাংশও তাই।

আবুল ইউসরের বক্তব্য

'ফাতওয়া আব্দুল হাই', 'কাসেমুল উলুম' ও 'তহতাবি'র সূত্রে 'সিয়ারুল আসল' থেকে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কারিম সাদরুল ইসলাম আবুল ইউসর আলবাযদাবির (মৃঃ ৪৯৩ হিঃ) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وفي سير الأصل لأبي اليسر: أن دار الإسلام لا تصير دار الحرب ما لم يبطل جميع ما صارت به دار الإسلام، لأن الحكم إذا ثبت بعلة فما بقي من العلة شيء يبقى ببقائه. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ٢٤)۔

"আবুল ইউসরের সিয়ারুল আসলে রয়েছে, যতো কারণে দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে, সবগুলো বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হবে না। কেননা হুকুম যখন কোনো 'ইল্লাত' কারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন 'ইল্লাত' কারণের কিছু একটা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত হুকুম বহাল থাকে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ২৪)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

সাদরুল ইসলাম আবুল ইসরের বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুনঃ ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১২৯)। 'তহতাবি'তে তা

'ফুসুলে উসরুশানি'র সূত্রে আর 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে 'খিযানাতুল মুফতিন'র সূত্রে এবং 'কাসেমুল উলুম' কিতাবে 'তহতাবি'র সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। "لأن الحكم" থেকে শেষের অংশ শুধুমাত্র 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবে উল্লেখ হয়েছে, তাই 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তেও সেভাবে আছে। অন্যান্য কিতাবে এ অংশটির উল্লেখ হয়নি। (দেখুন: তহতাবি ২/৪৬১, কাসেমুল উলুম পৃ: ৩৬০, ফাতাওয়া আব্দুল হাই পৃ: ৪৭৯)।

যা হোক, সাদরুল ইসলাম আবুল ইসরের বক্তব্যের ব্যাখ্যাও তাই, যা আমরা পেছনে উল্লেখ করে এসেছি। এটিই স্বাভাবিক যে, সাদরুল ইসলাম আবুল ইসর ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন।

তো আমাদের মনে রাখা উচিত, দারুল ইসলাম একটি বিধান জারি হওয়ার মাধ্যমে দারুল ইসলাম হয়নি, বরং দাপট ও কর্তৃত্বের কারণে দারুল ইসলাম হয়েছে। সুতরাং সবগুলো বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ দাপটের সকল প্রমাণ বিলুপ্ত হওয়া। আর কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতি কর্তৃত্ব ও দাপটের বিলুপ্তি প্রমাণ করে না। এই অর্থ নয় যে, ইসলামের একটি বিধান জারি থাকলেও তা দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে; যা সুস্পষ্ট একটি অসার দাবি।

মানশুর কিতাবের বক্তব্য

'ফাতওয়া আব্দুল হাই', 'কাসেমুল উলুম' ও 'তহতাবি'র সূত্রে 'মানশুর' কিতাব থেকে 'মানশুর' ও 'মুলতাকাত' কিতাবদ্বয়ের লেখক নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসামারকান্দির (মৃ: ৫৫৬ হি:) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেন-

وفي المنشور: أن دار الإسلام صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها، فما بقي علقة من علائق الإسلام يترجح جانب الإسلام. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ٢٥)۔

"মানশুর কিতাবে আছে, দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার মাধ্যমে। সুতরাং

ইসলামসম্পৃক্ত কোনো সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকলে ইসলামের দিকটিই প্রাধান্য পাবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ২৫)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দির বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'খিযানাতুল মুফতিন' কিতাবেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুনঃ ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১০, খিযানাতুল মুফতিন -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১২৯)।

এক্ষেত্রেও এটিই স্বাভাবিক যে, নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। আর হুবহু এ শব্দ শাইখুল ইসলাম ইসবিজাবির শব্দেও পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং এখানে নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

লামেশির বক্তব্য

'কাসেমুল উলুম', 'ফুসুলে উসরুশানি' ও 'জামেউল ফুসুলাইন'র সূত্রে হুসাইন ইবনে আলি আবুল কাসেম আললামেশির (মৃঃ ৫২২ হিঃ) বক্তব্য আ'যমি রহ. এভাবে উল্লেখ করেন-

ذكر اللامشي في واقعاته: أنها صارت دار الإسلام بهذه الأعلام الثلاثة، فلا تصير دار حرب ما بقي شيء منها. (دار الاسلام اور دار الحرب ص٢٦)۔

"লামেশি তাঁর 'ওয়াকিআত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, দারুল ইসলাম দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে এ তিনটি নিদর্শনের মাধ্যমে। সুতরাং তিনটির কোনো একটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ২৬)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আবুল কাসেম আললামেশির বক্তব্যটি 'ফুসুলে ইমাদি' ও 'তহতাবি'তেও উল্লেখ হয়েছে। (দেখুনঃ ফুসুলে ইমাদি -পাণ্ডুলিপি- পৃঃ ১০, তহতাবি ২/৪৬১)।

আবুল কাসেম আললামেশির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্ত তিনটি উল্লেখ করে সেটির কারণ বর্ণনা করেছেন। আর পেছনে এ ব্যাপারে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই।
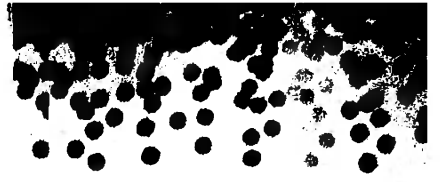
এ পর্যায়ে এসে একটি বিষয় সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আ'যমি রহ. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সহজলভ্য গ্রহণযোগ্য কিতাবগুলো বাদ দিয়ে তাঁর দাবির পক্ষে সিংহভাগ ওই সকল ফকিহের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যাঁদের বক্তব্যের মূল উদ্ধৃতিসূত্র এবং তাঁদের পুরো আলোচনা তাঁর সামনে নেই।

মূলত তিনি গভীর অধ্যয়ন করে ফিকহের গূঢ় থেকে মাসআলা সমাধান কবার চেষ্টা করেননি। 'ফুসুলে উসরুশানি' ও 'ফাতাওয়া আব্দুল হাই'তে যেহেতু এই টুকরো টুকরো বক্তব্যগুলো একত্রে আছে, তাই তিনি এগুলোকেই 'মূল' বানিয়ে এদিক-সেদিক থেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী আরো কিছু খণ্ডিত ফিকহি ইবারত সংযোজন করে দলিলের নামে কিছু একটা পেশ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে, অর্থাৎ কঠিন পদস্খলনের শিকার হয়েছেন।

মাবসুতে সারখসির বক্তব্য

'মাবসুত' থেকে ইমাম শামসুদ্দিন সারাখসির (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

اور مبسوط سرخسی میں ہے:

وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر تمام القهر والقوة، وذلك باستجماع الشرائط كلها، (إلى قوله) ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض. (دار الاسلام اور دار الحرب ص ٢٦-٢٧)۔

"এবং মাবসুতে সারাখসিতে আছে, আর ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। .... এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে, তো হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ২৬-২৭)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শামসুদ্দিন সারাখসির পূর্ণ বক্তব্য আমরা 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ করেছি। সারাখসি রহ. প্রথমে সাহেবাইনের মতের কারণ উল্লেখ করে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তের যৌক্তিকতা এমনভাবে দেখিয়েছেন; যার দ্বারা উভয় মতের মাঝে অনেকটা 'তাতবিক' হয়ে যায়। কিন্তু

আ'যমি রহ. ইবারত বর্ণনায় এমন অস্বাভাবিক লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছেন, যা দ্বারা এ বিষয়ে তাঁর সত্য গোপনের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে আমরা তাঁর বাদ দেয়া অংশটুকুসহ ইবারতটি উল্লেখ করছি-

ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث، **لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن، فذلك دليل عدم تمام القهر منهم.**

وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام، لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر، ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض. (كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين ١٠/١١٤).

"কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. পূর্ণ ক্ষমতা ও পরাক্রমশালী হওয়া বিবেচনায় নিয়েছেন। কেননা এই অঞ্চলটি মুসলমানদের সংরক্ষণে থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সুতরাং মুশরিকদের ক্ষমতার পূর্ণতা ব্যতীত ওই সংরক্ষণ বাতিল হবে না। আর তা শর্ত তিনটির উপস্থিতিতেই সাব্যস্ত হবে। **কারণ, যখন তা দারুল হারব সংলগ্ন হবে না, তখন তার অধিবাসীরা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের বেষ্টনীতে পরাভূত হয়ে থাকবে। একই কথা যখন মুসলমান ও 'যিম্মি'রা তাতে নিরাপদে থাকবে। আর এটিই তাদের ক্ষমতার অপূর্ণতার দলিল।**

তার দৃষ্টান্ত হলো, কাফেররা যদি দারুল ইসলামে মুসলমানের মাল নিয়ে নেয়, তাহলে দারুল হারবে সংরক্ষণের আগ পর্যন্ত কর্তৃত্বের অপূর্ণতার কারণে তাদের মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এছাড়াও যতোক্ষণ পর্যন্ত মূলের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে, তো হুকুম তারই হবে, পরে আসা বিষয়ের নয়।" (কিতাবুল মাবসুত ১০/১১৪)।

সারাখসি রহ. স্পষ্টই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, মূল ভিত্তি হলো ক্ষমতা ও দাপট নিঃশেষ হওয়া বা প্রতিষ্ঠা হওয়া। কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে

যেহেতু কাফেরদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপূর্ণ থেকে যায় এবং এটি তাদের দখলে সাময়িক সময়ের জন্য হস্তগত হওয়া প্রমাণিত হয়, তাই এটিকে দারুল হারবের হুকুমে আনার প্রয়োজন নেই। এ জন্যই সারাখসি রহ. পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন- "وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار" (বরং মুরতাদরা দিনের কিছু সময়ের জন্য তা দখল করেছে)। সুতরাং 'মূলের কোনো নিদর্শন' বলে সারখসি রহ. কর্তৃত্বের নিদর্শনই বুঝাতে চেয়েছেন; যা তার পুরো আলোচনার আলোকে স্পষ্ট। কিন্তু আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সামনে পূর্ণ আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ইবারতকে কাটছাঁট করে তিনি যথারীতি নিজের অলীক ধারণা ও ভুল বুঝের উপর ফিকহের ইবারতকে সমঞ্জস করতে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন; যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে। إنا لله وإنا إليه راجعون।

'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র ব্যাখ্যায় আ'যমি রহ.

আমরা আমাদের রচনার শুরুতেই ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের আলোকে 'আহকামুল ইসলাম জারি করা'র অর্থ স্পষ্ট করেছি যে, তা দ্বারা মৌলিকভাবে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা উদ্দেশ্য। শুধুই নিজেরা জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা বা ব্যক্তিগতভাবে সালাত-সাওম পালন করতে পারা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. শেষোক্ত বুঝটি ধারণ করে দলিল নামে কিছু একটা পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্যেকে ভুল আখ্যা দিতে গিয়ে নিজেই ভ্রান্তির অতল গহ্বরে পতিত হয়েছেন।

তিনি তাঁর দাবির পক্ষে দু'টি কথা বলেছেন-

প্রথম বক্তব্য

পূর্বোল্লিখিত ইসবিজাবি, উসরুশানি প্রমুখগণের বক্তব্য উল্লেখ করার পর 'বাযযাযিয়া'র বক্তব্যটি বর্ণনা করে; যেমনটি আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, এক বিস্ময়কর দাবি করতে গিয়ে তিনি বলেন-

پس یہ خیال کرنا کہ جب حکمرانی، بندوبست رعایا، اور خراج وعشور اموال تجارت کی وصولی، اور چوروں یا ڈاکوؤں کو سزا دینے کا اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تک یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حکم

اسلام جاری ہے، اور اسی خیال کو مذہب احناف ظاہر کرنا، جیسا کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ان تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا امور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوں، مگر اعلان کے ساتھ جمعہ وجماعت کی اقامت، شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ (پنچائتی سہی) اور افتاء وتدریس بلا نکیر شائع ہو، تو از روئے مذہب احناف یہ بھی دار الاسلام ہونے کے لئے کافی ہے، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ احکام اسلام جاری ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۵)۔

“সুতরাং এ ধারণা করা যে, যখন শাসন, জনসাধারণের নিয়ম-নীতি, ব্যবসায়ী পণ্যের ‘খারাজ’ ও ‘উশর’ আদায় এবং চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে থাকে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ কথা বলা সহিহ নয় যে, ইসলামের হুকুম জারি আছে এবং এটিকে হানাফিদের মাযহাব হিসেবে প্রকাশ করা; যেমনটি শাহ আব্দুল আযিযের রহ. দিকে সম্বন্ধযুক্ত, তা এ সকল সুস্পষ্ট বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সঠিক কথা হলো, যদি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো মুসলমানদের হাতে না থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে জুমআ ও জামাআত আদায়, শরিআতের বিধান অনুযায়ী (পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ পদ্ধতিতে হলেও) ফয়সালা এবং ফাতওয়া প্রদান ও দরস-তাদরিস প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জারি থাকে, তাহলে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী তা দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ এবং এটি বলা সহিহ যে, আহকামে ইসলাম জারি আছে।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৫)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

আ’যমি রহ. তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যে অনেকগুলো অবাস্তব কথা, অসার দাবি ও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে কয়েকটির দিকে ইঙ্গিত করছি-

ক) তিনি "ان تصریحات" এ সকল বক্তব্য’ বলে যদি ‘বাযযাযিয়া’তে উদ্ধৃত ‘মুলতাকাত’র বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন; তাহলে আমরা সে বক্তব্যের পর্যালোচনায় স্পষ্ট করেছি যে, নাসিরুদ্দিন আসসামারকান্দি **‘মুলতাকাত’** কিতাবে মুলত জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে

দু'টি অবস্থা তুলে ধরেছেন। কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো অঞ্চলে মুসলমান গভর্নর থাকলেও তিনি জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন এবং অমুসলিম গভর্নর হলেও যদি জুমআ-ঈদ আদায় করা যায়, তাহলেও তিনি জুমআ-ঈদ ইত্যাদি সহিহ হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। অঞ্চলদু'টি দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নাকি দারুল হারবের; এমন কোনো কথা তিনি বলেননি। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তিনি দারুল ইসলাম হওয়ার 'দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তাহলেও সেটি ইমাম আবু হানিফার রহ. 'আমান'র শর্তের ভিত্তিতে হতে পারে। কিন্তু এতোটুকুর কারণে 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' এমন বিষয়ের দিকে স্পষ্ট তো দূরের কথা অস্পষ্টভাবেও কোনো ইঙ্গিত তিনি করেননি।

আর যদি "ان تصريحات" এ সকল বক্তব্য' দ্বারা আ'যমি রহ. পেছনে উদ্ধৃত সকল বক্তব্য উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে আরো কঠিন অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ পেছনের বক্তব্যগুলোর সারাংশই হলো, যেহেতু 'আহকামুল কুফর জারি করা'র শর্তে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন; সকলে একমত, তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত দু'টি শর্তের যৌক্তিকতা বুঝাতে একেকজন একেকভাবে কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যে স্পষ্ট তো দূরের কথা অস্পষ্টভাবেও এমন কথার দিকে ইঙ্গিত হয়নি যে, এতোটুকুর কারণে 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলা হবে। যদি তাই হতো, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইনের মতানৈক্য উল্লেখ করারও প্রয়োজন ছিলো না এবং উভয় মতামতের ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখানোরও প্রয়োজন ছিলো না।

নিজের ভ্রান্ত বুঝকে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করে সেটিকে হানাফিদের মাযহাব বানানো এবং শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বক্তব্যকে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে সামান্যতম হলেও বিবেক বাধাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

খ) তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ দ্বারা বুঝা যায়, 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলার জন্য চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে থাকা জরুরি নয়। পরবর্তী অংশে বুঝাতে চেয়েছেন, পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য

সালিশ পদ্ধতিতে শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারা 'আহকামুল ইসলাম জারি আছে' বলার জন্য যথেষ্ট।

কথা হলো, মুসলিম পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ কি শরিআতের বিধান অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ চোরের হাত কাটা বা ডাকাতের হাত-পা কাটার অধিকার রাখে? যদি অধিকার রাখে, তাহলে চোর-ডাকাতের শাস্তির অধিকার মুসলমানদের হাতে আছে। শাহ আব্দুল আযিয রহ. এটিকেই আহকামুল ইসলাম জারি থাকার অর্থে উল্লেখ করেছেন। আর যদি সে অধিকার না থাকে, তাহলে 'পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ বাধাহীন শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে' বলাটা কি সঠিক হবে?
তাহলে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির কথায় ভুল কোথায়? আর আ'যমি রহ. কী সঠিক বিষয় দেখাতে চেয়েছেন? নাকি নিজের বক্তব্যে নিজের অজান্তেই বিপরীতমুখী কথা বলে দিয়েছেন!

আসল কথা হচ্ছে, যে সকল অঞ্চল কাফেরদের দখলে যাওয়ার পরও ঐক্যমত্যে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সে সকল অঞ্চলের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতে 'শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা চলছে' বা 'বিচারকরা মুসলমান'; এ জাতীয় কথাগুলো আছে। আ'যমি রহ. হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করতে ফুকাহায়ে কেরামের যে সকল ইবারত উল্লেখ করেছেন তাতে এ ইবারতগুলোও রয়েছে। কিন্তু হিন্দুস্তানে তো 'শরিআতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা চলছে' বা 'বিচারকরা মুসলমান'; এটি অনুপস্থিত। অপরদিকে তিনি আদাজল খেয়ে আটঘাট বেঁধে নেমেছেন হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম প্রমাণ করার জন্য। তাই পঞ্চায়েতের বিষয়টি উল্লেখ করে ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের সঙ্গে সমঞ্জস করে কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল তো হতে পারেননি, বরং লেজে গোবরে-বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

গ) বাস্তবেই কি হিন্দুস্তানের পঞ্চায়েত বা বাংলাদেশের গ্রাম্য সালিশ বাধাহীন শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে? যেখানে বাংলাদেশেরই সংবিধানে রয়েছে 'অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' আর ভারতের কথা তো

বলারই প্রয়োজন নেই। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন মুসলিম পঞ্চায়েত কি শরিআত অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারতো? এমন অবান্তর ধারণার কথাও কি আলোচনা করতে হবে! তিনি ভালো করেই জানেন যে, পঞ্চায়েত বা গ্রাম্য সালিশ পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পারস্পরিক কিছু ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা ছাড়া আর কিছুই হয় না। সেক্ষেত্রেও শরিআতের সামান্যতমও তোয়াক্কা করা হয় না।

ঘ) বাংলাদেশ-ভারতের উলামায়ে কেরাম বা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির সমকালীন উলামায়ে কেরাম কি যে কোনো বিষয়ে বাধাহীন ফাতওয়া দিতে পারেন বা পারতেন। যেখানে বাংলাদেশেরই ফাতওয়া বিষয়ক আইনে বলা আছে 'দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কোনো ফতোয়া দেয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা বা সম্মান বিনষ্ট করে ফতোয়া দেয়া যাবে না। তাহলে ভারতের ব্যাপারে আর কী বলা হবে! একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রমাণ করতে কতোগুলো অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

ঙ) দারুল ইসলাম হওয়া ও আহকামুল ইসলাম জারি হওয়া কি একই বিষয়? ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তো আহকামুল ইসলাম জারি না হয়েও দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকার সুযোগ আছে।

আর এটি কি ঐক্যমত্যে হানাফি মাযহাব? সাহেবাইনের যদি ভিন্ন মত না থাকে, তাহলে যেহেতু জুমহুর ও সাহেবাইনের মত একই; সুতরাং সকলেরই রায় এটিই। হানাফিদের মাযহাব বলার প্রয়োজন কী? আর যদি সাহেবাইনের মতানৈক্য থেকেই থাকে, তাহলে দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট বলা সর্বোচ্চ ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী বলা যেতে পারে, হানাফিদের মাযহাব বলা কীভাবে সহিহ হয়েছে? নাকি 'মাযহাবে আবু হানিফা' এবং 'মাযহাবে আহনাফ'; দুই পরিভাষার পার্থক্য তিনি জানেন না।

আর হানাফিদের মাযহাব অনুযায়ী আহকামুল ইসলাম জারি আছে বলার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট; এই দাবির পক্ষে তিনি কি ফিকহের কোনো ইবারত পেশ করতে পারবেন?

দ্বিতীয় বক্তব্য

আ'যমি রহ. তাঁর দাবিকে আরো পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বলেন-

اور مجمع الانہر میں اجراء احکام اسلام کی مثالوں میں صراحۃ اقامت جمعہ وعیدین کا ذکر ہے۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ١٦)۔

"আর 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে আহকামে ইসলাম জারি করার উদাহরণে স্পষ্টভাবে জুমআ ও উভয় ঈদ আদায় করার উল্লেখ আছে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৬)।

বক্তব্যের পর্যালোচনা

শাইখি যাদাহ দামাদ আফিন্দির (মৃ: ১০৭৮হি:) 'মাজমাউল আনহুর' কিতাবে তা মোল্লা খসরুর (মৃ: ৮৮৫ হি:) 'দুরারুল হুক্কাম' কিতাবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আলা আলহাসকাফিও 'আদদুররুল মুখতার' কিতাবে 'দুরারুল হুক্কাম'র উদ্ধৃতিতে তা উল্লেখ করেছেন। মূলত তা মোল্লা খসরুর 'গুরারুল আহকাম'র ইবারত, যা 'দুরারুল হুক্কাম'র মতন-মূলপাঠ। ইবারতটি হচ্ছে-

دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمع والأعياد. (درر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا خسرو، كتاب الجهاد، باب المستأمن ٢٩٥/١، مجمع الأنهر لشيخي زاده، كتاب السير والجهاد، باب المستأمن، ٤٥٥/٢، الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الثالث: باب المستأمن، فصل في استئمان الكافر ٢١٦/٦).

"দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয় তাতে আহকামুল ইসলাম জারি করার মাধ্যমে; যেমন, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা।" (দুরারুল হুক্কাম ফি শারহে গুরারিল আহকাম ১/২৯৫, মাজমাউল আনহুর ২/৪৫৫, আদদুররুল মুখতার -রদ্দুল মুহতারের সাথে- ৬/২১৬)।

আ'যমি রহ. তাঁর দাবির পক্ষে তাঁর ধারণা অনুযায়ী এক কিতাবের উদ্ধৃতি পেয়েই খুশি হয়ে গেছেন। অথচ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন যে, এতে তাঁর ভুল ধারণার পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা, জুমআ-ঈদ কায়েম করাও দারুল ইসলামের একটি রাষ্ট্রীয় কানুন। বিশেষকরে হানাফিদের মূল মাযহাব অনুযায়ী জুমআ সহিহ হওয়ার জন্য খলিফা বা খলিফার প্রতিনিধি আবশ্যক। সুতরাং যে অঞ্চল এতোদিন দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত থাকায় জুমআ-ঈদ আদায় করা হয়নি,

সে অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসার পর কানুন হিসেবেই শাসক বা তার প্রতিনিধির দায়িত্বে পড়ে তাতে জুমআ-ঈদ কায়েম করা।

আ'যমি রহ. নিজেরা মিলে জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা আর কোনো অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসার পর শাসক কর্তৃক ইসলামি রাষ্ট্রের কানুন হিসেবে জুমআ-ঈদ কায়েম করা; দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারেননি। বাক্যের ব্যবহাররীতির দিকে একটু গভীর দৃষ্টি করলেই অনুধাবন করতে পারতেন। প্রথমটি ইসলামি বিধান পালন করতে পারা, আর দ্বিতীয়টি ইসলামি কানুন হিসেবে জারি করা।

আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরামের কল্পনার ত্রিসীমানায়ও এ ধারণা ছিলো না যে, কোনো ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে আসার পরও তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পরিবর্তে কুফরি আইন-কানুন জারি থাকবে এবং মুসলমানরা শুধু নিজেরা নিজেরা জুমআ-ঈদ বা ব্যক্তিগত ইবাদত পালনকেই যথেষ্ট মনে করবে। সুতরাং জুমআ-ঈদকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করার অর্থই তাতে অন্যান্য ইসলামি আইন-কানুন জারি করা হয়েছে।

হ্যাঁ! মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'হুদুদ-কিসাস'র কথা না বলে উদাহরণস্বরূপ জুমআ-ঈদের কথা কেনো বলেছেন? তার উত্তর একেবারেই স্পষ্ট। কোনো ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে আসার পর কয়েকদিনের মাথায় প্রথম জুমাবারে যখন শাসক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জুমআ আদায় করা হবে, তখন সাধারণ থেকে সাধারণ জনগণও জানতে পারবে যে, এখানে এখন ইসলামি আইন-কানুন চলছে। আর বছরের মাথায় যখন ঈদ আদায় করা হবে তখন বিষয়টি আরো ব্যাপকভাবে জানাজানি হবে। কিন্তু এর বিপরীতে 'হুদুদ-কিসাস'র বিষয়টি এমন নয় যে, মুসলমানদের দখলে আসতে না আসতে অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবে এবং কয়েকদিনের মাথায় তা সাক্ষ্য-প্রমাণসহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর তা জুমআ-ঈদের মতো এতো ব্যাপকভাবে জানাজানি হওয়ার বিষয়ও নয়।

পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ তখন অবস্থা এমন ছিলো না যে, মুসলমান শাসক দখল করার পর মিডিয়ার মাধ্যমে ঘোষণা দেবেন- 'আজ থেকে এ ভূখণ্ড মুসলমানদের দখলে এবং তাতে ইসলামি আইন-কানুন চলবে।' বরং কাজে-কর্মে তা

প্রকাশ হতো। বলা যায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মোল্লা খসরু ইসলামি আইন-কানুন জারি করার উদাহরণস্বরূপ জুমআ-ঈদ উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও জুমআ-ঈদ কায়েম থাকার অর্থ 'হুদুদ-কিসাস' কায়েম আছে; সাধারণত ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় এমনটিই ছিলো। এ জন্যই 'আমসারুল মুসলিমিন' মুসলমানদের শহরের পরিচয়ই দেয়া হয়েছে, যাতে জুমআ-ঈদ ও 'হুদুদ' কায়েম করা হয়। আলাউদ্দিন আলকাসানি 'বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে এভাবেই পরিচয় দিয়েছেন-

وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود. (بدائع الصنائع، كتاب السير، مطلب وأما بيان ما يؤخذ به أهل الذمة ١١٣/٧).

"এবং তা মুসলমানদের শহরে মাকরুহ। আর মুসলমানদের শহর হচ্ছে, যাতে জুমআ, ঈদ ও হুদুদ কায়েম করা হয়।" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১১৩)।

'রদ্দুল মুহতার' কিতাবেও এভাবে উল্লেখ হয়েছে-

لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود. (رد المحتار، كتاب الجهاد، الباب الرابع: باب العشر والخراج والجزية، فصل في الجزية، مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها ٢٤٨/٦).

"কেননা নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক মুসলমানদের শহরের সঙ্গে, যাতে জুমআ ও হুদুদ কায়েম করা হয়।" (রদ্দুল মুহতার ৬/২৪৮)।

সুতরাং স্পষ্ট যে, মোল্লা খসরুর বক্তব্যেও এ ভ্রান্তির পক্ষে কোনো দলিল নেই।

আ'যমির রহ. ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্তমান ইসলামের সোনালি যুগ

আ'যমির রহ. মতে যেহেতু আহকামুল ইসলাম জারি করা দ্বারা উদ্দেশ্য জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারা। আর অপরদিকে সকল ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমত্যে আহকামুল ইসলাম জারি করা হলে দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যায়। তো বর্তমানে যেহেতু বলতে গেলে পুরো পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে মুসলমানরা জুমআ-ঈদ বা মোটের উপর ইসলামি বিধি-বিধান পালন করতে পারে। এমনকি ইসরাইলেও মুসলমানরা জুমআ-ঈদ আদায় করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বর্তমানে

ইসরাইলসহ পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম। কমপক্ষে আ'যমির রহ. ভাগ অনুযায়ী হুকমি দারুল ইসলাম তো বটেই।

অযথাই আমরা ইতিহাসের পাতায় ইসলামের সোনালি যুগ খুঁজে বেড়াই। বর্তমান যুগের মোকাবেলায় চার খলিফার যুগসহ কোনো যুগকেই সোনালি যুগ বলার কারণ নেই। কেননা কোনো যুগেই পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম ছিলো না। কিন্তু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বদান্যতায় (?) বর্তমানে পুরো পৃথিবী দারুল ইসলাম। বিশেষকরে আ'যমির রহ. যুগের পর থেকে বলা যায়, মুসলমানরা ইতিহাসের সর্বোত্তম সোনালি যুগে বসবাস করছে। আর ইসলামের এই অর্জনের (?) জন্য শয়তানই একমাত্র শুকরিয়া (?) পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং ট্রাম্প, নেতানিয়াহু ও সুচি প্রমুখ 'আইম্মাতুল কুফর'কে প্রধান অতিথি করে শয়তানের জন্য একটি 'শুকরিয়া মাহফিল'র (?) আয়োজন করা যেতে পারে!!!!!!!!!!!!

এই গৌরবময় অর্জনের উপর শুধু চক্ষুযুগল হতে দু'ফোঁটা অশ্রুর বিসর্জন নয়, বরং চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। فلا حول ولا قوة إلا بالله।

আ'যমি রহ. তাঁর পুস্তিকায় আসলি দারুল হারবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাউথ আফ্রিকাকে আর হুকমি দারুল হারবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্পেনকে। (দেখুন: দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২২-২৩)। অথচ এটি তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিপূর্ণই সাংঘর্ষিক। কেননা উভয় ভূখণ্ডে জুমআ-ঈদ আদায় করা যায়। সুতরাং উভয়টি তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে হুকমি দারুল ইসলাম হতে কোনো বাধা নেই।

পূর্বের 'আমান' বহাল থাকার ব্যাখ্যায় আ'যমি রহ.

পেছনের পূর্ণ আলোচনা যাদের স্মরণে আছে তাদের জানা আছে, দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য 'পূর্বের আমান' বা 'ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য আমান' বিলুপ্ত হওয়ার শর্ত শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফার রহ. রায়। সেক্ষেত্রেও ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যার সারাংশ হচ্ছে, 'আমান' বিলুপ্ত হওয়া কাফেরদের পূর্ণ দাপট ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠার দলিল, আর নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া এবং পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকা কাফেরদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

দুর্বল হওয়া এবং মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার দলিল। শুধু 'আমান' বহাল থাকার বাহ্যত শব্দই উদ্দেশ্য নয়, বরং নতুন করে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন কেনো হচ্ছে বা হচ্ছে না; সেটি দেখার বিষয়। ইমাম আবু হানিফার রহ. সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে এ শর্তের যৌক্তিকতাও ছিলো; যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

কিন্তু আ'যমি রহ. 'বাদায়েউস সানায়ে'র ইবারত" فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر" (সুতরাং মুসলমানদের যদি 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হয়, তাহলে সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল কুফরে পরিণত হবে না) পেয়ে নিজের ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝের উপর এতো অতিরঞ্জন করেছেন এবং বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে এমন বিদ্বেষমূলক কটূক্তি করেছেন; বলা যায়, সত্যের বিপক্ষে অসত্যের বাক্যবাণের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছেন। (দেখুন: দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৬-২২)।

অথচ তিনি যদি শুধু তাঁর উল্লেখকৃত অংশটুকুও একটু গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তাহলেও এতো ভয়ঙ্কর পদস্খলনের শিকার হতেন না। তিনি যদি বিষয়টিকে এভাবে চিন্তা করতেন যে, যেহেতু মুসলমানদের নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন না হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত 'আমান' সাধারণত বহাল আছে; সুতরাং যদি বাস্তবতায় দেখা যায় মুসলমানদের 'ঈমানের দাবিতে প্রাপ্য আমান' বা 'পূর্বের আমান' সাধারণত বহাল নেই, তাহলে সেটিকেই আমলে আনা উচিত। নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে কি হয়নি; তা নিয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তিনি তা নিয়ে বসে থাকতেই পছন্দ করেছেন এবং তৃপ্তির ঢেকুর তুলে অন্যদের প্রতি শুধু আক্রোশই প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও শুধু 'বাদায়েউস সানায়ে' থেকেও যদি তিনি আলাউদ্দিন কাসানির পুরো বক্তব্য বুঝে-শুনে পড়তেন, তাহলেও বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি তো প্রথমেই তাল গাছ নিজের ভাগে নিয়ে নিয়েছেন; এবার বিচার যাই হোক। কাসানি রহ. ইমাম আবু

হানিফা রহ. কর্তৃক অতিরিক্ত শর্তদু'টির যৌক্তিকতা বুঝাতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে বলেছেন-

على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين، أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول، **لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما**. والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع، كتاب السير، فصل وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ١٣١/٧).

আর যদি বলা হয়, সম্বন্ধযুক্ত হওয়া বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়ার বিবেচনায় হয়ে থাকে, (সেক্ষেত্রে আমরা বলবো,) এ দু'টি শর্ত তথা দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া ও পূর্বের আমান বিলুপ্ত হওয়ার অনুপস্থিতিতে কুফরের বিধান প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হয় না। **কেননা তাদের বিধি-বিধান প্রকাশ পাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, আর শর্তদু'টি ব্যতীত প্রতিরক্ষা সাব্যস্ত হয় না।**" (বাদায়েউস সানায়ে' ৭/১৩১)।

আলাউদ্দিন কাসানির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়া বা পূর্বের 'আমান' বহাল থাকা দ্বারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়, ফলে তাদের বিধি-বিধান প্রকাশের দাপটও প্রকাশ পায় না।

এই বিবরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যখন দেখা যাচ্ছে, কাফেরদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের আইন-কানুন দাপটের সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে এবং মুসলমানদের দাপট ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; তারপরও যেহেতু কাফেররা কৌশল হিসেবে নতুন 'আমান' গ্রহণের জন্য বাধ্য করেনি, তাই এ দাবি করা যে, পূর্বের 'আমান' সাধারণত বহাল থাকায় তা দারুল হারবে পরিণত হবে না; এর চেয়ে হাস্যকর দাবি আর কী হতে পারে!

এ তো গেলো আলাউদ্দিন কাসানির বক্তব্যের আলোকে, যার আংশিক ইবারতের অসম্পূর্ণ বুঝের ভিত্তিতে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি তাঁর ভ্রান্ত ধারণার উপর আত্মতৃপ্তির প্রসাদ গিলেছেন। আর যদি আবু বকর আলজাসসাস, সারাখসি, কাযি খান ও বুরহানুদ্দিন আলবুখারি প্রমুখের ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা হয়, তাহলে তো তাঁর দাবির ভ্রান্তি প্রমাণে আর কোনো অস্পষ্টতাই থাকে না। যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে

উল্লেখ হয়েছে; এখানে পুনরাবৃত্তি করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই।

আ'যমির রহ. আরো এক অদ্ভুত কথা

আ'যমি রহ. বুঝেই নিয়েছেন যে, যেহেতু নতুন করে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, তাই হিন্দুস্তানে ইংরেজদের আমলেও পূর্বের 'আমান' বহাল ছিলো এবং এখনো বহাল আছে; চাই মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হোক, মুসলমানরা শঙ্কার মধ্যে জীবন যাপন করুক, ব্যক্তিজীবনেও ইসলামের সব রীতি-নীতি নিরাপদে পালন করতে সক্ষম না হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি এমন এক শক্তিশালী 'আমান' যা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। ইসলাম ও মুসলমান নিঃশেষ হয়ে যাক; কিন্তু যেহেতু নতুন করে 'আমান' গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি, তাই পূর্বের 'আমান' বহাল থাকায় তা দারুল হারবে পরিণত হবে না।

আবু বকর আলজাসসাস রহ. তো বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. আমাদের সময় পেলে সাহেবাইনের মত পোষণ করতেন। আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির ব্যাখ্যা দেখে আমাদেরও বলতে হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ. যদি বুঝতে পারতেন; আ'যমি রহ. জাতীয় ব্যক্তিদের হাতে তাঁর শর্ত এরূপ বিকৃতভাবে 'মাযলুম' হবে, তাহলে তিনি হাজারবার এই শর্ত থেকে 'রুজূ' করে সাহেবাইনের মত পোষণ করতেন।

যা হোক, আ'যমি রহ. তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে অবলা অনুসারীদের গলাধঃকরণ করানোর উদ্দেশ্যে বলেন-

امان وخوف سے ملک کے شہریوں کے باہمی لڑائی دنگے، اور فرقہ دارانہ فسادات میں اتلاف نفس وعرض ومال کا خوف اور بے خوفی مراد نہیں۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص۱۹)۔

"আমান' ও 'খাওফ' দ্বারা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে জান-মাল ও সম্মানহানীর শঙ্কা থাকা না থাকা উদ্দেশ্য নয়"। (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৯)।

দেশপ্রেমে অন্ধত্বের বহিঃপ্রকাশ

আ'যমি রহ. এ কথা বলে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলেছে বা চলছে, তা কি শুধুই

পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ! যেহেতু নতুনকরে 'আমান' গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, তাই পূর্বের 'আমান' সামান্যতমও বিঘ্নিত হয়নি?!?!?!?!?!

অন্যথায় কে না জানে; হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শিরোনামে ভারতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটে চলছে, তা কি পারস্পরিক মারামারি নাকি হিন্দু কর্তৃক মুসলমান হত্যাযজ্ঞের মহড়া! এই মহড়া কি শুধু অধিবাসীদের নাকি নির্বাহী শক্তি ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদের নির্যাস! এটিই কি বাস্তবতা নয়? এর জন্য কি খুব বেশি তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা জরুরি? এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কি এটি নয় যে, এক সময়ের দাঙ্গার নাটের গুরু পরবর্তীতে নির্বাহী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য! এক সময়ের গুজরাটের কসাই মোদি পরবর্তীতে 'অল ইন্ডিয়া'র ত্রাণকর্তা (?)! তখনের দাঙ্গায় তারা সাধারণ অধিবাসী আর এখনের দাঙ্গার পর তাদের মানবতার বাণী অমিয়-সুধা??????

এগুলো যুক্তি-তর্কের বিষয় নয়, এগুলো অনুভূতি ও 'দ্বীনি গাইরাত' আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়। কিন্তু যখন ইসলাম ও মুসলমানদের নির্বোধ ধারক-বাহকরা সাপ হয়ে দংশনের বিষয়টিকে অগোচরে রেখে ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসার মানবতাকে (?) আমলে নেয়, তখন আমাদের মতো ছোটোদের 'আ---হ' বলা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

শাহ আব্দুল আযিয ও গাঙ্গুহির বক্তব্য উপস্থাপনে লুকোচুরি

হিন্দুস্তানে 'আমান'র শর্তও যে বিলুপ্ত হয়েছে, সেটির আলোচনায় আমরা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহিসহ কয়েকজন আকাবিরে আসলাফের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। আ'যমি রহ. শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির বুঝকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

چنانچہ بعض اجلۂ علماء کے کلام سے (بشرطیکہ یہ نسبت صحیح ہو) ظاہر ہے کہ جس ملک میں کوئی مسلمان یا ذمی بلا استیمان کے داخل نہ ہو سکے وہاں امان سابق باقی نہیں رہا......۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص۱۷-۱۸)۔

"যেমন কোনো কোনো সম্মানিত আলেমের বক্তব্য থেকে (নিসবত সহিহ হওয়ার শর্তে) প্রকাশ্য, যে রাষ্ট্রে কোনো মুসলমান বা 'যিম্মি' 'আমান'

গ্রহণ করা ব্যতীত প্রবেশ করতে না পারে, তাতে ‘পূর্বের আমান’ বহাল থাকে না ....।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ১৬-১৭)।

এতোটুকু উল্লেখ করার পর আ'যমি রহ. দাবি করেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক ‘আমান’র ব্যাখ্যার সঙ্গে এটি সমঞ্জস হয় না। কিন্তু শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. যে এর পূর্বেই "کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں" (কেননা তারা মসজিদগুলোকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে দিচ্ছে) বলেছেন; আ'যমি রহ. সুকৌশলে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। (দেখুন: ফাতাওয়া আযিযি -উর্দু- পৃঃ ৪৫৫)।

আর শাহ সাহেবের ব্যাপারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা তো পর্যালোচনার শুরুর দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক ‘আমান’র ব্যাখ্যায় তিনি হাকিমুল উম্মাহ থানবি রহ. কর্তৃক রচিত ‘তাহযিরুল ইখওয়ান’ থেকে উল্লেখ করে তা প্রত্যাখান করেছেন। কিন্তু গাঙ্গুহি রহ. যে এ বিষয়ক তাঁর স্বতন্ত্র রচনা ‘ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম’ রিসালায় হিন্দুস্তানের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন "کہ اگر ادنی کلکٹر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا نکنید ہیچ کس از امیر و غریب قدرت ندارد کہ ادائے آں نماید" (সাধারণ একজন ডেপুটি কমিশনারও যদি আদেশ করে যে মসজিদে জামাআত করো না, তাহলে ধনী-গরিব কেউই তা আদায় করে দেখাতে সক্ষম নয়), তা এড়িয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করেছেন। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া পৃঃ ৬৬৭)।

কেনো এই লুকোচুরি?

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. যে দু'টি অবস্থা তুলে ধরেছেন, প্রত্যেকটি তাঁদের সমকালীন হিন্দুস্তানের বাস্তবতা। আ'যমি রহ. খুব সূক্ষ্মভাবে অবস্থাদু'টি এড়িয়ে গিয়ে একটু সচেতনতার (?) পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন; যদি এ দু'টি অবস্থা পাঠকের সামনে এসে যায়, তাহলে ‘আমান’র যে অলীক ধারণা তিনি পাঠকদের গেলাতে চাচ্ছেন তা অচিনপুরে হারিয়ে যাবে। সাধারণ পাঠকও বলে উঠবে, এটি কোন গ্রহের ‘আমান’ যা এতো কিছুর পরও বিলুপ্ত হয় না!

গাঙ্গুহির রহ. বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য করে আ'যমি রহ. বলেন-

اور ظاہر ہے کہ عبارت فقہاء کی مراد بیان کرنے میں حضرت گنگوہی اور صاحب بدائع میں اختلاف ہو تو صاحب بدائع کے قول کو ترجیح ہوگی۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۳۱)۔

"আর এটিই স্পষ্ট যে, ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের ব্যাখ্যায় যদি হযরত গাঙ্গুহি ও সাহেবে বাদায়ে'র মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায়, তাহলে সাহেবে বাদায়ে'র কথাই প্রাধান্য পাবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ৩১)।

অথচ যে কোনো পাঠক গাঙ্গুহির রহ. পুরো 'রিসালাহ' বুঝে-শুনে অধ্যয়ন করলে সাহেবে বাদায়ে' কাসানিসহ যে সকল ফকিহের বক্তব্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি; সকলের আলোচনা ও গাঙ্গুহির আলোচনার সারাংশ একই পাবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আ'যমি রহ. ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবনের ত্রিসীমানাও ঘেঁষতে পারেননি।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে দেয়া উচিত। গাঙ্গুহি রহ. দারুল হারব সংলগ্ন হওয়া না হওয়ার যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আ'যমি রহ. তা প্রত্যাখান করেছেন; তা যথাযথ না হলেও কোনো জটিলতা নেই। কেননা পুরো হিন্দুস্তান যে দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত নয়, তা একটি প্রকাশ্য বিষয়। পূর্বেও যার আলোচনা হয়েছে।

বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে অন্যায় আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ

আ'যমি রহ. তাঁর বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে অন্যায় আক্রোশ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন-

یہاں پہونچ کر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی نہایت ضروری ہے جو اس سلسلہ میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ افتاء کا نتیجہ اور قطعاً غیر عالمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے فقہائے احناف کی ان تمام تصریحات کو جو دار الاسلام ودار الحرب کی تعیین وتشخیص کے باب میں ہیں نظر انداز کر کے صرف بدائع الصنائع کے ایک فقرہ کو بے سمجھے ہوئے یا مصنف کے منشا کے خلاف اپنے مزعومہ مفہوم کے ساتھ لے لیا اور اسی کو اپنی تحقیق کا مدار قرار دیدیا۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۱۸)۔

"এ পর্যায়ে এসে একটি ভুল ধারণার অবসান হওয়া খুবই জরুরি যা এ সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা দায়িত্বহীন ফাতওয়া প্রদানের ফলাফল এবং নিশ্চিত আলেমসুলভ আচরণ বহির্ভূত। আর তা হচ্ছে, কেউ কেউ দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নির্ধারণের ক্ষেত্রে হানাফি ফুকাহায়ে কেরামের এই সকল স্পষ্ট বক্তব্যকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে শুধুমাত্র বাদায়েউস সানায়ে'র একটি বাক্য না বুঝেই বা মুসান্নিফের উদ্দেশ্যের বিপরীতে নিজের ধারণাকৃত বুঝের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে, আর এটিকেই নিজের 'তাহকিক'র মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে দিয়েছে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ১৮)।

আ'যমি রহ. এরপর যা বলেছেন, সেটির আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাঁর এ অন্যায় মন্তব্যের ব্যাপারে আমাদের একেবারেই সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, আ'যমি রহ. এখানে তাঁর বিপরীত মত পোষণকারীদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা একমাত্র তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই শতভাগ প্রযোজ্য।

সত্য বলেও আ'যমি বাক্যবাণে মাযলুম সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ.

'উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি'সহ বহু কালজয়ী গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ. (মৃ: ১৩৯৫ হি:)। তিনিও মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরির কাছাকাছি শব্দে দারুল হারবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "اگر مسلم اسٹیٹ نہیں تو دار الاسلام نہیں ہے" মুসলিম স্টেট-রাজ্য না হলে তা দারুল ইসলাম নয়। (দেখুন: আলজামইয়্যাহ ২৭-৫-১৯৬৬ ইং কলাম ৪, সূত্রে দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২০)। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ. কর্তৃক সমকালীন প্রেক্ষাপট হিসেবে অমুসলিম স্টেটকে দারুল হারব আখ্যা দেয়া যথার্থই হয়েছে। এবং এটি প্রণিধানযোগ্য রায় তথা সাহেবাইন ও জুমহুরের মতের হুবহু বহিঃপ্রকাশ; যেমনটি আমরা শাহজাহানপুরির বক্তব্যের পর্যালোচনায় স্পষ্ট করেছি। কিন্তু আ'যমি রহ. এক্ষেত্রেও যথারীতি আচরণ করেছেন। সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়ার ব্যাপারে হাবিবুর রহমান আ'যমির টুকরো টুকরো কিছু অংশ আমরা একটু লক্ষ্য করি-

حیرت ہے کہ اس تصریح کے ہوتے ہوئے مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء کو یہ لکھنے کی جرأت کیوں کر ہوئی کہ غیر مسلم اسٹیٹ کو دار الحرب کہا جاتا ہے۔ "اگر مسلم اسٹیٹ نہیں تو دار الاسلام نہیں ہے"۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۰)۔

“আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এতো স্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও নাযেমে জমিয়তে উলামা মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেবের কীভাবে এটি লেখার সাহস হলো যে, অমুসলিম স্টেটকে দারুল হারব বলা হয়। ‘মুসলিম স্টেট না হলে তা দারুল ইসলাম নয়।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২০)।

بہر حال یہ طریقہ بالکل غلط اور ناجائز ہے کہ فقہاء کی غلط ترجمانی کی جائے اور ان کے کلام کو غلط محمل پر حمل کر کے یہ ظاہر کیا جائے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آپ فقہاء کی مخالفت کیجئے اور دلائل سے ان کے کلام کی تردید کیجئے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۱)۔

“যা হোক, এটি একেবারেই ভুল ও নাজায়েয পদ্ধতি যে, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা এবং তাদের ভাষ্যকে ভুল ক্ষেত্রে আরোপ করে এটা প্রকাশ করা যে, আমরা যা বলছি তারাও তাই বলছে। এর চেয়ে হাজারগুণ উত্তম; আপনি ফুকাহায়ে কেরামের বিপক্ষ অবলম্বন করে দলিলের আলোকে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে দিন।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২১)।

افسوس ہے کہ یہ عبارت مولانا محمد میاں صاحب کے مدعا کے بالکل خلاف ہے، مگر وہ اس کو اپنی تائید میں نقل کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے قصداً ایسا کیا ہے یا بدائع کی عبارت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۲)۔

“আফসোস! এই ইবারত মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেবের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ তিনি সেটিকে নিজের সমর্থনে উল্লেখ করছেন। আমরা জানি না, তিনি ইচ্ছাকৃতই এমনটি করেছেন নাকি বাদায়ে’র ইবারত সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারার ফলাফল।” (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২২)।

বাদায়েউস সানায়ে’র যে ইবারত নিয়ে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ’যমির এতো অসার আস্ফালন, সেটির ব্যাখ্যা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।

আ'যমির রহ. পুস্তিকার পুরো পর্যালোচনা যাদের স্মরণে আছে, তারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন; আ'যমি রহ. সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়ার রহ. ব্যাপারে যে অন্যায় মন্তব্য করেছেন তা মূলত উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে তথা নিজের অপরাধগুলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপানোর অপচেষ্টা করেছেন। إنا لله وإنا إليه راجعون ।

মূলত আ'যমি রহ. সাহেবাইন ও জুমহুরের রায়কে ধামাচাপা দিতে দিতে এক পর্যায়ে এসে ভুলেই গেছেন যে, এখানে আরেকটি মত আছে।

আ'যমি কর্তৃক নানুতবি ও গাঙ্গুহির রায়ে গোঁজামিল সৃষ্টির অপচেষ্টা

আমরা পূর্বে শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি, কাসেম নানুতবি ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহিসহ আকাবিরে হিন্দ থেকে বহু মনীষার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি যে, তারা সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দুস্তানকে দারুল হারব হিসেবে রায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আ'যমি রহ. তালকে তিল বানানোর প্রচেষ্টা স্বরূপ আলোচনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন; মনে হবে, প্রথম সারির আকাবিরে হিন্দ থেকে শাহ সাহেব, নানুতবি ও গাঙ্গুহি ব্যতীত আর কেউ হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলেননি।

এরপর আ'যমি রহ. শাহ সাহেবের ব্যাপারে যা মন্তব্য করেছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। কাসেম নানুতবির রায়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'কাসেমুল উলুম'র উদ্ধৃতিতে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আ'যমি রহ. বলেন-

ان سب باتوں کو نگاہ میں رکھئے تو اس بات کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارۂ کار نظر نہیں آتا کہ فقہاء کے مذکورہ بالا ارشادات کے روسے ہندوستان کا دار الحرب ثابت ہونا ناممکن ہے، اور ان کی روسے وہ بلا شک وشبہ دار الاسلام ہے، چنانچہ حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہ نے یہی کیا ہے، کہ باوجودیکہ ان کا میلان ہندوستان کے دار الحرب کی طرف ہے (جس کی مولانا نے کوئی وجہ نہیں بتائی) پھر بھی انہوں نے اس حق بات کے اعتراف میں کوئی پس وپیش نہیں کیا کہ: باعتبار روایت منقولہ ہندوستان دار الاسلام است۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۸)۔

"এ সকল বক্তব্যকে সামনে রাখলে এটি মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না যে, ফুকাহায়ে কেরামের উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে হিন্দুস্তান দারুল হারব প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। সেগুলোর আলোকে তা নিঃসন্দেহে

দারুল ইসলাম। যেমন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি রহ. এমনটিই করেছেন। হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার প্রতি তাঁর ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও (মাওলানা যার কোনো কারণ বলেননি) এই সত্য কথা স্বীকার করতে কোনো আগ-পিছ করেননি যে, উদ্ধৃত বর্ণনাগুলোর আলোকে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম।"[২৩] (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২৮)।

'কাসেমুল উলুম' কিতাবটি আ'যমির রহ. সামনে থাকা সত্ত্বেও যথারীতি তিনি নানুতবির কথার মূল প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইবারতের এই ভগ্নাংশটি উল্লেখ করেছেন। সচেতন পাঠক 'কাসেমুল উলুম' কিতাবের ৩৫৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৩৭১ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও সমকালীন জুমহুর উলামায়ে কেরামের রায়ের ভিত্তিতে যেহেতু হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া প্রমাণিত, তাই নানুতবি রহ. দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে সেটি নতুন করে সাব্যস্ত করার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র নিজের রায় প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়াই তাঁর দৃষ্টিতে প্রণিধানযোগ্য রায়।

এর পূর্বে তিনি মূলত 'রিবা'-সুদের বিষয়ে আলোচনা করতে ছিলেন। ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যেহেতু মুসলমান ও হারবির মাঝে 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিবর্জিত; এর ভিত্তিতে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ঘোষণার পর থেকে অনেকে হিজরত করতে প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু 'রিবা'র লেনদেনের সঙ্গে ঠিকই জড়িয়ে পড়েছে।

কাসেম নানুতবির রহ. দৃষ্টিতে এটি ছিলো একেবারেই একটি অন্যায় মানসিকতা। তাই তিনি প্রথমে ইমাম আবু হানিফার রহ. রায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুঝিয়েছেন যে, হিজরত না করে দারুল হারবে অবস্থান করে ইমাম আবু হানিফার রহ. মতেও 'রিবা'র লেনদেন করা জায়েয হবে না। এছাড়াও তিনি বলেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক, ইমাম

---

২৩. এই পুস্তিকার অনুবাদক কাসেম নানুতবির রহ. বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, 'রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম'। "منقول" শব্দের অনুবাদ বিশেষ 'হিকমতে বুঝে-শুনেই বাদ দিয়েছেন কি না; বলতে পারছি না।

শাফেয়ি ও ইমাম আহমাদসহ অধিকাংশ ইমামের মতে যেহেতু দারুল হারবেও 'রিবা'র লেনদেন জায়েয নয়, সে বিবেচনায়ও তা বর্জনীয়।

এক পর্যায়ে এসে নানুতবি রহ. ইসবিজাবি, উসরুশানি প্রমুখগণের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন, যেহেতু এই উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়ারও একটি ধারণা তৈরি হয়,[২৪] তাই হিন্দুস্তানে 'রিবা'র বিষয়টি পরিপূর্ণই বিবর্জিত হতে হবে। কেননা দারুল হারব হলেও যেখানে তা জায়েয হচ্ছে না, দারুল ইসলাম হলে তো তা অনুমোদিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

তো নানুতবি রহ. কথাটি বলেছেন একটি বিশেষ মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কিন্তু আ'যমি রহ. পুরো বিষয়টিকে আড়াল করে একটি বাক্য দেখিয়ে নানুতবির রহ. রায়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমন ব্যক্তিত্বের হাতে যদি ইলমের আমানত রক্ষা না পায়, তাহলে আমরা অন্যদের কাছে কী আশা করবো!

আর 'মাওলানা যার কোনো কারণ বলেননি' বলে আ'যমি রহ. কী বুঝাতে চাচ্ছেন? নানুতবি রহ. কি তাঁর সামনে হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা এবং দারুল হারব হওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে রায় প্রদান করেছেন?

তেমনিভাবে যে গাঙ্গুহি রহ. ইংরেজদের শাসনকাল থেকে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া সংক্রান্ত 'ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম' নামক স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা করেছেন, ফাতাওয়া রশিদিয়াতে যাঁর সুস্পষ্ট ফাতওয়া উল্লেখ হয়েছে যে, 'আমার দৃষ্টিতে পুরো হিন্দুস্তান-ভারতবর্ষ দারুল হারব। এখানের কাফের মহিলারা হারবি, তাই মুসলমান মহিলাদের জন্য তাদের সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যক।' (দেখুন: ফাতাওয়া রশিদিয়া পৃ: ৫৯৩)। সে গাঙ্গুহির রহ. রায়েও আ'যমি রহ. ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

২৪. তবে পূর্বে উল্লিখিত আমাদের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই উদ্ধৃতিগুলোর আলোকেও হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম হওয়া প্রমাণিত হয় না।

এটা বাস্তব যে, গাঙ্গুহি রহ. মাসআলা 'তাহকিক' করার আগ পর্যন্ত 'আমার পরিপূর্ণ তাহকিক নেই', 'আমি মতামত ব্যক্ত করতে চাচ্ছি না' বা 'যারা দারুল হারব বলে তাদের বক্তব্যের কারণ জানতে হবে' এ জাতীয় কথা বলেছেন। পরবর্তীতে তিনি 'তাহকিক' করে স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা করেছেন এবং দারুল হারব হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু আ'যমি রহ. অজ্ঞতার ভান করে গাঙ্গুহির পূর্বের কথাগুলো উল্লেখ করে বলছেন-

۴-اور چوتھی تحریر یہ ہے جس میں کہنا چاہئے کہ بہت زور وقوت سے اس کا دار الحرب ہونا ثابت کیا ہے، ان تحریروں پر کوئی تاریخ بھی دی ہوئی نہیں ہے کہ مقدم ومؤخر کا فیصلہ ہوسکے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۳۳-۳۴)۔

"৪- আর চতুর্থ লেখা যার ব্যাপারে বলা উচিত যে, অনেকটা জোরপূর্বক[২৫] সেটিকে দারুল হাবর হিসেবে প্রমাণ করেছেন। এই লেখাগুলোতে কোনো তারিখও দেয়া নেই যে, কোনটা পূর্বের এবং কোনটা পরের তা নির্ধারণ করা হবে।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ৩৩-৩৪)।

গাঙ্গুহির রহ. বক্তব্য কোনটা পূর্বের আর কোনটা পরের; এটি বুঝার জন্য কি তারিখ দেয়া লাগবে বা বিজ্ঞ আলেম হওয়া লাগবে? নাকি একজন সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারবে যে, কোনটা পূর্বের আর কোনটা পরের। এটা কি সম্ভব যে, তিনি ফুকাহায়ে কেরামের ইবারতের আলোকে হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়া প্রমাণ করে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা দিয়ে পরে বলবেন, 'আমার পরিপূর্ণ তাহকিক নেই', 'আমি মতামত ব্যক্ত করতে চাচ্ছি না' বা 'যারা দারুল হারব বলে তাদের বক্তব্যের কারণ জানতে হবে'?

---

২৫. এখানে এভাবেও অর্থ করা যায় যে, 'অনেক শক্তিশালী দলিলে সেটিকে দারুল হারব হিসেবে প্রমাণ করেছেন।' কিন্তু আ'যমি রহ. এই সত্যটি স্বীকার করার কথা নয়। তাই আমরা তাঁর মানসিকতা অনুযায়ী অর্থ করেছি।

আ'যমির রহ. এই মানসিকতার কোনো চিকিৎসা ছিলো না। অন্যথায় এ রকম অজ্ঞ ও শিশুসুলভ আচরণ তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিপূর্ণই বেমানান।

এ সংক্রান্ত আ'যমির আরেকটি বিস্ময়কর বক্তব্য-

مگر ان سب کے باوجود حضرت گنگوہی کی ایک تحریر ایسی بھی ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کو دار الحرب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ہندوستان کا نام نہیں لیا ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۹)۔

"তবে এতো কিছু সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহির একটি লেখা এমনও আছে, যাতে তিনি হিন্দুস্তানকে দারুল হারব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যদিও হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেননি।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২৯)।

আমাদের জানা মতে গাঙ্গুহির রহ. এমন 'রিসালাহ' একটিই, যাতে হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ আছে। প্রশ্নই তো করা হয়েছে হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করে তা দারুল হারব কি দারুল ইসলাম; তা জানতে। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৫৫)। গাঙ্গুহি রহ. দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পুরো বিষয়টি আলোচনা করার পর 'এবার প্রত্যেকে হিন্দুস্তানের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখি' বলে ইমাম আবু হানিফার রহ. শর্তগুলো হিন্দুস্তানের সঙ্গে সমঞ্জস করে দেখিয়েছেন এবং কয়েকবার হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ৬৬৭-৬৬৮)।

কিন্তু আ'যমি রহ. 'যদিও হিন্দুস্তানের নাম উল্লেখ করেননি' বলে কী বুঝাতে চেয়েছেন; তা আমাদের অনুধাবনের বাইরে!

আশ্চর্য সাদৃশ্যতা: অবাস্তব কথা বলেও মুহাক্কিক

আ'যমি রহ. কাসেম নানুতবির পূর্বোক্ত কথা উল্লেখ করার পর বলেন-

اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر محقق اہل افتاء حضرات نے ہندوستان کو دار الحرب قرار دینے سے گریز کیا ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۸)۔

"আর এ কারণেই হিন্দুস্তানের অধিকাংশ মুহাক্কিক আহলে ইফতা হযরতগণ হিন্দুস্তানকে দারুল হারব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া থেকে দূরে থেকেছেন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২৮)।

সেই তিলকে তাল বানানোর প্রচেষ্টা। কথা হলো, হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার প্রবক্তাদের থেকে আকাবিরে হিন্দের যে বিশাল তালিকা আমরা উল্লেখ করেছি, তার বাইরে মুহাক্কিক আহলে ইফতা হযরত কারা? তারা কারা; সেটি অবশ্যই আমরা 'ব্যক্তি প্রদর্শনে দুর্ভিক্ষ' শিরোনামের অধীনে দেখতে পাবো। আ'যমি রহ. ফুটো বেলুনে আর কতো ফুৎকার দেবেন!

আর কাপুরুষতার কারণে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকলেই বুঝি 'মুহাক্কিক' হয়ে যায়? আমি মনে করেছিলাম, এ সমস্যা শুধুই আমাদের সময়ের। এখন দেখা যাচ্ছে, আরো আগ থেকেই চলে আসছে। যারা দলিলের আলোকে সত্যের পক্ষে সাহসী উচ্চারণ করে, তারা হয়ে যায় 'অমুহাক্কিক', 'অতি জযবাতি তরুণ' ও 'অসচেতন'। আর যারা কাপুরুষতার কারণে ও পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দলিলের নামে কিছু একটা পেশ করে বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করে, তারা হয়ে যায় 'মুহাক্কিক', 'ফিকহে আম'র অধিকারী' ও 'আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী গবেষক'। فما أشبه الليلة بالبارحة।

বাকি আকাবিরে হিন্দের এই বিশাল কাফেলাকে 'অতি জযবাতি তরুণ' বললে মানাবে? তাঁদের জন্য 'অতি জযবাতি বৃদ্ধ' চয়ন করা যেতে পারে।

ব্যক্তি প্রদর্শনে দুর্ভিক্ষ

আমরা পূর্বেও বলেছি, আ'যমি রহ. তিলকে তাল আর তালকে তিল বানানোর জন্য যথেষ্ট অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অপচেষ্টার ধারাবাহিকতায় তিনি তাঁর দাবির পক্ষে হিন্দুস্তানের এই দুই শতকের ইতিহাস থেকে কিছু ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেছেন, যা দেখলে যে কেউ বলে উঠবে, হায়রে! হিন্দুস্তানে বুঝি ব্যক্তিত্বের আকাল পড়েছে এবং মনীষা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন-

حضرت مولانا کرامت علی جونپوری (جو سید احمد صاحب کی تحریک جہاد میں شامل اور ان کے خلیفہ تھے) فرمایا ہے کہ انگریزوں کے ماتحت ہندوستان دار الحرب نہیں ہے۔ یہی تحقیق حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی کی بھی تھی۔ یہی رائے مولانا محمد حسین بٹالوی کی بھی ہے، اور ان کا دعوی ہے کہ

لاہور سے پٹنہ تک کے اکابر علمائے مختلف فرقہائے اسلام نے ان کی موافقت کی ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص۲۹)۔

"হযরত মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরি (যিনি সাইয়েদ আহমাদ সাহেবের তাহরিকে জিহাদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর খলিফা ছিলেন) বলেন, ইংরেজদের অধীনস্ত হিন্দুস্তান দারুল হারব নয়। একই তাহকিক হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লখনবিরও ছিলো এবং একই রায় মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বটালবিরও। তাঁর দাবি হচ্ছে, লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন মতাদর্শের আকাবিরে উলামা তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃঃ ২৯)।[২৬]

ব্যক্তি পর্যালোচনা

কারামত আলি জৈনপুরি (মৃঃ ১২৯০ হিঃ)

মাওলানা কারামত আলি জৈনপুরি রহ. একজন স্বীকৃত বুযুর্গ ও আলেম হওয়া সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায় উদ্ধৃত হওয়ার মতো কেউ নন। এছাড়াও তিনি হিন্দুস্তানকে দারুল হারব মানবেন কি, তিনি তো হাজি শরিআতুল্লাহ কর্তৃক কুফর-শিরক ও বিদআত বিরোধী সংস্কারমূলক আন্দোলনকেই সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর 'নাসিমুল হারামাইন' কিতাবে হাজি শরিআতুল্লাহকে এতো বিশ্রী ও ঘৃণিতভাবে

---

২৬. পাঠকের সামনে মূল উর্দু ইবারতও রয়েছে এবং আমাদের অনুবাদও রয়েছে। এবার আমরা একটু দেখি এই পুস্তিকার অনুবাদক কী অনুবাদ করেছেন-
'....... আব্দুল হাই লাখনবী রহ. এরও এই মত। (মাজমূআতুল ফাতাওয়া ২/১৯৬) তিনি দাবি করেন, লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত সমস্ত আলেম তার সহমত পোষণ করেছেন। (আল-এক্তেসাদ ফী মাসাইলিল জিহাদ ১৯)।'
পাঠক! হয়তো বুঝতে পারছেন, তিনি কীভাবে 'ইলমি আমানত' রক্ষা করেছেন (??????)। অতি সন্তর্পণে মুহাম্মাদ হুসাইন বটালবির (যে চাটুকার আহলে হাদিস আলেমের আলোচনা আমাদের মূল রচনায় সামনে আসছে) নাম 'ডিলেট' করে বটালবির দাবিকে মাওলানা আব্দুল হাই লখনবির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছেন।
إنا لله وإنا إليه راجعون।
মূল পুস্তিকায় যেখানে 'ইলমি আমানত'র বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে, অনুবাদে যদি সেটির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে রচনার আর কী বাকি থাকে?

উপস্থাপন করেছেন, যা মাওলানা আব্দুল হাই আলহাসানি রহ. (মৃ: ১৩৪১ হি:) তাঁর 'নুযহাতুল খাওয়াতির' কিতাবে উল্লেখ করায় তাঁর সুযোগ্য সন্তান আবুল হাসান আলি আলহাসানি আননাদাবি রহ. (মৃ: ১৪২০ হি:) টীকায় লিখেছেন-

هذا ما قاله الشيخ كرامة علي الجونفوري في المترجم له، ولا يخلو من التحامل والمغالات. (نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني، ٣٨٠- مولانا شريعة الله البدوي، حاشية ١، ٧/٩٨٧).

"শাইখ কারামত আলি জৈনপুরি জীবনী উল্লিখিত ব্যক্তি (হাজি শরিআতুল্লাহ) সম্পর্কে যা বলেছেন, তা অন্যায় আচরণ ও অতিরঞ্জনমুক্ত নয়।" (নুযহাতুল খাওয়াতির, টীকা-১, ৭/৯৮৭)।

অতঃপর নদবি রহ. হাজি শরিআতুল্লাহর ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলেছেন।

আব্দুল হাই লখনবি (মৃ: ১৩০৪ হি:)

এই একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি জুমহুরের বিপরীতে 'শায' রায় গ্রহণ করে হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছেন। তাঁর ফাতওয়ার ব্যাপারে পর্যালোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ হুসাইন বটালবি (মৃ: ১৩৩৮ হি:)

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির যদি নিজের দল ভারি দেখানোর এতোই প্রয়োজন; তাহলে শুধু বটালবি কেনো? পুরো কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের "أكابر مجرميها" -র নাম উল্লেখ করে দিলেই পারতেন। ভ্রান্ত ধারণা সাব্যস্ত করতে শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত এক চাটুকারের নাম উল্লেখ করার মতো নির্লজ্জতা প্রদর্শন করা আ'যমির রহ. জন্য শোভা পায়নি। যে বটালবিদের জীবন কেটেছে ইংরেজদের তল্পিবাহক হিসেবে, চাটুকারিতাই ছিলো যাদের জন্য ইংরেজদের থেকে খড়কুটো-ভুষি ভাগ্যে জোটার মাধ্যম, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকে যারা শুধু হারামই ঘোষণা দেয়নি বরং জিহাদি আন্দোলনের অগ্রপথিকদের অজ্ঞ-মূর্খ ও পশুর ন্যায় আখ্যা দিয়েছে; সে অগ্রপথিকদের সন্তানের কলমে আজ তাঁদের ফাতওয়ার বিপরীতে

বটালবিদের উদ্ধৃতি প্রকাশ পাচ্ছে!!!! " تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا"।

বটালবি জাতীয় তথাকথিত আহলে হাদিসদের বাস্তব অবস্থা জানতে সচেতন পাঠক সময়ের অন্যতম দা'য়ি আলেম মাওলানা যুবায়ের হোসাইন -হাফিযাহুল্লাহ- এর অনবদ্য গ্রন্থ 'আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে' পুরো গ্রন্থটি বা কমপক্ষে ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়ে নিতে পারেন। তাতে বটালবির চাটুকারিতার নমুনা হিসেবে ইংরেজ সরকারকে লেখা তার বিভিন্ন চিঠি ও তার পুস্তিকা 'আলইকতিসাদ' থেকে অনেকগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। পাঠকদের সাধারণ ধারণার জন্য আমি সেখান থেকে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

বটালবি 'আলইকতিসাদ'র ১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

برٹش گورنمنٹ سے مذہبی جہاد کرنا ہرگز جائز نہیں۔

"বৃটিশ গভর্নমেন্ট-সরকারের সঙ্গে ধর্মীয় জিহাদ করা কিছুতেই জায়েয নয়।"

'আলইকতিসাদ'র ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

اہل حدیث یہ وہ لوگ ہیں جو تقریراً تحریراً حاضر وغائب خیر خواہی وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں اور ان کی خدمت ومعاونت میں سرگرم ہیں۔

"আহলে হাদিস তো ওই সকল লোক, যারা বলায়-লেখায়, উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় সরকারের কল্যাণ কামনা ও বিশ্বস্ততার শ্বাস গ্রহণ করে এবং তাদের সেবা ও সহযোগিতায় তৎপর।"

'আলইকতিসাদ'র ৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন-

ان سے لڑنا شرعی جہاد نہیں بلکہ عناد وفساد کہلاتا ہے۔ مفسدہ سنہ ۱۸۵۷ میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن وحدیث وہ مفسد وباغی وبدکار تھے، اکثر ان میں عوام کالانعام تھے، بعض جو خواص اور علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن وحدیث سے بے بہرہ تھے۔
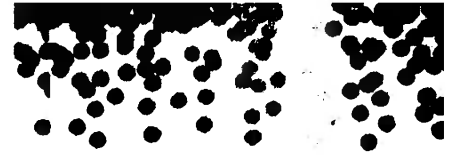
"তাদের (বৃটিশ) সঙ্গে যুদ্ধ করা শরয়ি জিহাদ নয় বরং হটকারিতা ও বিশৃঙ্খলা বলা হয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের হাঙ্গামায়[২৭] যে সকল মুসলমান শরিক হয়েছে তারা জঘন্য গোনাহগার এবং কুরআন ও হাদিসের হুকুম অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও বদকার ছিলো। যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো পশুর ন্যায় মূর্খ জনসাধারণ। কিছু সংখ্যক যাদেরকে বিশেষ ব্যক্তি ও উলামা বলা হতো, তারাও মৌলিক দ্বীনি ইলম কুরআন-হাদিস থেকে বঞ্চিত ছিলো।" (দেখুন: আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে পৃ: ৯২-৯৩)

বটালবির দাবি ও বর্তমানের দাজ্জালি ফতোয়া

আ'যমি রহ. বটালবির রায় উল্লেখ করার পর বটালবির 'আলইকতিসাদ'র সূত্রে তার যে দাবি উল্লেখ করেছেন, 'লাহোর থেকে পাটনা পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন মতাদর্শের আকাবিরে উলামা তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন'; তা দেখে আমার কেনো জানি বর্তমান সময়ের অন্যতম দাজ্জাল ফরিদ মাসউদের জিহাদ বিরোধী দাজ্জালি ফতোয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। বটালবি যে আকাবিরে উলামার কথা বলেছেন তারা আবার দাজ্জালি ফতোয়ায় সাক্ষরকারী এক লক্ষ নাবালেগ ও বালেগ নির্বোধ[২৮] মুফতির মতো নয় তো! কারণ আহলে হক আলেমদের কেউ অন্তরে 'শায' রায় পোষণ করলেও কমপক্ষে বটালবির সামনে তা প্রকাশ করে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করার কথা নয়।

হ্যাঁ! বটালবির দাবিকে সহিহ করার একটি পদ্ধতি আছে। তার বক্তব্যে "فرقہاے" এর পূর্বে "باطل" শব্দটি বাড়িয়ে দিলেই হবে।

---

২৭. ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের হাঙ্গামা বলে বটালবি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ., কাসেম নানুতবি রহ. ও রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. প্রমুখগণ।

২৮. 'নির্বোধ' শব্দটি ব্যবহার করেছি মুলত সাক্ষরকারীদের একটি অংশকে বাঁচানোর জন্য। অন্যথায় বোধসম্পন্ন হয়ে সাক্ষর করে থাকলে তো ....

আ'যমির বর্ণনায় কাশ্মিরির রায়

আ'যমি রহ. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির রহ. রায় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

حضرت شاہ انور صاحب اس کو دار امان قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ اجلاس جمعیۃ منعقدہ دسمبر سنہ ۲۷ء کے خطبۂ صدارت میں فرماتے ہیں "ملک ما اگر ہست دار امان ہست۔ (دار الاسلام اور دار الحرب ص ۲۹)۔

"হযরত শাহ আনওয়ার সাহেব হিন্দুস্তানকে দারুল আমান সাব্যস্ত করেন। যেমনটি তিনি ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জমিয়তের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছেন, 'আমাদের রাষ্ট্র দারুল আমান।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ২৯)।

আমরা পূর্বেই 'আলআরফুশ শাযি'র উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। যেখানে কাশ্মিরি রহ. দারুল হারবের পরিচয় পেশ করেছেন এবং হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ায় তাতে 'উশর' ওয়াজিব না হওয়ার ফাতওয়াও দিয়েছেন। এছাড়া পূর্বে এ আলোচনাও উল্লেখ হয়েছে যে, 'দারুল আমান' ভিন্ন কোনো 'দার'র নাম নয় বরং দারুল হারবেরই একটি সাময়িক বা আপেক্ষিক অবস্থা। সুতরাং কাশ্মিরি রহ. যদি 'দারুল আমান' বলেও থাকেন, তা দারুল হারবের একটি অবস্থা হিসেবেই বলেছেন। এতে আ'যমির রহ. দাবির পক্ষেও কোনো সমর্থন নেই এবং কাশ্মিরির রহ. রায়েও কোনো বৈপরীত্য নেই।

আর আ'যমি রহ. নিজেও তো তাঁর পুস্তিকায় দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের বাইরে তৃতীয় কোনো স্বতন্ত্র 'দার'কে স্বীকৃতি দেননি,[২৯] বরং দারুল হারবের সঙ্গে দারুল আমানের যে কোনো বৈপরীত্য নেই; তা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন; যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তো এখানে 'দারুল আমান'র রায়টি কেনো লুফে নিয়েছেন, তা বোধগম্য নয়।

---

২৯. এই পুস্তিকার অনুবাদক এক সময় 'দারুল আমান দারুল আমান' বলে বলে মুখে ফেনা তুলেছেন। এই পুস্তিকায় যখন স্বতন্ত্র 'দার' হিসেবে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তখন অনুবাদক সে অংশের অনুবাদ করা থেকে সুকৌশলে বিরত থেকেছেন।

আ'যমির বর্ণনায় থানবির রায়

আ'যমি রহ. হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. রায় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

اور خاتم المحققین حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحذیر الاخوان میں فرماتے ہیں کہ "ہندوستان نہ تو صاحبین کے قول پر دار الحرب ہے........ اور نہ امام صاحب کے قول پر دار الحرب ہے۔(دار الاسلام اور دار الحرب ص ۳۰)۔

"এবং খাতামুল মুহাক্কিকিন হযরত থানবি রহ. 'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবে বলছেন, 'হিন্দুস্তান সাহেবাইনের মতানুযায়ীও দারুল হারব নয় .... এবং ইমাম সাহেবের মতানুযায়ীও দারুল হারব নয়।" (দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব পৃ: ৩০)।

'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবটি হস্তগত হলে বাস্তবতা বুঝা যেতো। যা হোক, হাকিমুল উম্মাহ আশরাফ আলি থানবির রহ. রায়ও আমরা পূর্বে 'মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত'র সূত্রে উল্লেখ করেছি। তিনি স্পষ্টভাবেই হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলেছেন। 'তাহযিরুল ইখওয়ান' কিতাবে যদি তিনি দারুল হারব নয় বলে মন্তব্য করেও থাকেন, তবুও যেহেতু এটি পরিপূর্ণই বাস্তবতা বিবর্জিত, আর 'মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত' কিতাবে উদ্ধৃত তাঁর রায়টি ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য ও জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া অনুযায়ী হয়েছে, তাই আমরা তাঁর সে রায়টিকেই গ্রহণ করেছি।

সর্বশেষ অভিব্যক্তি

হাফেয যাহাবি রহ. (মৃ: ৭৪৮ হি:) 'আলমুসতাদরাক' সংক্রান্ত হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরির রহ. (মৃ: ৪০৫ হি:) ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছিলেন,[৩০] আমরাও হাফেয যাহাবির শব্দে আ'যমির রহ. এ পুস্তিকা সংক্রান্ত তাঁর ব্যাপারে আমাদের সর্বশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে বলছি-

৩০. হাফেয যাহাবি রহ. 'আলমুসতাদরাক' সংক্রান্ত হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরির রহ. ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

ليته لم يصنف هذا الكُتَيِّب، فانه غض من فضائله بسوء تصرفه.

"যদি তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা না করতেন! কেননা অন্যায় প্রয়োগের কারণে পুস্তিকাটি তাঁর ব্যক্তিত্বকে হেয় করে দিয়েছে।"

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছি; হে আল্লাহ! আপনি মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির অন্যান্য ব্যাপক উপকারী অনবদ্য রচনাভাণ্ডারের উসিলায় তাঁর এই পদস্খলনকে ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন।

এই 'মুনকার' পুস্তিকার পক্ষে মুহতারাম আহলে ইলমের অবস্থান

আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির এই পুস্তিকা পড়ে হৃদয় থেকে ততোটা হাহাকার রব উঠেনি, যতোটা হাহাকার রব উঠেছে এই 'মুনকার' পুস্তিকার পক্ষে মুহতারাম আহলে ইলমের অবস্থান ও প্রকাশভঙ্গির 'কারগুযারি' শুনে। হৃদয়ই শুধু হাহাকার করেনি বরং শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেনো আর্তনাদ করে উঠেছে।

এক সত্যান্বেষী তরুণ আলেম (وهو عندي ليس بمتهم) বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে ধারণা নিতে মুহতারাম আহলে ইলমের দরবারে ধর্ণা দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের আলোচনা আসলে মুহতারাম আহলে ইলম যে আচরণ করেছেন, তা আমি হুবহু ওই তরুণ আলেমের শব্দে উল্লেখ করছি-

'আলোচনা হচ্ছিলো দারুল ইসলাম ও দারুল হারব নিয়ে। হুযুর মাওলানা হাবিবুর রহমান আ'যমির 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব' নামক বইটি দিয়ে বললেন, 'শুধু উনারা বুঝেন, হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেননি।'

মুহতারাম আহলে ইলমের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি কথা

ক) মুহতারাম আহলে ইলম দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাসআলা সমাধানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটির প্রত্যুত্তর যে কেউ খুব

وليته لم يصنف المستدرك، فانه غض من فضائله بسوء تصرفه. (تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/١٠٤٥).

সহজেই দিয়ে দিতে পারবে। রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. কর্তৃক রচিত 'ফায়সালাতুল আ'লাম ফি দারিল হারবি ওয়াদারিল ইসলাম' নামক 'রিসালাহ'টি মুহতারাম আহলে ইলমের সামনে পেশ করে এ কথা বললেই হবে, 'শুধু হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেছেন, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি বুঝেননি।' বা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবিসহ জুমহুর উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া একত্রিত করে বললেই হবে, 'শুধু হাবিবুর রহমান আ'যমি বুঝেছেন, আর উনারা কেউই বুঝেননি।'

কিন্তু এটি কোনো ইলমি পদ্ধতি নয়। বিশেষকরে যাঁরা ইলমকে মাপকাঠি বানানোর উসুল শিখিয়েছেন ও পদ্ধতি দেখিয়েছেন এবং দলিল বহির্ভূত 'অমুক'প্রবণ মানসিকতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন, তাঁদের পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ একেবারেই বেমানান।

এ পর্যায়ে এসে কেউ যদি এ ধারণা করে যে, মুহতারাম আহলে ইলমগণ তাঁদের দেখানো ও শেখানো 'মানহাজ' থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন, তাহলে কি তা খুব অমূলক হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠান সাড়ে তিন হাত দেহ বা সুউচ্চ প্রাসাদ-আধুনিক মডেলে তৈরি ভবনের নাম নয়, বরং তা মানহাজ ও আদর্শের নাম।

খ) মুহতারাম আহলে ইলমগণ কখনো পুরো ভারতকে বলেছেন 'দারুল আমান'। পরবর্তীতে বলেছেন খিলাফত পতনের পূর্বের সংজ্ঞা দিয়ে বিবেচনা করলে হবে না। শেষ পর্যায়ে এমন একটি পুস্তিকাকে সমর্থন করলেন, যাতে পূর্বের সংজ্ঞা দিয়েই দাজ্জালি রাষ্ট্র ভারতকে পর্যন্ত দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

তো এ ক্ষেত্রে কী ধারণা করা হবে? রায় পরিবর্তন তথা 'নাসেখ-মানসুখ'র বিষয় নাকি প্রথম রায়ের ক্ষেত্রেও ইলমকে মাপকাঠি বানানো হয়নি এবং শেষ সমর্থনের ক্ষেত্রেও ইলমকে মাপকাঠি বানানো হয়নি বা পুস্তিকাটি যথাযথ অধ্যয়নেরও সময় হয়নি!

গ) যাঁদের কাছে জুমহুর ও শায নির্ণয়ের মাপকাঠি ছিলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন মাধ্যম অর্থাৎ যে দিকে সংখ্যা বেশি তা জুমহুর আর

যে দিকে সংখ্যা কম তা শায, তাঁরা এখানে এসে সে উসুলটিও কেনো বর্জন করলেন; তা বোধগম্য নয়।

ঘ) শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবির রহ. যে ফাতওয়াটি যুগ যুগ ধরে 'হিরো' হয়ে আসছিলো, আর বিপরীতে এই ফাতওয়াবিরোধী কাদিয়ানি, বেরেলবি ও তথাকথিত আহলে হাদিস চাটুকাররা ছিলো সকলের দৃষ্টিতে নর্দমার কীটতুল্য; সেই ফাতওয়া কেনো আজ 'জিরো' হয়ে গেলো, আর বিরোধীদের পক্ষে রচিত পুস্তিকা 'হিরো' হয়ে গেলো।

মাঝে-মধ্যে মনে হয়, আমরাই এর জন্য দোষী কি না! আমরা যদি সেটিকে দলিল হিসেবে পেশ না করতাম, তাহলে তা 'হিরো' হিসেবেই থেকে যেতো।

অন্যথায় এই ফাতওয়ার ব্যাপারে আমাদেরই একসময় বক্তব্য ছিলো এমন-

'১৭৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশীর আমবাগানে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়। এর পরের আধা শতকে একে একে ভারতবর্ষের সবকটি অঞ্চলই বৃটিশ শক্তির করায়ত্বে চলে যায়। পরাধীনতার এ নাগপাশ ছিন্ন করতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. -এর শিষ্য ও সন্তান শাহ আব্দুল আযিয রাহ. প্রথম ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করে ফতোয়া দেন ১৮১৯ সনে। এরপরই প্রস্তুতি নিয়ে শুরু হয় আজাদির সংগ্রামের পথে দীর্ঘ পথযাত্রা। সেটিই ছিলো উনবিংশ শতকের বাংলা-ভারতব্যাপী এক ব্যাপক ও সুসংগঠিত স্বাধীনতা বা আজাদির আন্দোলন।' .... (মাসিক আলকাউসার, মার্চ ২০১৩, পৃঃ ১৯)।

বা আমরা এ ফাতওয়ার ব্যাপারে পড়েছি-

'দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ফতওয়ার ঘোষণা। ভ্রান্ত প্রচারণায় দ্বিধাগ্রস্থ উম্মতের অনেকেই পেয়ে গেল সঠিক সিদ্ধান্ত, কর্তব্য হলো সুনিশ্চিত। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা। স্বাধীনতার ইতিহাসে সূচনা হল নতুন এক অধ্যায়ের। ....।' (দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, দ্বিতীয় অধ্যায়, ইমাম শাহ আব্দুল আযিয রাহ. এর জীবন ও সাধনা, ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া পৃঃ ৯৭)।

আর তার বিপরীতে যারা এ ফাতওয়ার বিরোধী ছিলো এবং আহমাদ রেজা খান বেরেলবির (মৃঃ ১৩৪০ হিঃ) মতো যারা হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম বলে গ্রন্থ রচনা করেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য ছিলো এরূপ-

'উলামায়ে হক যখন ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রামকে জিহাদ বলে ফতওয়া দিয়ে ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দিয়েছেন তখন এই লোকটি (আহমাদ রেজা) ইংরেজদের নিমক হালালীর জন্য সর্ববাদী উলামায়ে কিরামের বিপরীতে এদেশকে "দারুল ইসলাম" বলে ফতওয়া দেয় এবং সে জোর গলায় প্রচার করতে থাকে যে, ইংরেজ শাসনাধীন অঞ্চলে মুসলমানদের ধর্মকর্ম পালনে যেহেতু কোন বাধা নেই, অতএব এই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম। উপরন্তু সে তার স্বরচিত ফতওয়ায় কুরআন হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতি (তার নিজস্ব ব্যাখ্যার আলোকে) পেশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, ইংরেজ শাসনাধীন এলাকাকে যারা "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করে জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে তাদের ফতওয়া শুদ্ধ নয়। তার এই ফতওয়া "এ'লামুল আনাম" নামে পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী আলেম সমাজ ও মুক্তিপাগল জনসাধারণ তার এ ফতওয়ার প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। ....।' (দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, চতুর্থ অধ্যায়, বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ, আহমদ রেজাখানের তৎপরতা পৃঃ ২৮৫-২৮৬)।

কিন্তু আজ সেই আহমাদ রেজা বেরেলবির ফাতওয়াই সমাদৃত হচ্ছে। সেটির প্রতিই মুহতারাম আহলে ইলমের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। পার্থক্য হচ্ছে, একটি পুস্তিকার নাম 'ই'লামুল আনাম', লেখক বিদআতি আলেম আহমাদ রেজা খান বেরেলবি, আর অপর পুস্তিকার নাম 'দারুল ইসলাম আওর দারুল হারব', লেখক দেওবন্দের কৃতি সন্তান মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি। জানি না, মুহতারাম আহলে ইলম আবার তাঁর কোনো সুযোগ্য ছাত্রকে 'ই'লামুল আনাম' অনুবাদ করে বিতরণ করার আদেশ করে বসেন কি না!

আমরা শুধু আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে 'আ---হ' বললাম এবং আল্লাহর আদালতে এই মামলা দায়ের করলাম। والى الله المشتكى।

ছ) যাঁদের বদান্যতায় 'বদ যবানি বদ গুমানি' কথাটি শিরোনাম হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাঁরা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির রহ. এই পুস্তিকায় 'বদ যবানি বদ গুমানি'র লেশমাত্রও খুঁজে পাননি? অথচ এই পুস্তিকাকে তো যথাযথ অর্থে 'বদ যবানি বদ গুমানি'র খনি বা ভাণ্ডার বলা যাবে। 'বদ যবানি বদ গুমানি'র জন্য বালতি ফেললে তা ভরপুর হয়ে উঠে আসবে।

চ) মুহতারাম আহলে ইলম! মওদুদিবাদের মতো ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আপনি শ্রোতাদের যে আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো জরুরি মনে করেন, তথাকথিত আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মতো ফিতনাবাজদের সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, জাকির নায়েকের মতো অনধিকার চর্চাকারী ও বিভিন্ন ভ্রান্তির প্রচারকের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করে থাকেন, সা'দ কান্ধলবির মতো অজ্ঞ-মূর্খ ও কুরআন-হাদিস তথা শরিআতের সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যাকারীর অপব্যাখ্যার 'অযাহাত'র পূর্বে যে আয়াতটির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে থাকেন; মনে হচ্ছে সেই আয়াতটি সত্যাগ্রহী অতি জযবাতি তরুণদের ক্ষেত্রে এসে ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। তাই স্মরণ করানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে আয়াতের উদ্দিষ্ট অংশটি উল্লেখ করে দিচ্ছি-

"وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ".
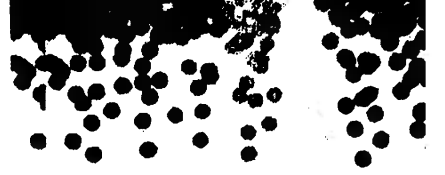
২. আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির রহ. ফাতওয়া

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. (মৃ: ১৩০৪ হি:) ভারতবর্ষের এক মহান মনীষা। যাঁর অগণিত ব্যাপক উপকারী রচনাভাণ্ডার দ্বারা আহলে ফিকর উলামায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে উপকৃত হয়ে আসছেন এবং এখনো আমরা উপকৃত হয়ে চলছি। তাঁর হাজারো সঠিক ফাতওয়ার মাঝে দু'য়েকটি ফাতওয়ায় 'শায' রায় গ্রহণ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে, পরবর্তীদের কেউ নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে কারো পদস্খলন বা 'শায' রায়কে গ্রহণ করা।

অথচ কোনো মনীষার 'শায' রায়কে 'শায' থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কারো 'শায' রায়কে গুরুত্ব দেয়ার অর্থই হবে তাকে আপত্তির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দেয়া। এ জন্যই উলামায়ে কেরাম সবসময় আল্লামা আব্দুল হাই লখনবির এ ফাতওয়া এড়িয়ে চলেছেন। তেমনিভাবে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির রচনাকেও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটিই ছিলো মূলত তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শন। কিন্তু যারা আজ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে বড়োদের 'শায' রায়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করেন; তারা কি আসলেই বড়োদের উপর 'ইনসাফ' করছেন বা খুব বেশি 'বড়োভক্তি'র প্রমাণ দিচ্ছেন নাকি তাঁদেরকে আপত্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার মতো 'বে-

ইনসাফি' করে চলছেন! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের 'বে-ইনসাফি' থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

যা হোক, আল্লামা আব্দুল হাই লখনবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো-

سوال (٧٦٠): ہندوستان میں جہاں تک عمل داری انگریزوں کی ہے دار الحرب ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو صرف مطابق مذہب صاحبین کے یا بر طبق مذہب ابو حنیفہ کے بھی؟ بینوا توجروا۔ (فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ، ہندوستان دار الحرب نہیں ہے ص ٤٧٨)۔

"প্রশ্ন (৭৬০): হিন্দুস্তানের যে অংশে ইংরেজদের শাসন চলছে, তা কি দারুল হারব নাকি দারুল হারব নয়? আর যদি দারুল হারব হয়ে থাকে, তাহলে কি শুধু সাহেবাইনের মতানুযায়ী নাকি ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ীও? (ফাতাওয়া আব্দুল হাই পৃ: ৪৭৮)।

তিনি ফাতওয়া দিয়েছিলেন-

جواب: ہندوستان دار الحرب نہیں ہے بلکہ دار الاسلام ہے، چنانچہ ان عبارات فقہیہ سے واضح ہوتا ہے۔ (فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ، ہندوستان دار الحرب نہیں ہے ص ٤٧٩)۔

"উত্তর: হিন্দুস্তান দারুল হারব নয় বরং দারুল ইসলাম। যেমনটি এ সকল ফিকহি ইবারত দ্বারা স্পষ্ট।" (ফাতাওয়া আব্দুল হাই পৃ: ৪৭৯)।

এরপর আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. 'খিযানাতুল মুফতিন'র সূত্রে 'শারহু সিয়ারিল আসল', 'সিয়ারুল আসল' ও 'মানশুর' এবং 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া', আত্তাবির 'শারহুয যিয়াদাত' ও 'তহতাবি'র উদ্ধৃতিতে যে বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন, সবগুলোর পর্যালোচনাই পেছনে উল্লেখ হয়েছে। মূলত আ'যমির রহ. পুস্তিকার মূল উৎসই ছিলো এই ফাতওয়া। তবে যেহেতু আ'যমির রহ. পুস্তিকায় একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই আমরা সেটির পর্যালোচনা প্রথমে উল্লেখ করেছি।

লখনবির রহ. সাধারণ নীতি পরিপন্থী একটি আচরণ

আল্লামা আব্দুল হাই লখনবি রহ. ফিকহি ইবারতগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন-

ان عبارت سے اور ان کی امثال سے واضح ہے کہ دار الحرب ہونے میں دار الاسلام کی شرط یہ ہے کہ احکام کفر علی سبیل الاشتہار جاری ہوں، اور احکام اسلام بالکلیہ موقوف کر دیئے جاویں، اور شعائر اسلام

اور ضروریات دین میں کفار مداخلت کرنے لگیں، اور یہ شرط اتفاقی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اس کے سوا اور بھی دو شرطیں زائد کیں...............۔(فتاوی عبد الحی، مسائل متفرقہ، ہندوستان دار الحرب نہیں ہے ص ۴۸۰)۔

“এ সকল ইবারত ও ইবারতে পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট যে, দারুল ইসলাম দারুল হারব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, কুফরি আহকাম প্রকাশ্যে জারি হওয়া, আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও ‘যরুরিয়াতে দ্বীন’র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করতে থাকা। **আর এ শর্ত ঐক্যমত্যে**। ইমাম আবু হানিফা রহ. এছাড়া আরো দু’টি শর্ত বৃদ্ধি করেছেন ....।” (ফাতাওয়া আব্দুল হাই পৃ: ৪৮০)।

আল্লামা লখনবি রহ. এই দাবির ক্ষেত্রে তাঁর ‘তাহকিক’র সাধারণ নীতি পরিপন্থী আচরণ করেছেন। অন্যথায় দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য ঐক্যমত্যে আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও ‘যরুরিয়াতে দ্বীন’র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করার শর্তের কথা তিনি কোন ফিকহের কিতাবে পেয়েছেন? তিনি নিজেও তো আত্তাবির ‘শারহুয যিয়াদাত’ ও ‘খিযানাতুল মুফতিন’র সূত্রে সাহেবাইনের মত উল্লেখ করেছেন; তাতে কি এ কথা আছে? এটিকে সর্বোচ্চ ইমাম আবু হানিফার রহ. ‘আমান’র বাহ্যিক শর্তের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐক্যমত্য বলে সাহেবাইন ও জুমহুরের রায়কেও এর সঙ্গে একাকার করে ফেলা কেমন হলো!

দ্বিতীয়ত: প্রথম শর্তের ক্ষেত্রেই যদি এ দু’টি বিষয় (আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও ‘যরুরিয়াতে দ্বীন’র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা) চলে আসে, তাহলে ইমাম আবু হানিফার রহ. বাড়তি শর্ত আরো দু’টি থাকে কীভাবে? নাকি লখনবির রহ. দাবি, আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও ‘যরুরিয়াতে দ্বীন’র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও ‘আমান’ বিলুপ্ত হয় না; তাই ‘আমান’র শর্ত বৃদ্ধি করতে হয়েছে।

অর্থাৎ লখনবির রহ. মতে কোনো অঞ্চল দারুল হারব সংলগ্ন হয়ে কাফেররা যদি তাতে তাদের আইন-কানুন জারি করে আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয় এবং ‘শাআয়েরে ইসলাম’ ও ‘যরুরিয়াতে দ্বীন’র

ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে থাকে, তাহলে সেটি সাহেবাইন ও জুমহুরের দৃষ্টিতে দারুল হারব হবে, কিন্তু 'আমান' শর্ত বিলুপ্ত না হওয়ায় ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে তা দারুল হারব হবে না।

তো আহকামে ইসলাম পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়া ও 'শাআয়েরে ইসলাম' ও 'যরুরিয়াতে দ্বীন'র ক্ষেত্রে কাফেরদের হস্তক্ষেপ করা সত্ত্বেও 'আমান' বহাল থাকার কী পদ্ধতি? এটা মনে হয় একমাত্র আল্লামা আব্দুল হাই লখনবিই রহ. বলতে পারবেন বা যারা তাঁর ফাতওয়াকে লুফে নিয়েছেন তারা বলতে পারবেন। সেটির কোনো পদ্ধতি আমাদের মেধায় আসছে না। অবশ্য একটি পদ্ধতি আছে, গরু-ছাগলের মতো শুধু খড়কুটো খেয়ে 'নিরাপদে' জীবন পার করে দেয়া। فلا حول ولا قوة إلا بالله।

৩. মুফতি তাকি উসমানির বক্তব্য

মুফতি তাকি উসমানি -হাফিযাহুল্লাহ- তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত'র ৩২৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৩৩০ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় ও ভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা বলতে ফিকহি কিতাবের দু'য়েকটি ইবারত উল্লেখ করে সর্বাংশে ব্যক্তিগত ধারণাই প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিপন্থী যে অবাস্তব কথাগুলো বলেছেন এবং ইলমি আমানত রক্ষা না করার তিনি হিসেবে যে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা ইতোমধ্যে একাধিক আহলে ফিকর আলেম তাদের রচনায় স্পষ্ট করেছেন, (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন)। তাই আমরা দীর্ঘ আলোচনার দিকে না গিয়ে তাঁর পুরো বক্তব্যের ব্যাপারে কয়েকটি মৌলিক কথা বলেই রচনার ইতি টানবো, ইনশাআল্লাহ।

দারুল ইসলামের পরিচয়ে মুফতি তাকি উসমানি

মুফতি তাকি উসমানি মাবসুতে সারাখসি, কাযি খানের শারহুয যিয়াদাত, আত্তাবির শারহুয যিয়াদাত, বাদায়েউস সানায়ে'সহ আলোচ্য মাসআলার সকল মৌলিক উৎসগ্রন্থকে এড়িয়ে সারাখসির 'শারহুস সিয়ারিল কাবির' থেকে একটি আনুষঙ্গিক মাসআলার আলোচনায় প্রসঙ্গত দারুল ইসলামের বিশেষণে উল্লেখ করা একটি ইবারত ও 'জামেউর রুমুয' সূত্রে উদ্ধৃত 'কাফি'র বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলামের পরিচয় বুঝাতে গিয়ে বলেন-

چنانچہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ دار الاسلام کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

"فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين".

اور جامع الرموز میں "الکافی" کے حوالے سے اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين، وكانوا فيه آمنين".[31] (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الاسلام اور دار الحرب ص ۳۲۴)۔

"যেমনটি আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে ব্যক্ত করেছেন- 'কেননা দারুল ইসলাম ওই স্থানকে বলা হয়, যা মুসলমানদের দখলে থাকে'।

আর 'জামেউর রুমুয' কিতাবে 'কাফি'র উদ্ধৃতিতে দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে- 'দারুল ইসলাম বলা হয়, যাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে এবং তারা নিরাপদে থাকে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত পৃ: ৩২৪)।

উক্ত দুই ইবারতের আলোকে মুফতি তাকি উসমানি বুঝেছেন, কোনো অঞ্চলে মুসলমান শাসকের আইন-কানুন জারি হলেই তা দারুল ইসলাম; চাই সে আইন ইসলামি হোক বা না হোক।

মুফতি তাকি উসমানির বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি কথা

মুফতি তাকি উসমানি উপর্যুক্ত দু'টি ইবারত উল্লেখ করার পর ব্যক্তিগত কিছু ধারণা প্রকাশ করেছেন। পাঠক বুঝার সুবিধার্থে তাঁর মূল গ্রন্থ থেকে তাঁর বক্তব্য পড়ে নিতে পারেন। তাঁর বক্তব্য বুঝে পড়লে যেকোনো সাধারণ পাঠকের সামনেও মনে হয় এটি প্রকাশ পাবে যে, তিনি কি বাস্তবে ফিকহের আলোকে দারুল ইসলামের পরিচয় দিতে চেয়েছেন, নাকি তাঁর চিন্তা জুড়ে ছিলো শুধু পাকিস্তান আর পাকিস্তান!

৩১. আমাদের সংরক্ষণে 'জামেউর রুমুয'র যে নুসখা রয়েছে তাতে 'কাফি'র বক্তব্যে দাগটানা অংশটি নেই। হ্যাঁ! 'জামেউর রুমুযে 'যাহেদি'র সূত্রে উদ্ধৃত বক্তব্যে সেটির উল্লেখ রয়েছে।

ফিকহের এমন ইবারত তালাশ করে বের করেছেন, যার বাহ্যিক শব্দের আলোকে তাঁর ধারণা অনুযায়ী পাকিস্তানকে খুব 'নিরাপদে' দারুল ইসলাম সাব্যস্ত করা যাবে এবং সে আঙ্গিকেই কথা বলেছেন।

যা হোক, আমরা তাঁর পুরো বক্তব্য উল্লেখ করে আমাদের রচনার কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করছি না। আমরা আমাদের কয়েকটি কথা বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

ক) আমরা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের পরিচয় প্রদানের পূর্বে বলেছিলাম-

'আহকামুল ইসলাম', 'আহকামুল মুসলিমিন', 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' ও 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন'; সবগুলোর উদ্দেশ্য একই। একেক ফকিহের বক্তব্যে একেকটি ব্যবহার হয়েছে। শব্দের বিভিন্নতায় প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ-

কুফরি আইন মুসলমানের আইন হতে পারে না এবং মুসলমানরা কুফরি আইন করতে পারে না।

তেমনিভাবে মুসলমানদের খলিফা কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে না এবং যে শাসক কুফরি আইন বিধিবদ্ধ করে সে 'ইমামুল মুসলিমিন' হতে পারে না বা ওই কুফরি আইন 'হুকমু ইমামিল মুসলিমিন' হতে পারে না।

ঠিক তেমনিভাবে যে অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে না, বরং কুফরি আইন-কানুন সেখানে বাস্তবায়িত এবং ইসলামি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার সকল দরজা বন্ধ; সেটি 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত হতে পারে না। আর যে অঞ্চল 'তাহতা আইদিল মুসলিমিন' মুসলমানদের হস্তগত তাতে কুফরি আইন বিধিবদ্ধ হতে পারে না এবং ইসলামি আইনের দরজা বন্ধ হতে পারে না।"

বুঝা গেলো, মুফতি তাকি উসমানি তাঁর ভুল ধারণার পক্ষে যে দু'টি ইবারত উল্লেখ করেছেন; তাতে তাঁর ধারণার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

এছাড়াও 'ইমামুল মুসলিমিন' একটি ইসলামি পরিভাষা। যে ভূখণ্ডের সংবিধান কুফরি মতবাদে রচিত এবং যেখানের আদালত এখনো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইনে পরিচালিত, সে ভূখণ্ডের শাসককে কি 'ইমামুল মুসলিমিন' বলা হয়? এটি কি মুফতি তাকি

উসমানির বুঝেও না বুঝার ভান নয়? নাকি স্বীকৃত মুরতাদ পারভেজ মোশারফ ও নির্ভেজাল শিয়া মহিলা বেনজির ভুট্টো মুফতি তাকি উসমানির দৃষ্টিতে 'আমিরুল মুমিনিন, 'খলিফাতুল মুসলিমিন' বা 'ইমামুল মুসলিমিন' ছিলো!!!!!!!!!

খ) মুফতি তাকি উসমানি তাঁর আলোচনায় বুঝাতে চেয়েছেন, মুসলমানদের অধীনস্ত কোনো ভূখণ্ডে যদি শাসকদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও 'গাফলত'র কারণে ইসলামি আইন-কানুন পরিপূর্ণ জারি করা না হয়, তা দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

অর্থাৎ মুফতি তাকি উসমানি তাঁর পাকিস্তান ও এ জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে এ দাবিই করতে চাচ্ছেন যে, এ সকল রাষ্ট্রের শাসকরা চাইলে ইসলামি আইন-কানুন জারি করতে পারে। বাকি করছে না শুধুই 'গাফলত'র কারণে। এ কারণে তারা গোনাহগার হবে, তবে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলাম থেকে বের হবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে শাসক ইসলামি আইন-কানুন জারি করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও শুধু ইসলামি আইন-কানুন জারি করছে না এমন নয়; বরং গণতন্ত্রের মতো কুফরি মতবাদে সংবিধান তৈরি বা বাস্তবায়ন করে ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইনে আদালত পরিচালনা করে এবং কুরআন-সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ না রাখে; এটি কি শুধু "شدید گناہ" কঠিন গোনাহ নাকি "کفر بواح" প্রকাশ্য কুফর?

দ্বিতীয়ত: সিরিজের প্রথম পর্ব যাদের অধ্যয়নে আছে, বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, বিশেষকরে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সংবিধান যাদের পড়া আছে এবং এই রচনায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যে অবস্থা আমরা উল্লেখ করেছি তা দেখা আছে, তারা ভালো করেই জানেন যে, এটি শুধুই 'গাফলত'র কারণে ইসলামি আইন ছেড়ে দেয়া নয়; যেমনটি খিলাফত পতনের পূর্বে কোনো কোনো গভর্নর বা বিচারক থেকে কখনো প্রকাশ পেতো। বরং বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধান ও আদালত পরিচালনার আইনে ইসলামি আইন-কানুনের পরিবর্তে অন্যান্য কুফরি আইনকে স্থান দেয়া হয়েছে এবং ইসলামি আইন বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। যে সকল আইনকে বাহ্যত ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হয় না; সেটি

ইসলামি আইন হিসেবে রাখা হয়নি, বরং তা গণতন্ত্র ধর্ম অনুযায়ী হওয়ায় রাখা হয়েছে।

মুফতি তাকি উসমানি 'গাফলত' ও 'শাদিদ গোনাহ' বলে যে বাস্তবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্ব হিসেবে একেবারেই অনাকাঙ্খিত। তবে কেউ বাস্তবতাকে আড়াল করলে পৃথিবীর সকলের থেকে তা আড়াল হয়ে যাবে; বিষয়টি এমন নয়।

শতবার 'তারজি'' পড়ার মতো মুফতি তাকি উসমানির একটি দাবি

গ) মুফতি তাকি উসমানি তাঁর অলীক ধারণা প্রকাশের এক পর্যায়ে বলেন-

اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے دار الاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو، یعنی اسکے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الاسلام اور دار الحرب ص۳۲۵)۔

"উপরে আপনারা দেখেছেন যে, আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় **শুধু এই কথা বলেছেন যে তা মুসলমানদের দখলে থাকা**। আর এটিকেই 'জামেউর রুমুয'র ইবারতে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাতে মুসলমানদের ইমামের হুকুম চলে। অর্থাৎ তার আইন-কানুন বাস্তবায়ন হয়। **সে আইন-কানুন শরিআত অনুযায়ী কি নয়; তা দেখার বিষয় নয়।**" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত পৃ: ৩২৫)।

মুফতি তাকি উসমানির উপর্যুক্ত বক্তব্যের উপর শতবার "إنا لله وإنا إليه راجعون" পড়লেও বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না এবং হৃদয়ের ব্যথার উপশম হবে না। এ মাসআলায় ইলমি আমানতের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের সামান্যতমও বিবেক বাধাগ্রস্ত হয়নি!

তিনি কি এই দাবিই করতে চান যে, একজন শাসক শরয়ি আইনের **দরজায়** তালা ঝুলিয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরি আইন-কানুন **প্রণয়ন** ও বাস্তবায়ন করলেও তার মুসলমানিত্বে সামান্যও আঁচড় পড়বে

না এবং তার 'ইমামুল মুসলিমিন' পদবিও যথারীতি বহাল থাকবে! আর সে ভূখণ্ড দারুল ইসলাম থেকে বের হওয়া তো 'বহুত দূর কি বাত হ্যায়'। এমন অসার দাবি করার জন্য কি মুফতি তাকি উসমানি হওয়া জরুরি!?!?!?!?

দ্বিতীয়ত: 'আল্লামা সারাখসি রহ. দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এই কথা বলেছেন যে তা মুসলমানদের দখলে থাকা।' এ কথা বলে মুফতি তাকি উসমানি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি কি ফিকহের কিতাবাদিতে এ মাসআলার আলোচনায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বারবার "إجراء أحكام الإسلام" 'ইসলামি আইন-কানুন জারি করা'; কথাটি দেখেননি? বিশেষকরে যে সারাখসির ব্যাপারে এ দাবি করলেন যে তিনি শুধু এ কথা বলেছেন, তাঁর 'মাবসূত' কিতাব খুলে কি এ মাসআলার স্বতন্ত্র আলোচনা দেখার সুযোগ হয়নি? বা 'মাবসুতে সারাখসি'তে নিম্নোক্ত ইবারত চোখে পড়েনি?-

وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار إسلام. (المبسوط للسرخسي، كتاب السير ١٠/٢٣).

"ইসলামি আইন-কানুন জারি করার পূর্বে শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে কোনো অঞ্চল দারুল ইসলামে পরিণত হয় না।" (মাবসুতে সারাখসি ১০/২৩)।

যদি ইবারতগুলো দেখে থাকেন; এবং না দেখার কোনো কারণও নেই, তাহলে কেনো এই আচরণ? আর যদি না দেখে থাকেন; যা কল্পনাতীত, তাহলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাযথ অধ্যয়ন ব্যতীত অনুমান নির্ভর কথা বলে কেনো অন্ধ অনুসারীদের মূর্খতা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন?

মুফতি তাকি উসমানির আরো এক বেদনাদায়ক আচরণ

ঘ) এরপর তিনি যে আচরণ করেছেন তা আরো বেদনাদায়ক। এ বিষয়ের দিকে আমরাও ইঙ্গিত করেছি যে, ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায়ও কখনো ছিলো না, কোনো ভূখণ্ডের শাসক মুসলমান হবে বা সে ভূখণ্ড মুসলমানদের আবাসভূমি হবে কিন্তু তাতে ইসলামি আইন-কানুন সংবিধিবদ্ধ না হয়ে কুফরি আইনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তাই তাঁরা ইসলামি আইন-কানুন জারি থাকার বিষয়টিকে বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই ইসলামি আইন-কানুন জারি থাকা।

মুফতি তাকি উসমানিও ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি তা স্বীকার করে পরবর্তীতে যা বলেছেন তা খুবই আশ্চর্যকর। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ফুকাহায়ে কেরামের ধারণায় না থাকায় তাঁরা এটি স্পষ্ট করেননি যে, মুসলমানদের দখলে থাকা সত্ত্বেও যদি তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি করা না হয়, তাহলে সেটিকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি হবে না। বরং তাঁরা শুধু মুসলমানদের দখলে থাকা এবং তাদের হুকুম চলার বিষয়টি উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। পরবর্তীতে যখন এমন অবস্থা সামনে এসেছে, তখন ফুকাহায়ে কেরাম তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন (অর্থাৎ দারুল ইসলাম হওয়ার কথা বলেছেন); এ কথা বলে তিনি রদ্দুল মুহতার থেকে ইবনে আবেদিন শামি কর্তৃক 'জাবালে তাইমিল্লাহ'র উদাহরণ পেশ করেছেন, যা আমরা 'তাতবিক'র আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

তো মুফতি তাকি উসমানি প্রথমে যে দাবি করেছেন, ফুকাহায়ে কেরাম শুধু মুসলমানদের দখলে থাকার কথা বলেছেন; তা একটি নির্জলা অসত্য দাবি। বরং ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দে ইসলামি আইন-কানুন জারির কথাই বলেছেন।

আর দ্বিতীয়তে ইবনে আবেদিনের উদ্ধৃতিতে যে দাবি করেছেন, সেটিকে 'ইলমি আমানত রক্ষা করেনি' বললেও হক আদায় হবে না। সচেতন পাঠক একটু 'রদ্দুল মুহতার' খুলে দেখুন। ইবনে আবেদিন শামি রহ. মূলত ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলীর পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ দারুল হারব সংলগ্ন না হওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি 'জাবালে তাইমিল্লাহ'র উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, যেহেতু তা দারুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত, তাই শাসক 'দুরুয' বা খৃস্টান হওয়া এবং বিচারক তাদের হওয়া তথা তাদের আইন-কানুন চলা সত্ত্বেও তা ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শর্তের যৌক্তিকতার দিকেও ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের কর্তৃত্ব বহাল আছে এবং মুসলিম শাসকরা চাইলেই তাতে আইন-কানুন জারি করে দিতে পারবে।

আর এটিকে তিনি রূপ দিয়েছেন যে, পরবর্তীতে এ অবস্থা সামনে আসায় ইবনে আবেদিন শামি এ কথা বলেছেন। অথচ 'জাবালে তাইমিল্লাহ' তখন মুসলমানদের দখলে নয় এবং শাসকও মুসলমান নয় বরং খৃস্টান বা 'দুরুয'। তাহলে মুফতি তাকি উসমানির দাবির সঙ্গে তা সমঞ্জস হলো কীভাবে? 'জাবালে তাইমিল্লাহ'কে কি 'গাফলত'র কারণে মুসলনানরা তাতে ইসলামি আইন-কানুন জারি না করলেও তাদের দখলে থাকায় দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া হয়েছে, নাকি সেটিকে দারুল ইসলাম আখ্যা দেয়া হয়েছে ইমাম আবু হানিফার রহ. একটি শর্ত দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ার কারণে? অন্যথায় সেটির শাসকও অমুসলিম এবং তা তাদের দখলেই রয়েছে। এছাড়াও সাহেবাইন ও জুমহুরের মতে তো দারুল ইসলাম নয়, বরং কুফরি আইন জারি হওয়ায় তা দারুল হারব।

মুফতি তাকি উসমানি অতঃপর দারুল হারবের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'যা অমুসলিম শাসকের অধীনে থাকে'। এখন এটি আমাদের কোনো আলোচ্য বিষয় নয়। তা উল্লেখ করেছি শুধু পাঠকদের একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য। মুফতি তাকি উসমানির সুযোগ্য ছাত্রগণ যাঁরা আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমির পুস্তিকাকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা এখন কী বলবেন? মুফতি মাহদি হাসান শাহজাহানপুরি রহ. ও সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়া রহ. দারুল হারবের এরূপ সংজ্ঞা প্রদানের কারণেই আ'যমি রহ. তাঁদের চামড়া খসিয়ে লবন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ....???????

আসলে আল্লামা হাবিবুর রহমান আ'যমি রহ. ও মুফতি তাকি উসমানি; কেউই বাস্তবতা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেননি। একজনের পেরেশানি ছিলো ভারতকে নিয়ে, আরেকজনের পাকিস্তানকে নিয়ে। দু'জনেই দু'জনের দেশপ্রেমের সার্থক পরিচয় দিয়েছেন এবং নিজের ভূখণ্ডকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তবে সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারেননি এবং দু'জনের কথার মাঝে আকাশ-পাতাল বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

মুফতি তাকি উসমানি কর্তৃক দারুল কুফরের ভাগ ও হুকুম

ফুকাহায়ে কেরাম অধিকাংশ দারুল কুফরের জন্য দারুল হারব ব্যবহার করায় কারো এই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে যে, দারুল ইসলাম না

হওয়ার অর্থই হচ্ছে তা সবসময় যুদ্ধাবস্থায় থাকে; যেহেতু 'হারব' অর্থ যুদ্ধ। মুফতি তাকি উসমানি এই ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে বলেন-

لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء کرام بکثرت "دار الحرب" کا لفظ دار الکفر کے معنی میں استعمال فرماتے ہیں، اور اس ملک پر بھی اسکا اطلاق کر دیا جاتا ہے جو دار الاسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ اسکے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو، یا مسلمان وہاں امن وامان کے ساتھ رہتے ہوں۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الکفر کی دو قسمیں ص ۳۲۸)۔

"কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ফুকাহায়ে' কেরাম ব্যাপকভাবে দারুল কুফরের অর্থে দারুল হারব ব্যবহার করেন এবং ওই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেটি ব্যবহার করেন, যা দারুল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নয়। বরং তার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ অথবা মুসলমানরা সেখানে নিরাপদে বসবাস করে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত পৃ: ৩২৮)।

মুফতি তাকি উসমানি প্রথম যে কথা বলেছেন যে, সন্ধিবদ্ধ দারুল হারব যুদ্ধাবস্থায় নয় অর্থাৎ সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না; তা ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে অবস্থার কথা বলেছেন যে, মুসলমানরা নিরাপদে বসবাস করতে পারলে তা যুদ্ধাবস্থায় নয় অর্থাৎ সে দারুল হারবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে না বা করা জায়েয হবে না; এ দাবির পক্ষে মনে হয় কোনো গ্রহণযোগ্য ফকিহ বা ফিকহি কিতাবের উদ্ধৃতি দেখাতে পারবেন না। এটি নিছক তাঁর একটি কল্পনাপ্রসূত কথা।

বরং এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক আরোপিত শর্তদু'টি হিসেবে যে অঞ্চল দারুল ইসলাম হিসেবে বহাল থাকে; সেটির ব্যাখ্যায় জাসসাস, সারাখসি ও কাযি খান প্রমুখগণ যা বলেছেন, তার আলোকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ওই অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। কেননা তারা তো এটিই বলেছেন যে, সেটি তাদের হাতে সাময়িক সময়ের জন্য। মুসলমানরা তাদের হাতে সেটি থাকতে দেবে না। এবং আবু বকর আলজাসসাস তো এ কারণেই জিহাদের ব্যাপারে উদাসীনতার প্রসঙ্গ এনে সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তো কাফেরদের হাত থেকে যে তা উদ্ধার করা হবে সেটি কি ফুঁ দিয়ে নাকি যুদ্ধের মাধ্যমে? তাহলে 'আমান' বহাল থাকা বা দারুল ইসলাম কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ার কারণে ইমাম আবু হানিফার রহ. মতে যে ভূখণ্ড দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; সে ভূখণ্ড যদি যুদ্ধাবস্থায় হয়, তাহলে কোনো দারুল হারবে মুসলমানরা নিরাপদ থাকার কারণে তা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলা পরিপূর্ণই 'তাফাক্কুহ' পরিপন্থী কথা।

তাহলে কি মুফতি তাকি উসমানি বলতে চান, আমেরিকায় যেহেতু মুসলমানরা নিরাপদে বসবাস করে, সুতরাং তা দারুল হারব হলেও যুদ্ধাবস্থায় নয় এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না; যদিও মার্কিন সৈন্যরা কোনো ইসলামি ভূখণ্ডে যুদ্ধরত থাকে!

তাঁর রায় হয়তো এমনটিই। অন্যথায় কীভাবে একটি 'ইমারতে ইসলামি'র আমিরুল মুমিনিনের নিকট সে 'ইমারতে ইসলামি'র একজন বীর মুজাহিদকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারেন!

শাহ আব্দুল হক দেহলবির বক্তব্যের আলোকে দারুল কুফরের ভাগ

মুফতি তাকি উসমানি যুদ্ধাবস্থায় নয় বলে মূলত সেটিকে 'দারুল আমান' বলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শাহ আব্দুল হক দেহলবির (মৃঃ ১০৫২ হিঃ) একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যার সারাংশ হচ্ছে, ইসলামে দু'বার হিজরত হয়েছে; একটি হচ্ছে দারুল খাওফ তথা মক্কা থেকে দারুল আমান তথা হাবশার দিকে হিজরত। আর অপরটি হচ্ছে, দারুল কুফর তথা মক্কা থেকে দারুল ইসলাম তথা মদিনার দিকে হিজরত।

এই বক্তব্যের আলোকে মুফতি তাকি উসমানি দারুল হারবকে দু'ভাগ করেছেন; একটি দারুল খাওফ অপরটি দারুল আমান। হাবশার দিকে হিজরতের প্রসঙ্গ তোলে আরো কেউ এমন ভাগ করে থাকতে পারেন।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। আমরাও পূর্বে প্রমাণ করে এসেছি যে দারুল কুফর ও দারুল হারব সমার্থক শব্দ। কিন্তু দারুল কুফরের সঙ্গে দারুল হারব বিশেষণটি যুক্ত হবে 'হারব' তথা জিহাদের অনুমতি আসার পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর। এর পূর্ব পর্যন্ত মক্কা দারুল কুফর ঠিক আছে কিন্তু দারুল হারব নয়। সে হিসেবে দারুল কুফরের যেখানে নিরাপত্তা নেই সেটিকে দারুল খাওফ বলা আর

যেখানে নিরাপত্তা আছে সেটিকে দারুল আমান বলার মধ্যে তেমন একটা জটিলতা নেই।

কিন্তু 'হারব' তথা জিহাদের অনুমতির পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর এখন দারুল কুফর দারুল হারবও, অর্থাৎ সবগুলোই যুদ্ধাবস্থায়। এখন দারুল হারব হয়েও যুদ্ধাবস্থায় না হওয়ার পদ্ধতি হলো দারুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া। চাই এটিকে 'দারুল মুওয়াদাআ' বলা হোক বা 'দারুল আমান' বলা হোক। কিন্তু শুধু নিরাপদে বসবাস করতে পারার কারণে 'হারব'র মোকাবেলায় 'আমান' বলা; পূর্বের ফুকাহায়ে কেরামের ব্যবহারে এটি নেইও এবং তা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলেও কেউ মন্তব্য করেননি। আমরা পূর্বেও এ বিষয় স্পষ্ট করেছি যে, এ অর্থে 'দারুল আমান' পরবর্তীদের কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন এবং তা খুবই দুর্বল ও আপেক্ষিক ব্যবহার। তাই আনুষঙ্গিক কিছু মাসআলায় ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু দারুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ না হওয়ায় তা দারুল হারবের যুদ্ধাবস্থায় আছে এবং সেটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোনো বাধা নেই।

মক্কা যে দারুল হারব হয়েছে জিহাদের বিধান আসার পর এবং মদিনায় হিজরত করে ইসলামি আইন-কানুন জারি করে সেটিকে দারুল ইসলাম বানানোর পর; তা ইমাম আবু হানিফার শব্দে ইমাম মুহাম্মাদের 'আলআসল' কিতাবে স্পষ্টই উল্লেখ হয়েছে-

قال أبو حنيفة: ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه أعتقهم **قبل أن يؤمر النبي ﷺ بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب.** .... **وإنما افترق أمر دار الحرب ودار الإسلام حيث هاجر رسول الله ﷺ وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام.** (الأصل لمحمد الشيباني، كتاب الولاء، باب العتق في دار الحرب ٦/٤١٣).

"আবু হানিফা বলেন, তাদের (সুহাইব, বেলাল প্রমুখগণ) 'ওয়ালা'র অধিকার আবু বকর রাযি. এর প্রাপ্য। কেননা তিনি তাদেরকে আযাদ করেছেন **রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কিতাল'র ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়া ও মক্কা দারুল হারব হওয়ার পূর্বে** ....। **আর দারুল হারব ও দারুল ইসলামের বিষয়টি পার্থক্য হয়েছে, রাসুল**

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত করা, 'কিতাল'র ব্যাপারে আদিষ্ট হওয়া ও দারুল ইসলামে ইসলামি আইন-কানুন জারি হওয়ার পর।" (কিতাবুল আসল ৬/৪১৩)।

সুতরাং নিরাপত্তা হিসেবে দারুল কুফরকে দারুল খাওফ ও দারুল আমানে ভাগ করে দারুল খাওফ থেকে দারুল আমানে হিজরতের বিষয়টি যথাযথ। কিন্তু দারুল কুফর দারুল হারবও হয়ে যাওয়ার পর শুধুমাত্র নিরাপত্তা হিসেবে দারুল হারবকে দারুল খাওফ ও দারুল আমানে ভাগ করে দারুল আমানকে দারুল হারবের মৌলিক হুকুম থেকে পৃথক মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

মুহাম্মাদ সাহুল উসমানির বর্ণনায় গাঙ্গুহির রায়

মুফতি তাকি উসমানি তাঁর দারুল আমানের ধারণা আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল উসমানির একটি 'অযাহাত' উল্লেখ করেছেন। তাতে মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল উসমানি শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবি প্রমুখগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করার পর বলেন-

مگر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دار الامان ہے۔ یعنی جس طرح سے حبشہ قبل ہجرت شریف کے باوجود دار الحرب ہونے کے دار الامان تھا، اسی طرح سے ہندوستان بھی آجکل دار الامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہجرت ضروری نہیں۔ کاتب الحروف کے استفسار کے بعد حضرت گنگوہی نے ایسا ہی مشافہۃ فرمایا تھا جو بندہ کو خوب اچھی طرح سے یاد ہے۔ (اسلام اور سیاسی نظریات، پانچواں باب: دفاع اور امور خارجہ، دار الکفر کی دو قسمیں ص ۳۲۹-۳۳۰)۔

"কিন্তু বাস্তবতায় মনে হয় যে, এটি দারুল আমান। অর্থাৎ যেমনিভাবে হাবশায় হিজরতের পূর্বে তা দারুল হারব হওয়া সত্ত্বেও দারুল আমান ছিলো, তেমনিভাবে হিন্দুস্তানও বর্তমানে দারুল আমান। এই কারণেই এখান থেকে মুসলমানদের হিজরত করা আবশ্যক নয়। আমি লেখকের (মুহাম্মাদ সাহুল উসমানি) জিজ্ঞাসার পর হযরত গাঙ্গুহি আমাকে সরাসরি এমনটি বলেছেন, যা আমার খুব ভালোভাবে স্মরণে আছে।" (ইসলাম আওর সিয়াসি নযরিয়াত পৃঃ ৩২৯-৩৩০)।

মাওলানা সাহুল উসমানির প্রথম কথাটি যে যথাযথ হয়নি তা স্পষ্ট। কারণ হাবশা তখন দারুল হারব ছিলো না বরং শুধু দারুল কুফর ছিলো; যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে স্পষ্ট করেছি।

দ্বিতীয়ত: মাওলানা সাহুল উসমানির এই বর্ণনা সহিহ হলেও তাতে মুফতি তাকি উসমানির দাবির পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা তিনি দারুল আমান বলে যুদ্ধাবস্থায় নয় বুঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু এখানে সে ধরনের কোনো ইঙ্গিতও করা হয়নি বরং শুধু হিজরতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। সেটি আমরাও পূর্বে বলেছি যে, 'দারুল খাওফ'র মোকাবেলায় 'দারুল আমান'র ব্যবহারে যেহেতু কোনো সন্ধির বিষয় নেই। তাই মূলত তা দারুল হারব হওয়ায় এ 'দারুল আমান'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাসহ দারুল হারবের মৌলিক অকাট্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে হিজরত করা ওয়াজিব হওয়ার মতো আনুষঙ্গিক ও মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় কারো নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হলে ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলতে পারে।

তৃতীয়ত: গাঙ্গুহির রহ. এ কথা যদি স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' রচনা ও পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া প্রদানের পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আর যদি পরে বলে থাকেন এবং দারুল আমান বলে ভিন্ন কিছু বুঝাতে চেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র 'রিসালাহ' বা পুরো হিন্দুস্তানকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া প্রদানের ব্যাপারে 'অযাহাত' করতেন। কিন্তু সে ধরণের কিছু বর্ণিত হয়নি। বুঝা গেলো, তাঁর দৃষ্টিতে মৌলিক হুকুম হিসেবে উভয় মন্তব্যের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। অন্যথায় তিনি তা স্পষ্ট করে দিতেন।

আর মুফতি তাকি উসমানির ওয়ালিদে মুহতারাম মুফতি শফি রহ. গাঙ্গুহির রহ. 'রিসালাহ'র উর্দুতে অনুবাদ করেছেন এবং হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ব্যাপারে তাঁর 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' কিতাবে আলোচনা করেছেন; যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি কি মাওলানা সাহুল উসমানির এই বর্ণনা পাওয়ার পর হিন্দুস্তানকে দারুল আমান বা যুদ্ধাবস্থায় নয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন? কিন্তু মুফতি তাকি উসমানি কেনো এই একটি কথা পেয়েই হিন্দুস্তানকে দারুল আমান এবং যুদ্ধাবস্থায় নয় প্রমাণ করার জন্য এতো তোড়জোড় শুরু করে দিলেন।

একজন মুফতির জন্য কি এ ক্ষেত্রে নিজেকে ফিকহের কিতাবাদির সোপর্দ করার প্রয়োজন ছিলো না! এতো দুর্বল ভিত্তির উপর কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার প্রাসাদ নির্মাণের চিন্তা করলেন! لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ।

আলই'তিযার

ক) কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মাসআলা দলিলের আলোকে প্রমাণ করা তো ঠিক আছে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আলোচনা না করলে কী সমস্যা ছিলো?

আমরা পূর্বেও বলেছি, কোনো ব্যক্তিত্বের 'শায' কথা বা 'পদস্খলন'কে সে হিসেবে থাকতে দেয়াই তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য নিরাপদ। কিন্তু সেটিকে যখন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে বা প্রচার করা হবে, তখন যিনি দলিলের আলোকে তা প্রত্যাখ্যান করছেন; তিনি তো উম্মতের কল্যাণ কামনায় তার দায়িত্ব হিসেবেই যেভাবে প্রকাশ হয়েছে সেভাবেই সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন। এর জন্য অপরাধী সেই যে এই 'শায' রায় বা 'পদস্খলন'কে দলিল হিসেবে প্রচার করে।

খ) প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারেও কারো দ্বিমত থাকতে পারে। সেটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য পাঠকদের 'বদ যবানি বদ গুমানি' শিরোনামে আলোচনা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে ভুল আকিদা-বিশ্বাস ও 'শায' কথা প্রত্যাখ্যানে কঠিন 'উসলুব' পদ্ধতি গ্রহণ করাই যে 'সুন্নাতে সালাফ'; তা বুঝার জন্য সিরিজের এই পর্বে শুধুমাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, সহিহ বুখারির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহিদ ইবনুত তিন রহ. (মৃ: ৬১১ হি:)[৩২] এর একটি মৌলিক কথা উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি, যা তিনি সহিহ বুখারির একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। হাদিসের উদ্দিষ্ট অংশটি হচ্ছে-

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البِكَالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله......... (صحيح

৩২. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম হচ্ছে- "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح"।

البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله صـ٢٢١، رقم الحديث ١٢٢، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام صـ٩٩٥، رقم الحديث٦١٦٣).

"সায়িদ ইবনে জুবাইর বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম যে, নাওফ আলবিকালি মনে করেন (খাযির আলাহিস সালামের ঘটনায় উল্লিখিত) মুসা বনি ইসরাইলের (নবী) মুসা নয়, বরং তিনি অন্য মুসা। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।" (সহিহ বুখারি পৃঃ ২২১, হাদিস নং ১২২, সহিহ মুসলিম পৃঃ ৯৯৫, হাদিস নং ৬১৬৩)।

শামের তাবেয়ি আলেম নাওফ আলবিকালি রহ. (মৃঃ ৯০ হিজরির পর) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাযি. (মৃঃ ৬৮ হিঃ) এর মন্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুত তিন রহ. বলেন-

قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، **ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير** منه وحقيقته غير مرادة. (فتح الباري ٤٥٨/١، عمدة القاري ٤٤٢/٢).

"ইবনুত তিন বলেন, ইবনে আব্বাস কর্তৃক নাওফকে আল্লাহর অভিভাবকত্ব থেকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। **বরং উলামায়ে কেরামের অন্তর অসত্য কথা শুনলে তা অপছন্দ করে। তাই তারা তিরস্কার ও সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকেন** এবং সেটির বাস্তবতা উদ্দেশ্য হয় না।" (ফাতহুল বারি ১/৪৫৮, উমদাতুল কারি ২/৪৪২)।

ইবনুত তিনের সুরেই আমরা বলতে চাচ্ছি, অসত্যের বিপক্ষে কঠিন 'উসলুব' পদ্ধতি গ্রহণ করাই 'সুন্নাতে সালাফ'। হাঁ! বাস্তবতা উদ্দেশ্য হয় না বলে ইবনুত তিন রহ. যে কথা বলেছেন, তা এখানে ব্যবহৃত বাক্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে। কিন্তু অনেক সময় বা অন্যান্য বাক্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

هذا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.

ثَبَت المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

٢- آپ کے مسائل اور ان کا حل -یوسف لدھیانوی -زکریا بکڈپو، دیو بند

٣- آثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، دار الفكر

٤- الآداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة الرسالة

٥- أحكام أهل الذمة لابن القيم، رمادي للنشر، المملكة العربية السعودية

٦- أحكام القرآن للإمام الشافعي -جمع البيهقي- مكتبة الخانجي بالقاهرة

٧- اسلام اور سیاسی نظریات -مفتی تقی عثمانی -کتب خانہ نعیمیہ، دیو بند

٨- الأصل للإمام محمد الشيباني، تحقيق الدكتور محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، لبنان

٩- الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين الحجاوي، دارة الملك عبد العزيز

١٠- الأم للإمام الشافعي، دار الوفاء، المنصورة

١١- الإنصاف للمرداوي، تعليق الفقي، طبعة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم

١٢- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت

١٣- بصائر وعبر -محمد یوسف بنوری -مکتبۂ بنوریہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی

١٤- البيان والتحصيل لابن رشد الجد، دار الغرب الإسلامي، بيروت

١٥- تاريخ دمشق لابن عساكر، دار الفكر، بيروت

١٦- تالیفات رشیدیہ -رشید احمد گنگوہی -ادارۂ اسلامیات، لاہور

١٧- تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، دار ابن زيدون، بيروت - مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة

١٨- تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت

١٩- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٠- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، دار عالم الكتب، الرياض

٢١- التفسير الكبير للرازي، دار الفكر، بيروت

٢٢- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقاضي عياض، دار ابن حزم، بيروت، لبنان

٢٣- جامع الترمذي، مؤسسة الرسالة ناشرون

٢٤- جامع الرموز للقهستاني، مطبع مظهر العجائب، كلكته

٢٥- جامع الفصولين لابن قاضي سماونة، اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

٢٦-جواہر الفقہ -مفتی محمد شفیع -مکتبہ سیرت النبی، جامع مسجد، دیوبند

٢٧- حاشية الطحطاوي على الدر المختار، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية

٢٨- الحاوي الكبير للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٩- خزانة المفتين لحسين بن محمد السمنقاني، مخطوطة المكتبة العربية الرقمية

٣٠-دار الاسلام اور دار الحرب -حبیب الرحمن اعظمی -المجمع العلمی، مرکز تحقیقات وخدمات علمیہ، مئو

٣١- درر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا خسرو، میر محمد، کتب خانہ آرام باغ، کراچی

٣٢- الدر المختار للعلاء الحصكفي مع رد المحتار، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٣٣-الدر المنضود علی سنن ابی داود -محمد عاقل سہارنپوری -مکتبۂ خلیلیہ، سہارنپور، یوپی

٣٤- رد المحتار لابن عابدين الشامي، دار الكتاب، ديوبند، الهند

٣٥- سنن أبي داوُد، مؤسسة الرسالة ناشرون

٣٦- السنن الكبرى للبيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد الدكن، الهند

٣٧- سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة

٣٨- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، دار الفكر، بيروت

٣٩- شرح الزيادات للعتابي، مخطوطة شيخ الإسلام فيض الله أفندي، التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ١١١٢

٤٠- شرح الزيادات لقاضي خان، مکتبۂ عمریہ، کانسی روڈ، کوئٹہ

٤١- الشرح الكبير على المقنع للشمس ابن قدامة المقدسي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢- شرح كتاب السير الكبير للسرخسي، المكتبة التوفيقية، القاهرة

٤٣- شرح مختصر الطحاوي للجصاص، دار البشائر الإسلامية، بيروت - دار السراج، المدينة المنورة

٤٤- صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون

٤٥- صحيح مسلم، مؤسسة الرسالة ناشرون

۴۶-صراط مستقیم اردو-شاہ اسماعیل شہید-دار الکتاب، دیوبند، یوپی

٤٧- العرف الشذي لأنور شاه الكشميري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

۴۸-عقائد الاسلام-ادریس کاندھلوی-ادارۃ المعارف، کراچی

٤٩- عمدة التفسير لأحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة

٥٠- عمدة القاري للعيني، السحار للطباعة والنشر، القاهرة

٥١- غرر الأذكار في شرح درر البحار لمحمد البخاري، مخطوطة الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية والتعليم، المجمع العلمي العربي دمشق (المكتبة الظاهرية)

٥٢- الفتاوى البزازية (الجامع الوجيز) لابن البزاز الكردري، بهامش الفتاوى الهندية، زکریا بکڈپو، دیوبند

٥٣- الفتاوى التاتارخانية لابن العلاء الدهلوي، مكتبة زكريا بديوبند، الهند

۵۴-فتاوی رشیدیہ کامل-رشید احمد گنگوہی-ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی

٥٥- فتاوى السبكي لتقي الدين السبكي، دار المعرفة، بيروت

٥٦-فتاوی عبد الحی لکھنوی، مکتبۂ تھانوی، دیوبند

۵۷-فتاوی عزیزی اردو-شاہ عبد العزیز محدث دہلوی-ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی

٥٨- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، -جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش- دار العاصمة، المملكة العربية السعودية

٥٩-فتاوى محموديہ- محمود حسن گنگوہی-زکریابکڈپو،دیوبند

٦٠- فتاوى ورسائل لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

٦١- الفتاوى الهندية لعدة من علماء الهند، زکریابکڈپو،دیوبند

٦٢- فتح الباري لابن حجر العسقلاني، الرسالة العالمية

٦٣- فتح القدير لابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية

٦٤- الفصول العمادية لعبد الرحيم بن عماد الدين المرغيناني، مخطوطة المكتبة الأزهرية

٦٥-فطری حکومت- قاری محمد طیب-دار الکتاب،دیوبند،یوپی

٦٦- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، دار الفكر، سورية، دمشق، الطبعة الرابعة (الشاملة)

٦٧- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

٦٨- في ظلال القرآن لسيد قطب، منبر التوحيد والجهاد

٦٩- قاسم العلوم مع اردو ترجمہ انوار النجوم -مکتوبات قاسم نانوتوی-ناشران قرآن لمیٹیڈ، اردو بازار، لاہور

٧٠- الكافي للحاكم الشهيد، مخطوطة شيخ الإسلام فيض الله أفندي، التي أنشأها بالقسطنطينية سنة ١١١٢، المكتبة الأزهرية من كتب السيد فضل الله المغني في السلطنة العثمانية

٧١- الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر المالكي، دار الكتب العلمية

٧٢- الكشاف للزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض

٧٣- كشاف القناع للبهوتي، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
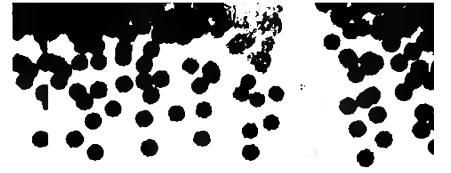
٧٤- المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت

٧٥- مجمع الأنهر لشيخي زاده داماد أفندي، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٦- مجموع الفتاوى لابن تيمية، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية

٧٧- المجموع شرح المهذب للنووي، مكتبة الإرشاد، جدة

٧٨- المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت

٧٩- مختصر الطحاوي، بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدرآباد الدكن بالهند

٨٠- المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

٨١- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، المكتب الإسلامي

٨٢- مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة

٨٣- المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ابن الفراء، دار المشرق، بيروت

٨٤- معراج الدراية شرح الهداية لقوام الدين الكاكي، مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس -Twitter محمد بن محمد التركي- (الشبكة)

٨٥- المغني لابن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت

٨٦- مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، مکتبۂ دینیہ، دیوبند

٨٧- الملتقط في الفتاوى الحنفية لناصر الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية

٨٨- ملفوظات حکیم الامت - اشرف علی تھانوی - ادارۂ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ، ملتان، پاکستان

٨٩- المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، دار القلم - الدار الشامية

٩٠- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت

٩١- نزهة الخواطر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام) لعبد الحي الحسني، دار ابن حزم، بيروت

٩٢- نقش حیات (خود نوشتہ سوانح) - حسین احمد مدنی - دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی

٩٣- نونية ابن القيم (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)، دار عالم الفوائد

٩٤- النهر الفائق لسراج الدين ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت

৯৫- মাকালাতে চাটগামী, মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

৯৬- দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, আল-আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ ১১৪/এ, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪

৯৭- প্রচলিত জাল হাদীসের (১) ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা, প্রথম প্রকাশ

৯৮- আহলে হাদীস সে যুগে এ যুগে, মাওলানা যুবায়ের হোসাইন, মাকতাবাতুস সিদ্দীক, দ্বিতীয় প্রকাশ

৯৯- মাসিক আলকাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

১০০- দৈনিক ইনকিলাব

আর এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা হয় সাহসী, যাদের থাকে 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যাদেরকে কাবু করতে পারে না। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ'র ত্রিসীমানাও ঘেঁষতে পারে না তারা; যারা হয় ভীতু প্রজাতির, যাদের থাকে না 'দ্বীনি গাইরত' আত্মমর্যাদাবোধ ও 'শরয়ি হায়া' লজ্জাবোধ এবং যারা পরিবেশ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা আঞ্চলিকতার প্রেমে কাবু হয়ে থাকে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা ইলম চর্চা করে সে অনুযায়ী 'আমলি ময়দান'-বাস্তব প্রেক্ষাপটে কার্যকর করার জন্য এবং যাদের ইলম চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আমলের প্রতি জযবা তৈরি হয়। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হয় না; যারা ইলম চর্চা করে শুধুমাত্র মুখের ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের বিলাসিতার জন্য এবং যারা আমলের প্রতি জযবা তৈরি হওয়ার ভয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আবেগ হারিয়ে বসে।

এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' তাদেরই অর্জিত হয়; যারা "بالليل رهبان وبالنهار فرسان" (রাতের পীর দিনের বীর)। এই অনুভূতি বা 'ফিকহে আম' ও 'তাফাক্কুহ' কখনই তাদের অর্জিত হতে পারে না; যারা 'ফারেস' অশ্বারোহী বীর হওয়া তো দূরের কথা 'ফারাস' অশ্বের হেষাধ্বনি শুনলেও ভূত দেখার মতো চমকে উঠে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, মুফতি তৈরির কারখানায় প্রবেশ করলেই মুফতি উপাধি লাভ করা যায় বা 'ফিকহে আম'র ফেরি করে বেড়ানো যায়, তবে 'তাফাক্কুহ' অর্জিত হয় না। যেমনিভাবে 'দাওয়াহ' ভবনে অবস্থান করে বা 'তাগুত'র তোষমুদে হয়ে শুধুমাত্র কিতাবের পাতায় 'দাওয়াহ'র পদ্ধতি তালাশ করে দা'য়ি হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত দা'য়ি হতে হলে 'তাগুত' থেকে পালিয়ে, বছরের পর বছর নিজ বাড়ি-ঘর ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ-ঘাট-প্রান্তর ও পাহাড়-মরুভূমি চষে বেড়াতে হয় এবং 'গরিব' মুসাফিরের জীবন কাটাতে হয়।

প্রকাশনায়

দারুল ফিকহিল আম